শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

---

১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড, "তারা লাইব্রেরী" হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩২৪ সাল।

প্রেম-ভিখারিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দাদা ভাইটি—আজ চুপ ক'রে বসে রয়েছ কেন বল না? নরেন্দ্র তথাপি স্থির ভাবে রহিলেন—কথা কহিলেন না। হেমন্ত এই কথা বলিয়া,নরেন্দ্রের গলা জড়াইয়া—দাদা ভাইটি,মা কি তোমায় ব'কেছেন।

নরেন্দ্র। "না যাদু"।

হেমন্ত নরেন্দ্রকে আবার জিজ্ঞাসা করিল। নরেন্দ্র কিছু না বলিয়া, হেমন্তর হাসি হাসি মুখ খানিতে একটি চুম্বন দিলেন চুম্বনে হেমন্তর আদরের কিছু অভাব হইল। দাদা হাসিল না, কোলে তুলিয়া আদর করিল না, মিষ্ট আলাপ করিল না,—এজন্য হেমন্তর অভিমান হইল। সে মুখ ভার করিয়া, মস্তক নত করিয়া ফিরিয়া বসিল। কিছুক্ষণের জন্য নরেন্দ্রর দিকে চাহিয়া দেখিল না, দাদা বলিয়া ডাকিল না, আদরের সহিত কথা কহিল না। নরেন্দ্র না ডাকিলে হেমন্ত যাইবে না।

হেমন্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাড়াইল। কোন দিকে না চাহিয়া হেঁট মুণ্ডে রহিল। নরেন্দ্র এইবার চাহিয়া দেখিলেন এবং ডাকিলেন, হেম কথা কহিল না। হাত ধরিলেন, তখন কাঁদিয়া ফেলিল। আদর করিতে গেলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া মায়ের নিকট গেল।

ঢং, ঢং, ঢং, ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। স্কুলের ছেলেরা হো হো শব্দে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নরেন্দ্র এখানে নিশ্চই কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন। দূরে ষ্টেসনের ফুৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের বামা কণ্ঠধ্বনি তাহাও শ্রবণ করিলেন। নরেন্দ্রর চিন্তা আরও প্রগাঢ় হইল।

চারিটা বাজিল, হাদশুন্য গ্রামে কোলাহলধ্বনি হইল। স্কুলের

ছুট হইয়াছে?—এজন্য গ্রামবাসিরা একটু সাবধান হইল। পথের ধারে একটা গাছে কুল পেকেছিল,—প্রখরা কৃষকপত্নী যথাসময়ে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইল। ছেলেরা গা টিপিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে করিতে চলিল। অপর দিকে ক্রীড়ায়মান হংসসকল বালকদিগের কোলাহলধ্বনি শুনিয়া, প্যাক প্যাক রব করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিতেছে। কারণ কেহ কেহ হংসের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ডেলা ছুড়িতে অভ্যাস করেন। রাখাল সভয়ে গরুদিগকে হটাইয়া রাস্তা পরিস্কার করিয়া দিতেছে, কেন না আর একপাল যাইবে। কতকগুলি কৃষকপুত্র নবপ্রতিষ্ঠিত রক্ষাকালী মূর্ত্তির নিকট সারি দিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। বালকেরা যাইতেছে—তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। রক্ষাকালীর মুণ্ড রক্ষা পাইল তখন তাহাদের সারি ভাঙ্গিল। এক জন একটি বিষম ধাক্কা খাইয়া কেও বাবারা! যাও যাও!

বেলা চারিটা বাজিবার শব্দে কোটী কোটী লোক চমকিত হয়। পৃথিবীর ছাত্রমণ্ডলী কেরাণী, শিক্ষক মজুর, গৃহী পথিক প্রভৃতি সকলেই চমকিত হয়। ঐ শব্দে ঈশ্বরের সৃষ্টির অধিকাংশ কাঁপিয়া উঠে। এখানে নরেন্দ্রর পাঠাগারে ঢং ঢং শব্দ হইবামাত্র, নরেন্দ্রর হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া ঘুরিয়া গৃহের চারিদিকে দৃষ্টি করিলেন। কাহারও অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। নরেন্দ্র আরও গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

এক একবার মনে করিতেছেন উঠি। সে কি এতই নির্ব্বোধ সামান্য অপবাদে, আমার উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে? অথবা বিদ্যুৎ ন্যায় দুর্দান্ত যুবকের অসাধ্য কিছুই নাই। বিধুর অপবাদ তাহার প্রাণে নিশ্চয় আঘাত করিয়াছে—আর না হয় তাহার পিতা মাতাকে কটু বলিয়া থাকিবে। তজ্জন্য হয়ত তিরস্কৃত হইয়া আমার নিকট

আসিতে পারে নাই। চারিটা বাজিয়া গেল এখনও আসিতেছে না কেন? নরেন্দ্র স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। উঠি, উঠি মনে করিতেছেন—কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আর উঠিলেন না। ভৃত্য আসিয়া খাবার দিয়া গেল। হেমন্ত আবার বাটীর ভিতর হইতে আসিয়া, দাদার পার্শ্বে এবং খাবারগুলির সম্মুখে দাঁড়াইল। কোমল হস্ত দু'খানি দ্বারা, নরেন্দ্রর মুখ খানি ধরিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে এবং মুক্তকণ্ঠে বলিল,—"দাদা ভাইটি—খাবে না"? হেমন্ত পুনরায় খাবারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্র একটু হাসিলেন। কিন্তু তাহা মেঘোন্মুক্ত শশীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।

নরেন্দ্রর পাঠাগারে মতিবাবু আসিবামাত্র, নরেন্দ্র সসম্ভ্রমে গাত্রো-থান করিয়া তাঁহাকে স্থান দিলেন। মতিবাবুকে, ক্রমে বর্ণিত হইবে। মতিবাবু আসিবামাত্র নরেন্দ্রর সমাচার জিজ্ঞাসা. করিলেন। নরেন্দ্র, উদ্বিগ্নচিত্তে—অথচ লজ্জাযুক্ত মৃদু হাসিতে ২ উত্তর করিলেন—"ভাল"। মতিবাবু সবিস্ময়ে নরেন্দ্রর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখি-লেন, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ললাটের ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। মতিবাবু নরেন্দ্রর বিষণ্ণ ভাব এবং সলজ্জ মৃদু হাসি দেখিয়া বিস্মৃত হইলেন। পরন্তু বলিলেন নরেন্দ্রবাবু, আপনাকে কখনও বিষণ্ণ হইতে দেখি নাই। অকস্মাৎ এরূপ চিন্তান্বিত হইবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মতিবাবু দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি হইয়াছে?"

উত্তর।—"কিছুই না"।

হেমন্ত এক একবার দাদারও মুখের দিকে চাইতেছে। হেমন্ত অতিশয় যত্ন সহকারে দুই হস্তে একখানি চন্দ্রপুলি থালা হইতে উঠা-ইয়া। পুলী সমেত হস্তদ্বয় নরেন্দ্রর বদন সমীপে পঁহুছাইবার চেষ্টা পাইল। প্রয়াস বৃথা হইল না বাটী হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া বাই

একটু ঊর্দ্ধ হইল অমনি,—মুখবিস্তার হইল! নরেন্দ্র আবার একটু হাসিলেন। মতিবাবু তাহা দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন।

মতি। হেম, তুমি খাও!

হেম। এ যে দাদা ভাইটি খাবে। আমি একবার খেয়েছি, আবার খেলে অসুখ করবে যে?

মতি। না, অসুখ করবে না।

হেম। দাদা ভাইটি, খাও না? (বিরক্ত ভাবে)

নরেন্দ্র। হেম, আমি খাইব না।

"মা, মা! দাদা খাবে না" এই কথা বলিতে বলিতে হেমন্ত ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া বাটীর ভিতর গেল।

মতিবাবু ইহা দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যের সহিত, নরেন্দ্রকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নরেন্দ্র অনিচ্ছা সত্বেও বিনয়াবনত মুখে বলি-লেন, "মানুষ যতটুকু উন্নত হইলে আপনাকে আপনি জানিতে পারে—বা আপনার ভ্রম ও অবনতি বুঝিতে পারে। আমি আজও সেই পথে পঁহুছিতে পারিতেছি না। বোধ হয় সে পথে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করি নাই। আপনি যদ্যপি আমার অন্তরে কখনও প্রবেশ করিতে পারিতেন,—দেখিতে পাইতেন কোন্ পথে উন্নতি আর কোন্ পথে আমি। নচেৎ আমার দুর্ব্বলতা যাইতেছে না কেন?"

মতি। আপনি কোন্পথে চলিতেছেন এবং কোন্ পথে যাইতে চান?

নরেন্দ্র স্তব্ধভাবে রহিলেন! যেন কিছু বলিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মতি। আপনি কি ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইতেছেন?

নরেন্দ্র। তাহা বুঝি না, কিন্তু লোকে আমাকে ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইতেছে কহে। আমার নামে অপবাদ রটিয়াছে শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি।

মতি। কি অপবাদ?

নরেন্দ্র। তা আর আপনাকে কি বলিব?

মতিবাবু ইহাতে অধিকতর বিস্মিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না কেন?

নরেন্দ্র কহিলেন, বাল্যকাল, অতিবাহিত করিয়া আপনার মনে চলিয়া যাইতেছিলাম, কোথায় যাইতেছিলাম—কেন, কিসের আশায়, তাহার পরিণাম কি, সে পথের পথিক হইবার আমার অধিকার আছে, কি না, কিছুই না দেখিয়া শুধুই চলিয়া যাইতেছিলাম।

মতি। তথায় আশা ছিল?

নরেন্দ্র। ছিল না এখন নহে। আশা যদি না থাকিবে, স্বার্থ যদি কিছু না থাকিবে, তবে যাইব কি নিমিত্ত?

মতি। ভবিষ্যত?

নরেন্দ্র। ভবিষ্যতের কথা কি বলিব? কারণ ভবিষ্যতের দিকে শুধুই আঁধার। সেই আঁধারে ডুবিয়া তবুও চলিয়া যাইতে ছিলাম, কিন্তু——

মতি। কিন্তু কি?

নরেন্দ্র। কিন্তু এ আঁধারেও সুস্পষ্ট আশা রশ্মি ছিল কিন্তু কুটিলের ছলনা বড়ই ঘৃণাজনক!

মতি। কুটিল কে?

নরেন্দ্র। বিধু।

মতি। বিধু কি করিয়াছে?

নরেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, বিধুকে বালিকা বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া—সেই স্থানে আপনাকে নিযুক্ত করায়—আমার উপর তাহার বিজাতীয় ক্রোধ হইয়াছে, কারণ জানেন, ত, আমিই তাহার আদিকারণ। কোন উপায়ে আমার উপর

অপবাদ দিয়া, তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টায় আছে। তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় কি অবগত নহি ?

বিধু দ্বাদশুন্য গ্রামের এক দুর্দ্দান্ত যুবক। পাঠক মহাশয় ক্রমে ক্রমে সমুদয় পরিচয় পাইবেন।

মতিবাবু নরেন্দ্রের নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া যাইবার সময় নরেন্দ্রকে বলিয়া গেলেন, দেবেন্দ্রবাবু আপনাকে ডাকিয়াছেন, আপনি একবার সত্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলা বাহুল্য আমি এই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চব্বিশ পরগণার মধ্যে দ্বাদশুন্য নামক একটি গ্রাম। ইহা কলিকাতা মহানগরীর দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে উক্ত গ্রামে জলপথ এবং স্থলপথ, উভয় পথেই যাওয়া যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত উক্ত গ্রামের নিকট দিয়া রেল-পথ বরাবর ডায়মণ্ডহার্ব্বারে গিয়া পঁহুছিয়াছে। কলিকাতা এবং ডায়মণ্ডহার্ব্বারের মাঝামাঝি আর একটি স্থান, নাম—হাগরামট। হাগরামট হইতে দ্বাদশুন্য গ্রামে যাইতে হইলে সুপ্রশস্ত মৃত্তিকাময় সুন্দর রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। হাগরামট অতিশয় বিখ্যাত—ব্যবসায়স্থান। বহুতর দেশীয় লোক এখানে দ্রব্যের আমদানি করে। রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে লোকে এখানে দ্রব্যের আমদানি করে। রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে লোকে এইস্থান দিয়া জলপথে গমনাগমন করিত। হাগরামটের সন্নিকটে দ্বাদশুন্য গ্রাম ব্যতীত ভদ্রপল্লী নাই এমন নহে! কিন্তু এই সকল গ্রামের চতুর্দ্দিকে শত শত বিঘা জমী ধূ ধূ করে। এই সকল জমীতে ধান্য কলাই এবং নানা প্রকার ফসলাদি উৎপন্ন হইয়া কলিকাতায় আমদানি হয়।

ইহার পাঁচ মাইল পূর্ব্বে দ্বাদশুন্য গ্রাম। গ্রাম বিস্তৃত দৈর্ঘ্য অন্যূন

চারি মাইল প্রস্থও তদনুরূপ। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থল ভেদ করিয়া সুপ্রশস্ত ইষ্টকময় রাজপথ দক্ষিনাভিমুখে গমন করিয়াছে। উহা কলি-কাতার অন্তর্গত চিৎপুর রোড সংমিশ্রিত। গ্রামেই পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত ময়দান। এই সকল ময়দান পূর্ব্বে সুন্দর বনের অন্তর্গত ছিল। সুন্দর-বন এক্ষণে দ্বাদশুন্য গ্রামের সুদূর পূর্ব্বে। পূর্ব্বে এই গ্রামে শৃগাল কুকুরের ন্যায় ব্যাঘ্র বিচরণ করিত। শুনা যায় মানুষ ব্যাঘ্রকে হটাইতে পারিত। "বাঘে মানুষে" যুদ্ধে মানুষ জয়ী হইয়াছে। ইদানিং উইলসন-সাহেবের খাঁচার পোষা বাঘের বীরত্ব দেখিয়া মানুষ স্তম্ভিত হইয়া যায়? কালের এমনই মহিমা?

দ্বাদশুন্য গ্রামভেদী সুপক্ক পরিষ্কৃত রাজপথ দক্ষিণাভিমুখে কতদূর গিয়াছে, তারপর আর পক্ক রাস্তা নাই কিন্তু উক্ত পথ অবলম্বন করিলে গঙ্গা সাগর উপকুল এবং এই উপকুল ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইলে ডায়মণ্ডহার্ব্বার পঁহুছিতে পারা যায়।

ডায়মণ্ডহার্ব্বার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ডায়মণ্ডহার্ব্বার মহ-কুমা ইহার অধীনে শত শত গ্রাম। এ সকল অঞ্চলে ভদ্র নিবাস অল্প। কায়স্থ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ইতর জাতির বাস বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় এদেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বারমাস সচ্ছল। ইহারা কৃষিজীবি অপরিমিত ধান্য কলাই রবিশস্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন দ্রব্য অধিকাংশ বিদেশে গিয়া থাকে। এ সকল অঞ্চলে আতপ তণ্ডুলের বিস্তৃত কারবার। চব্বিশ পরগণার মধ্যে কলিকাতার দক্ষিণে আতপ তণ্ডুলের কারবার বড়ই প্রসিদ্ধ। লক্ষ লক্ষ প্রাণি ইহার মুখাপেক্ষি। কিন্তু যদি কোন বৎসর অজন্মা হয়—তাহা হইলে?

দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ তাহাই হইয়াছিল। ১২০০ সালে সুবৃষ্টির অভাবে কৃষিকার্য্যের বিস্তর প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। পর বৎসরও সেইরূপ। তার পর কয়েক বৎসর উঠাউঠি এ অঞ্চলের লোকেরা

সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ১২০০ সালে অতিবৃষ্টি প্রভাবে রোপক শস্য সমূলে নষ্ট হইল। ক্রমে অন্নকষ্টের সূত্রপাত হইল।

প্রাচীন কালের বিষয় বলা হইতেছে না। যে বৎসর ডায়মণ্ড-হার্বার মহকুমার প্রজাবর্গের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহা বহু পূর্ব্বের কথা নহে। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়াছিল। কলিকাতার দক্ষিণে সকল প্রদে সেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষকদিগের কষ্টের অবধি ছিল না। প্রথম প্রথম এইরূপে আরম্ভ হয়। মহাজনেরা অর্থোপার্জ্জনের আশায় বক্ষিত ধান্য মহার্ঘ দরে ছাড়িয়া দিল। যাহার অর্থশক্তি ছিল, সে ক্রয় করিতে লাগিল। কৃষক এবং অন্যান্য নীচব্যবসায়ী লোকদিগের ক্রমে অর্থবল সঙ্কোচ হইয়া আসিতে লাগিল। যতক্ষণ ধার কর্জ্জ চলে—তাহাও চলিয়াছিল। ক্রমে বাজারের দুরবস্থা দেখিয়া, সকল জাতীয় লোকের মধ্যে একটা আশঙ্কার উদয় হইল। গরিব কৃষক পরিবারে যখন একবেলা অনাহার ভদ্র-পরিবারে তখন কষ্টের সূত্রপাত হইল। ভদ্রপরিবারে যখন সমূহ, কষ্ট, অনেক কৃষক তখন নিরাশ্রয়—ভিখারী।

এই সকল অন্নকষ্ট পীড়িত লোকদিগের যাহাতে সাহায্য করা যাইতে পারে, এজন্য দেবেন্দ্রনাথ মতিবাবু দ্বারা নরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রজাবর্গের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসা অবধি তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই আকুলিত। ইহার প্রাণ মন সর্ব্বদাই ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। কিরূপে সমাজের কল্যাণ সাধন হয়—এইই তাঁহার জীবনের একমাত্র ইচ্ছা। জীবে দয়া—এই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র।

ইনি একজন যুবা মাত্র। বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে। শরীর অল্প দীর্ঘ। সর্ব্বাঙ্গের গঠন মনোহর মুখখানি গম্ভীর—কিন্তু কান্তিপূর্ণ। দুর্ব্বাহু উন্নত এবং বলিষ্ঠ। বক্ষ বিশাল, বাহুযুগল সুদৃঢ়—দেখিলে

অপরিমিত বলশালী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইনি নরেন্দ্রের প্রিয়তম উপদেষ্টা। এই অঞ্চলের দুর্দ্দান্ত যুবক ব্যতীত সকল লোক ইঁহার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি, সাহস, বীর্য্য ও অধ্যবসায় প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে যথোচিত ভক্তি, শ্রদ্ধা সম্মান করে। নরেন্দ্রও কখন গুরুর ন্যায় ভক্তি করেন এবং কোন কোন সময় সুহৃদ ভাবে ব্যবহার করেন।

দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায স্নেহ করেন। এজন্য তিনি নরেন্দ্রকে, প্রজাবর্গের কষ্টের কথা, প্রাণেব সহিত বুঝাইয়া বলিলেন এবং তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহাও অবগত করিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশের বালক এবং যুবকদিগের উন্নতির পথে বিন্দুমাত্র আশা দেখিতে না পাইয়া যেরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছেন?—তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পাবিলে তিনি স্বয়ং প্রজাদিগের কোন্ তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিতেছেন না। এজন্য তিনি নরেন্দ্রকে এই কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচনা কবিয়া ডাকাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রর নিকট যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রকাশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাদগুল্য গ্রাম এ অঞ্চলের মধ্যে একটী প্রধান গ্রাম। গ্রামে বহু সংখ্য লোকের বাস, তন্মধ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণই অধিক। তদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতিও বাস করে। গ্রামে বালক এবং যুবক দিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এরূপ ভদ্র পল্লীর বিশেষ শৃঙ্খলার প্রয়োজন। যেথানে হাজার লোকের বসতি, সেখানে হাজার রকম অনুষ্ঠান চাই। গ্রামে অকর্ম্মণ্য ভদ্র যুবকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইঁহারা জগতের অনিষ্টের মূল। এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে শুদ্ধ একটি পরিবারে নহে—সমস্ত দেশ, দেশ ছাড়িয়া সমস্ত জগৎ উৎসন্ন যায়। এই সকল যুবকেরা বিবাহ করিয়া

পিতার সংসারে সময়ে সময়ে হাজির দেন। মনমুগ্ধকর খোসগল্প এবং গালভরা হাসিতে সর্ব্বদাই প্রাণ মুগ্ধ।

এই সকল অকর্ম্মণ্য যুবকের মধ্যে যাঁহারা অল্প শিক্ষিত এবং দুর্দ্দান্ত তাহারাই সমাজের কণ্টক স্বরূপ। যদি কোন মাতা পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধারের জন্য, ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি বড়ই অভাগিনী। বাদশুন্য গ্রাম, এইরূপ বহুসংখ্যক সন্তানের জননী!

গ্রামে লেখা পড়ার সুবিধার জন্য ইংরাজী বিদ্যালয় নাই। বাঙ্গালা বিদ্যালয়টিও না থাকিবার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। দেশের শিক্ষিত লোকের যত্নে, মধ্যে একবার একটি ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় লোকের চেষ্টা এবং বহু অর্থ ব্যয়েব পর একটি বড়দরের স্কুল হইয়াছিল। দিন কয়েক স্কুলের বড়ই ধুম ধাম ব্যাপার বাঁধিয়াছিল। নূতন নূতন পাশ করা মাষ্টাব। মাষ্টারেরা বিদেশীয়, সুতরাং এ দেশে তাঁহাদের আধিপত্যের পরিসীমা ছিল না। মাষ্টারেরা ছাত্রদের উপর স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন, সুতরাং তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাতে আশান্বিত হইতেন। তাঁহারা কি এ আশা করিতে পারেন না? কে জানিত এ আশা চিরস্থায়ী নহে। বিদ্যালয়ের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া। ঘরে ঘরে মনান্তর। শেষে এরূপ হইল—কাহারও সহিত কাহারও মত মিলে না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। একপাড়ার লোক অপর পাড়ার লোকের সহিত কথা কয় না—ও আলাপ করে না, বাবুলোকদিগের বৈঠকখানা জন শূন্য—প্রায় সে লোকের জমাট নাই, আর সে পরামর্শ নাই। কাজেই যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন—টাকা দিয়া স্কুলের সাহায্য করিতেন তাঁহারা চাঁদা বন্ধ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এইরূপ সাধারণের সাহায্য বন্ধ হইল। দেশ ব্যাপিয়া বিষাদ অনল প্রজ্বলিত হইল।

এদিকে মাষ্টারবাবুদের দুর্দ্দশার অবধি নাই। দেশীয় বাবুদের গোলমাল আর মিটে না। লাভে হ'তে বেচারা মাষ্টারেরা মারাযায়। মাষ্টারেরা ভাল আহার পায় না, ভাল শয্যা পায় না। রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবারও প্রচুর প্রতিবন্ধক। বর্ষাকাল—অবিশ্রান্ত জল পড়ে। সে বৎসর বাড়ীওয়ালার কিছু টাকার খাঁকতি ছিল। সুতরাং যথা সময়ে খোড়ো ঘরের মটকাটা মারা হয় নাই। তজ্জন্য মাষ্টারদের জল কষ্ট বিশেষ রূপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায় তাঁহারা আর কত সহ্য করিবেন।

স্কুল উঠিয়া গেল। মাষ্টারেরা মাহিনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলেও কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ঘরওয়া বিবাদ আর মিটিল না। স্কুল যে কয়েক দিন ছিল তৃতীয় মাষ্টার মহাশয়, ছাত্রদের বাটী বাটী গিয়া মাহিনা সাধিয়া চালাইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার উৎসাহ নির্ব্বাণ হইল।

সামান্য গ্রাম। গ্রামে আর ইংরাজী স্কুল নাই। বাদগুন্য গ্রামের স্কুলের উপর, পার্শ্বস্থ অন্যান্য ছাত্রদিগের শিক্ষা নির্ভর করিত। সাধারণ লোকের অবস্থা তত উত্তম নহে, যে মাষ্টার রাখিয়া সন্তানদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে পারেন। অবস্থাপন্ন লোকের এক প্রকার গতি হইয়াছিল; কিন্তু গরিবের উপায় কি হইল? বালকেরা পুস্তক ছাড়িল। ছুটাছুটি, লাফালাফি পরের অনিষ্ট প্রভৃতিতে মন দিল। যাহাদের গায়ে বল ছিল—তাহারা অকারণে নির্দ্দোষীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দেখিল, অনায়াসে একজনকে বিলক্ষণ আয়ত্ত করিতে পারা যায়—তখন উৎসাহ বাড়িল। ভাবিল—আরও শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন। তখন একটা জিমন্যা ষ্টিকের আড্ডা প্রস্তুত হইল। আড্ডা-স্থান একটি ভদ্রলোকের বাটীর অনতিদূরে। ভদ্রলোকটি ইহাদের চরিত্রে বিশ্বাস করিতেন; এ জন্য তিনি ইহাদিগকে তথা হইতে

তাড়াইয়া দিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন আড্ডার একটা বড় অভিমান জন্মাইল। একদিন বিধু সমেত একদল একত্র হইয়া বলিল, প্রতিজ্ঞা কর—শম্ভুলাল ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে। শালা শম্ভু এত বড় কথা বলে যে আমাদিগকে এস্থান হইতে তাড়াইয়া দিবে। এই প্রকারে বালকদিগের বল, সাহস, ক্রোধ হিংসা একগুঁয়েমি প্রভৃতি এতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে দেশের লোক আর টিকিতে পারে না। ক্রমে পাড়ায় পাড়ায় জিমন্যাষ্টিক আরম্ভ হইল। নিকটস্থ অন্যান্য পল্লিতেও আরম্ভ হইল। তখন পাড়ায় পাড়ায় দেশে দেশে ঝগড়া বিবাদের অনিবার্য্য স্রোত বহিতে লাগিল। কেবল মারামারি পেটাপিটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই লইয়া সে অঞ্চলের বালক এবং যুবক প্রভৃতি স্কুলের ছাত্রেরা উন্মত্ত হইল।

রামসাগর সর্দ্দারের মা বড় বিখ্যাত প্রাচীনা। তার বয়স একশত ছাপায় নাই কিন্তু সে হাট বাজার এবং দু এক খানা কাজ কর্ম্ম করে। সে এ দিকে বেশ মানুশ; কিন্তু তাহার সম্মুখে এক চোখ দেখাইলে আর উপায় নাই।

প্রহ্লাদ, বাপের ভয়ে বাহির হইতে পারে না। প্রহ্লাদের বাপ তাহাকে হাতে হাতে জব্দ করে। আজ সে বাপকে ফাঁকি দিয়া রাস্তায় রাস্তায় নির্ভয়ে বেড়াইতেছে। প্রহ্লাদ একটা শিশ দিবা মাত্র তিনজন বালক হাজির। এই সময়ে রামসাগর সর্দ্দারের মা বাজার হাট করে গৃহে আসিতেছিল! প্রহ্লাদ এক চোকে হাত দিয়া বলিল—এই দেখ বুড়ী। বুড়ী একেবারে আগুন। বুড়ীকে খেপাইয়া, ঐ কে আসচে বলিয়া তাহারা ভোঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

যাঁহারা আসিতেছিলেন তাঁহারা পূর্ব্বের স্কুলের মাষ্টার। বুড়ী রেগে জলে গেছে—এদেশে কেউ নাই রে—যে জব্দ করে? পাঠশালার গুরুমহাশয়ও নাই? এই রূপে সে ক্রমাগত বকিতে আর

করিল। ক্লান্ত হইয়া একস্থানে বসিয়া পড়িল। মাষ্টারেরা তাহা দেখিলেন।

মা। কি হয়েচে তোমার?

বু। ওদের জব্দ কত্তে কেউ পাবেনা?

মা। কাদের?

বু। আমারে এক চোক দেখায়?

মা। কে দেখায়?

বু। ন্যাকাবা আব কি,—দেখালে কি হস জাননা বুঝি?

মা। কি হয়?

বু। তোমরা স্বরায নিপাত হও।

মাষ্টারেরা বুড়ির সম্বন্ধে ব্যাপাব বুঝিলেন। মাষ্টাবদ্বয়ের মধ্যে এক-জনের নাম বমানাথ অপব জনেব নাম মতিবাবু।

মতিবাবু কহিলেন, দেবেন্দ্র বাবু সত্বর এদেশে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এজন্য যথেষ্ট চেষ্টা কবিতেছেন। ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের কর্ত্তব্য তাহাতে যোগদান করা।

রাম বাবু হাসিযা কহিলেন, দ্বাদশুঙ্গ গ্রামে স্কুল চলিতে পারে, আপনি বিশ্বাস করেন।

মতি। কেন বলুন দেখি?

রাম। এ দেশের লোকেরা নব্য যুবকের উন্নতি ভাল বিবেচনা করেন না। নচেৎ একবার স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বইচ্ছায় ঝগড়া বাধাইয়া স্কুল উঠাইয়া দেন। স্কুল উঠিয়া যাইবার কারণ শুনিলে দেশের প্রতি ঘৃণা হয়।

মতি। কি কারণটা বলুন ত, আমি অদ্যাবধি শুনি নাই।

রাম। বলিতেও হাসি পায়। দেশ উৎসন্নে যাইতে হইলে—এইরূপেই গিয়া থাকে।

এই বলিয়া রামনাথ আরম্ভ করিলেন।—

রামনাথ মতিবাবুর বন্ধু "বৎসরাতীত হইল, আমি একদিন আপনাদের বাটী যাইতেছি—সম্মুখে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম। অক্ষয় বাবু—এ দেশের একজন ধনী মানী ব্যক্তি—জানেন বোধ হয়, সান্নালদের বাটীর দুয়ারের উপর হত্যা দিয়া পড়িয়া আছেন। এক একবার চিৎকার করিয়া উঠিতেছেন,—এবার কুড়ি টাকা না দিলে বারওয়ারি কুলান হইবে না। স্কুলের বালকেরাও তাঁহার সহিত চিৎকার করিতেছে। ফিরিয়া আসিবার সময়েও তাঁহাকে সেই ভাবে দেখিযাছিলাম। শেষ কথা এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি কালীকুমার সান্নাল মহাশয় সেই মাস হইতে স্কুলের চাঁদা কমাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের পিতার নাম কালিকুমার সান্নাল। অক্ষয় বাবু স্বয়ং স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। ক্রমে সাহায্যকারীদিগের মনে মতান্তর জন্মাইল। সুতরাং স্কুল উঠিয়া গেল।"

সেই জন্য বলিতেছি এদেশে কখনও স্কুল চলিতে পারে না।

মতি। দেবেন্দ্র বাবু স্বয়ং স্কুল চালাইবেন—সমস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই ত দেশের অবস্থা। ছাত্রগুলির দুর্দ্দশার অবধি নাই। যুবকদিগের যথেচ্ছাচারে দেশ একেবারে উৎসন্ন যাইতেছে। এ দিকে দেশে দেশে দুর্ভিক্ষের অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

দ্বাদশগুণ্ড গ্রামে এক ভদ্র-পরিবারের অন্নকষ্ট উপস্থিত। প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে গৃহে চাল নাই, দাল নাই, লবণ নাই—কিছুই নাই। এজন্য একটা বকাবকি হইত। গৃহিণী সদাই বিরক্ত। "কেমন করিয়া সংসার চালাইব? মেয়েটা না খেতে পেয়ে ম'রে যায়। সংসার সে দেখে না, মিন্সে কোথায় গিয়ে বেরিয়ে আছে তার ঠিক নাই।"

মা ডাকিলেন। মেয়ে এক খানি পুস্তক হস্তে—আঁচল লোটাইতে লোটাইতে আসিয়া উপস্থিত।—কি মা? মা—একটি পাত্র ঝাড়িয়া কিঞ্চিৎ মুড়ী দিয়া বলিলেন—খাও মা,—কালশুদ্ধ খাও নাই।

মেয়ে। মা, আমায় সব দিলে, তুমি কি খাবে?

মা। আমি যা হয় খাইব—না হয়, উপবাস করিব?

মেয়ে। না মা, এক মুঠা তুমি খাও, এক মুঠা আমি খাই—আচ্ছা তাহ'লে বাবা কি খাবেন?

মা অশ্রুবিগলিত নেত্রে কন্যার মুখখানি ধরিয়া একটি চুম্বন দিলেন।

দ্বারদেশে সিংহগর্জ্জনে চিৎকার হইতেছে—ওরে বাটিতে কেউ নাই? গৃহিণী, "যাই"—বলিয়া সেই দিকে ছুটিলেন এবং একটি বৃহৎ বোঝা নামাইলেন। শম্ভুনাথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিশ্রামার্থ ভূমি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বাঙ্গে গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে। নাসিকাগ্রভাগ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ঘর্ম্ম-বিন্দু প্লাবিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণী, শম্ভুনাথের মন রাখিবার জন্য গৃহাভ্যন্তর হইতে তালবৃন্ত আনিয়া হাসিভরা মুখে বাতাস করিতে বসিলেন। ইচ্ছাটা—শম্ভুনাথের মনটা কাদা করিয়া, অদ্যকার আহারের বন্দোবস্ত কিরূপ হইবে, জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

গিন্নিঠাকুরুণ আকাশের দিকে মুখ করিয়া সুর ধরিলেন—"আমার গায়ে কখনও এত ঘাম বাহির হয় না। তা আমার কিসেরই বা খাটুনি? আজ কুটনা কুটিতে হইবে না" বাটনা বাটিতে হইবে না, হাঁড়িশালে পাক করিতেও যাইতে হইবে না। তবে কেনই বা আমার এত ঘাম বাহির হইবে?"

শম্ভু। কেন, আজ ছুটি নাকি?

গিন্নি। আজ ত আমার ছুটি।

এই কথা বলিয়া পতিগতহৃদয়া ব্রাহ্মণী শম্ভুনাথের পার্শ্বে পরিবর্ত্তন করিয়া সম্মুখে বসিলেন। ঊর্দ্ধ মুখ সোজা করিলেন। নাসিকাস্পর্শী নথনগুলাকাবাভ্যন্তরস্থ মুখখানি শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যকে দেখাইলেন। তিনি দেখিলেন—বলিলেন, বাতাস করা রাখ। শীঘ্র শীঘ্র ভাত চড়াইযা দাও, আজ আমাকে অর্থ চেষ্টায় বাহির হইতে হইবে। তদ্ব্যতীত অতিশয় ক্ষুধাতুর হইয়াছি—কাল হইতে পেটে অন্ন নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। পাত্রাভ্যন্তরে মুড়ী আছে, আমায় দাও—আর একটু জল দাও।

ব্রাহ্মণী বসিয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ বসনাভ্যন্তর হইতে দুটা মূলা এবং একটা বেগুণ বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—বেগুণটা আমায় পুড়াইয়া দিও। (বিরক্ত ভাবে) একটু জলদাও—বড় কষ্ট হইতেছে!

ব্রাহ্মণী স্বতন্ত্র দ্বার দিয়া কিঞ্চিৎ খাবারের নিমিত্ত পদীর মার অন্বেষণে দৌড়াইলেন।

শম্ভুনাথ বড়ই উদ্যোগী পুরুষ। তাঁহার মুখমিষ্টতার গুণে শুদ্ধ দ্বাদশুন্য গ্রাম নহে—সে অঞ্চলে সকলের নিকট পরিচিত। সে অঞ্চলের ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া ডাকিতেন। সাধারণের বিশ্বাস তিনি সর্ব্বকর্ম্মান্বিত। গরিব কৃষকেরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা সহকারে পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত! তদ্ব্যতীত অন্যান্য নীচ ব্যবসায়ী লোকেরা তাঁহার নিকট কবচ, মাদুলি এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধানাদি গ্রহণ করিত। তাহাতে তাঁহার অনেক লাভ। প্রাত্যাহিক মুলাটা বেগুণটা ইহা পুণ্যফলপ্রসূত।

এক কৃষক গললগ্নকৃতবাস হইয়া সাশ্রুনয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে শম্ভু সমীপে দণ্ডায়মান।

শম্ভু। খবর কি?

কৃষক। ধর্ম্মাবতার!

শম্ভু। কি হইয়াছে?

কৃষক। ধর্ম্মাবতার, কাল রাত্রিতে আমার "মাতৃবিচ্ছেদ" হইয়াছে। (ক্রন্দন) কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

শম্ভু। দূর হ শালা—কি হয়েছে খুলিয়া বল—বুঝি।

কৃষক। ধর্ম্মাবতার—মাতৃবিচ্ছেদ! (ক্রন্দন)

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পণ্ডিত, সুতরাং অনায়াসে রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইলেন। বলিলেন তোর মা মরেছে?

কৃষক। ধর্ম্মাবতার মাতৃবিচ্ছেদ, হ্যাঁ।

ধর্ম্মাবতার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন। তাঁহার উপার্জ্জনের ইহা এক পথ। তদ্ব্যতীত তাঁহার কয়েক ঘর যজমান আছে। দিনমানে যজমানের বাটী বাটী ঘুরিয়া প্রাতিদিন সন্ধ্যার সময় যে দিন যেমন জুটিত—কিছু হাতে করিয়া বাটীতে ফিরিতেন। যথা বিধান দ্বারা আগন্তুককে বিদায় করিলেন।

ধর্ম্মাবতার কৃষকদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নানা কথায় মোহিত করিয়া কখন দু আঁটি ধান কখন দুটা বেগুণ প্রাপ্ত হইতেন। ইনি কথায় কথায় মানুষকে আশীর্ব্বাদ করেন—ইহাতে যে গলিয়া যাইবার সে গলিয়া যায়। শম্ভুনাথের ইহাতে আশ্রয় অনেক। শম্ভুনাথ এক কৃষককে পদধূলি দিয়া একটা আম গাছের গুঁড়ি পাইয়াছিলেন। স্বয়ং তাহা ছেদন করিয়া ঝুড়ি পুরিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বাটীতে আসিলেন। একটু জল চাহিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণী কোথায়!

শম্ভুনাথ বিকট স্বরে চিৎকার করিলেন—জল নাই? "বাবা জল চাই"? এই কথা বলিয়া কন্যা জল আনিয়া দিলেন। আঁচলে কিঞ্চিৎ মুড়ী ছিল খুলিয়া দিলেন। শম্ভুনাথ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন।

গৃহেব ভিতর তাঁহার কন্যা, বহুকালের পুবাতন একখানি কেদারার উপর বসিয়া পুস্তক পড়িতেছিলেন। পড়িবার স্বরে ঘর ফাটিয়া যাইতেছিল এবং পা দোলাইবার দৌরাত্ম্যে কেদারা খানি স্ব-কণ্ঠে ক্যাচ্ কোচ শব্দে স্বীয় পরিণাম অবগত করিতে ছিল। পড়িবারও সুর একেবারে সপ্তমে চড়িয়াছিল। চরিতাবলী ভুগোল, পদ্যপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়া শেষ হইল। এইবার (ফাষ্টবুক রিডিং) ইহাও সুর ধরিয়া আরম্ভ হইল (ওয়ান মর্ণি আই নেটে লেম্ ম্যান ইন্ এ লেন ক্লোজ টু মাই ফর্ম্ম) ইংরাজী পড়াও শেষ হইল। পুস্তক মুড়ীবারও শব্দ হইল। বালিকা তথাপি সুর ধরিয়া—"আমার পড়া সাঙ্গ হ'ল।

বালিকা হাসি ভরা মুখে—বাবা আজ আমাদের পরীক্ষা ?

শম্ভু। ভাল, ভাল—তা মায়ের আমার হাতে মুখে এত কালী কেন ?

কন্যা। বাবা আমি ইংরাজী লিখতে শিখেছি। আমাদের পরীক্ষা। আমি এখনি খেযে স্কুলে যাইব।

বালিকার আজ পরীক্ষার দিন—বড়ই আনন্দ। লিখিয়া লিখিয়া হাতে কালী লিপ্ত হইয়াছে। আঁচলের স্থানে স্থানে কালী, মুখেতেও কালীর দাগ পড়িয়াছে। প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়া সমাপ্ত হইল। এইবার আহারাদি কবিয়া স্কুলে যাইতে হইবে।

"মা আমায় ভাত দাও"—মাকে ডাকিয়া বালিকা গৃহ হইতে থালা লইয়া ছুটিয়া রন্ধন শালায় গেলেন।

ইত্যবসরে ব্রাহ্মণী আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বসিযা পড়িলেন। বলিলেন—উপায়।

শম্ভুনাথ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন।

মাতা চক্ষে হস্ত দিলেন। শম্ভুনাথ মুখ ফিরাইলেন ; তাঁহার অশ্রুধারা, বক্ষস্থলে আসিয়া স্বেদ ধারায় মিলিল। শম্ভুনাথ বলিলেন, সরীকে সান্নালের বাটিতে দুআনা পয়সার নিমিত্ত পাঠাইয়া দাও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘাঁটিগুন্ত গ্রামে কালীকুমার সান্নালের অট্টালিকা। কালীকুমারের পূর্ব্বপুরুষ সম্পত্তিশালী ছিলেন। ধর্ম্ম পথে থাকিয়া শত শত মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া, অতুল বিষয় সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দির, ত্রিতল অট্টালিকা, ১০০ নম্বরের লাট, ইদানিং তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গ্রামের মধ্যে কালীকুমারেব অট্টালিকা সুবৃহৎ সর্ব্বোচ্চ এবং সুরম্য! দ্বিতল বৈঠকখানা, দেবালয, অতিথিশালা, পূজার দালান, দপ্তরখানা। দ্বারেব দুই পার্শ্বে শান্তরক্ষকদিগের প্রকোষ্ঠ। বাটির সম্মুখে পুষ্পোদ্যান, তাহার মধ্যে দুই চারিটা পুরাতন যুঁই, রঙ্গণ, কববী প্রভৃতির ঝাড় বিরাজমান। সম্মুখ এবং খিড়কি প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের ধারে ধারে প্রাচীন জীর্ণ বৃক্ষসাবি মাঝে মাঝে বহুকালের পুরাতন আম কাঁঠালের সজীব তরু বিদ্যমান। কালীকুমারের ভিতর এবং বহির্ব্বাটী সর্ব্বদাই জনরবে পরিপূর্ণ।

ভিতর মহলে কেবলই গণ্ডগোল। চাকর দাসীদিগের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি হৈঃ চৈঃ শব্দে দিগন্ত ব্যাপ্ত। রন্ধনশালায় ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ব্যস্ততা, দাস দাসীদিগের বকাবকী বাটীর গিন্নির সহিত ইহাদের কথোপকথন। ছোট বালক বালিকাদিগেব আমোদ, গল্প,—কখন উচ্চ হাস্য। উপহার স্বরূপ একটা আধটা ধমক। বধূদিগের অস্পষ্ট ফিস্ ফিস্ শব্দ। ছোট ভায়ের উপর বড় ভাই, বধূদের উপর ননদ, ঝিয়ের উপর চাকর, চাকরের উপর ব্রাহ্মণ—এবং সকলের উপর গিন্নিঠাকুরাণির কর্ত্তৃত্ব। অন্দর মহল কোলাহলে পরিপূর্ণ।

বাটীর প্রাচীনারা ভোরবেলা হইতে বঁটি পাতিয়া কুটনা কুটিতে কুটিতে কেহ পা ছড়াইতেছে, কেহ আলস্য ভাঙ্গিতেছে। প্রথরা এক দাসী রাধুনি ব্রাহ্মণের সহিত এক পালা ঝগড়া করিয়া—আবার ঘড় ঘড় করিয়া বাটনা বাটীতে বসিল। চাকরেরা দুপুরবেলা পর্য্যন্ত জল

তুলিতে তুলিতে নাজেহাল। হঠাৎ "অতিরিক্ত" জল খরচ দেখিয়া দাসীদিগকে মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনাইল। তখন দাসী-মহলে যুদ্ধ বাধিল। সদী, পদী, বিন্দী প্রভৃতি সমরে প্রবৃত্ত! বাটীর গিন্নি নিকটস্থ এক দাসীর বল সাহায্যে বহু কষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া হস্তদ্বয় পশ্চাতে ধরিয়া হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে উপস্থিত। গিন্নি যুদ্ধক্ষেত্রে হস্ত নাড়িলেন, মুখ নাড়িলেন,—তাহাতে নাকের নথ নড়িল, কানের গহনা দুলিল, হাতের বাউটি এবং চুড়ী প্রভৃতির ঝুম্ ঝুম্ শব্দ হইল। তিনি মৃদু গম্ভীর স্বরে হস্ত বিস্তার করিয়া এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন,—বাছারা গৃহস্থের বাটী—ঠিক্ দুপুর বেলা—একটু থাম।

একটী বালক রন্ধনশালায় এক বধূকে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, সবিস্ময়ে হাঁ করিয়া আছে। গিন্নি ঠাকুরাণীকে দেখিয়া, আজ যে আমাদের ছুটি। অদূরে এক চাকর, বাটীর কর্ত্তাকে তেলে চুপাইয়া দলিতে আরম্ভ করিয়াছে। হেমন্তকুমার হা বুজাইয়া, কর্ত্তাকে বাবা বাবা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তথায় উপস্থিত। যাহা বলিবার ছিল, দৌড়াইবার সময় তাহা ভুলিয়া গেল।

নরেন্দ্র মধ্যাহ্নকালে আহার সমাপন করিয়া বাটীর ভিতর কার একটী গৃহে বসিয়া পান চিবাইতেছেন। সম্মুখে দুইটী খোকা বাবু মুখ চেয়ে চেয়ে হাসিতেছে। একটা বিড়াল আহারান্তে থাবা পাতিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। নরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া তাহা দেখিলেন। নরেন্দ্রের চিত্ত সর্ব্বদাই বিষণ্ণতাতে পরিপূর্ণ। মনে বিন্দুমাত্র আনন্দ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহ নাই, সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে থাকিতে ভাল বাসেন। কাহার জন্য নরেন্দ্রের মুখ-কমল দিনে দিনে বিশুষ্ক হইতেছে?

কাহার জন্য? এক প্রতিমা রূপিণী বালিকা, এক অপরিণত বয়স্কা বালিকা, যাহার মুখখানি বিকাশ উন্মুখ কুসুম কলিকার ন্যায়

অস্ফুটস্ত, যাহার সরলতা মাথা নীরব দৃষ্টি অমৃতবৎ মধুর, এমন একটী বালিকার জন্য। যে নরেন্দ্রের স্বর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া নরেন্দ্রর নিকট গিয়া বসে। যে নরেন্দ্রর মুখ পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলে, এমন একটী বালিকার জন্য।

নরেন্দ্র সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাবে আছেন। চিন্তাজ্বরে তাঁহাকে আক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। বিধুর বিঘোষিত অপবাদ বার্ত্তা অনুক্ষণ তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু কোনও প্রকার প্রতিকার না দেখিয়া অনন্যমনে চিন্তা করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ তাঁহার মস্তিষ্কে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। নরেন্দ্র চিন্তা-সাগরে ভাসমান।

এদিকে বাটীর কর্ত্তা কালীকুমার স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া, আহার করিবার নিমিত্ত অন্দরমহলে আসিতেছেন, পাদুকা ধ্বনি তাহা অবগত করিতেছে। হঠাৎ সেই সহস্র স্বর সমন্বিত শব্দসমূহ নিঃশব্দ-স্তিমিতবৎ প্রতীয়মান হইল। কালীকুমার সেই নীরবতা ভেদ করিয়া, যে গৃহে নরেন্দ্র বসিয়াছিলেন, সেই গৃহাভিমুখী হইতেছেন। ইত্যবসরে নরেন্দ্র অবনত মস্তকে, তীরের ন্যায় পিতার পার্শ্ব দিয়া স্বীয় পাঠাগারে গিয়া বসিলেন পাঠাগার বহির্ব্বাটীতে, কর্ত্তা মহাশয় চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ রস সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

নরেন্দ্র তাঁহার পাঠাগারে গিয়া বসিলেন। এ দিকে সাংসারিক কোনও ভাবনা নাই। পিতার অগাধ বিষয় সম্পত্তি। দুটী ভাই নরেন্দ্র এবং হেমন্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। কোনও ভাবনা নাই। তাঁহার এই অষ্টাদশ বর্ষ বয়স অতিক্রম হইতে চলিয়াছে এতাবৎ তিনি সংসারের কোন খবর রাখেন না, কেবলই সৎচিন্তাতে নিযুক্ত। শিক্ষকের উপদেশানুযায়ী কেতাব পড়িয়াছেন এবং সুশিক্ষাদি গ্রহণ করিয়াছেন, পিতা স্ব-ধর্ম্ম পরায়ণ সরল বিশ্বাসী সে কালের বৃদ্ধ

হিন্দু। যথা নিয়মে পুত্রের সুশিক্ষা দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত তিনি নরেন্দ্র জন্ম বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। নানা প্রকার চেষ্টা যত্ন এবং অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি সফল মনোরথ হইযাছেন। তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বড় ঘরে চরিত্রের আদর নাই, এ কথা কালী-কুমার সান্নাল বুঝিয়া সুক্রিয়াসন্তানের নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ন এবং অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এ জন্য নরেন্দ্র ধনীর সন্তান হইলেও কোনও প্রকার চরিত্র-দোষ তাহাতে স্পর্শ করে নাই।

নরেন্দ্র, হস্তস্থিত একটী পানের খিলি মুখে দিয়া চর্ব্বণ আরম্ভ করিলেন, সেটি উদরসাৎ হইতে না হইতে আবার একটী গ্রহণ করিলেন। এইরূপে তিন চারিটী ধ্বংস হইল, বোধ হয় পরিশ্রান্ত হইলেন। একটী হাই উঠিল। চক্ষু-দ্বয় ঢল্ ঢল্ করিতে লাগিল। একখানি ডিক্সনারি ঠেস দিয়া একটু আড় হইলেন ক্রমে মস্তক পতিত হইল। দিবস নিদ্রা অকর্ত্তব্য, এজন্য একেবারে চক্ষু মুদ্রিত করিতে সাহস করেন নাই; মুদ্রিত না করিলেও নিস্তার নাই, এই অবস্থায় তিনি পতিত। দূরে—নিজঝুম মধ্যাহ্নে একটী বিহঙ্গম মধুর স্বরে গান করিতে ছিল, নরেন্দ্রর কর্ণকুহরে তাহা সুধা বর্ষণ করিল। ক্রমে চক্ষু মুদ্রিত হইল—নিদ্রাগত হইলেন।

নরেন্দ্র নিদ্রাবেশে যেন স্বপ্নে কি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কে যেন তাঁহার অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পরিধানে একখানি মলিন বসন, হস্তে কতকগুলি পুস্তক। পরিধেয় বস্ত্রখানি বিশৃঙ্খলভাবে পরিধান করা; কিন্তু তাঁহার কমনীয় কান্তিপূর্ণ সুকোমল সুচারু অঙ্গের উপর সেই মসী বিনিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ বসন শোভা পাইতেছিল। তাঁহার মস্তকোপরি আলুলায়িত কেশরাশি বিশৃঙ্খলরূপে মস্তক এবং মুখমণ্ডলে আচ্ছাদিত? তন্মধ্য হইতে সুবিশাল উজ্জ্বল লোচন যুগল অরুণ কমলবৎ প্রকাশ পাইতেছিল তাঁহার লোচন, যুগল হেন সুনির্ম্মল

স্বচ্ছ সবসী সলিলোপরি পূর্ণ বিকসিত কমলরাজির ন্যায়। কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ নয়ন স্নিগ্ধকর কান্তি পূর্ণ মুখখানি যেন দিবাকর কব প্রতাপে নিজ্জল কমলবৎ বিশুদ্ধ। নরেন্দ্রের নিদ্রাবস্থায ইহা প্রতীয়মান হইতেছিল।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ—কালিকুমারের বাটী যেন জনশূন্যবৎ। বাহিরে বৈশাখেব রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সহস্র কিবণজাল বিস্তার করিয়া ধরণী উত্তাপিত করিতেছে। সেই গৃহেব গবাক্ষদেশ হইতে ববি-কিবণ আসিয়া, ক্রমে তাঁহাব মস্তক অতিক্রম করিয়া, স্বেদবিন্দুসিক্ত প্রশান্ত ললাটদেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। ক্রমে ধীরে ধীরে সেই নিমীলিত চক্ষু-প্রান্তে সূর্য্য-রশ্মি প্রতিফলিত হইল। তাঁহার সুখ-নিদ্রায় নানা প্রতিবন্ধক উপস্থিত।

আবার কালিকুমারের পাদুকা-ধ্বনি হইল। নবেন্দ্রেব তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মোচন করিবামাত্রই চকিতের ন্যায় আবার পলক ফেলিতে বাধ্য হইলেন।

আকাশ হইতে—লক্ষযোজন দূর হইতে দৈববাণী হইল, "নরেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত কব—তাকাইও না, মবিবে।"

বস্তুতঃ তিনি রবি-কিরণাতিশয্যবশতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরক্ষণে তিনি হস্তপদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিবা বসিবার প্রয়াস পাইতেছেন;—হঠাৎ দ্বারদেশে একটী সুকুমারাঙ্গী দেবী-মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। নরেন্দ্র সেই দিকে অনিমিষ লোচনে তাকাইয়া রহিলেন—কিয়ৎক্ষণ চক্ষের পলক পড়িল না। হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে রহিল, পদদ্বয় তেমনই বিস্তৃত রহিল, শরীর স্ফীত হইল, হস্তপদাদি অবয়ব সকল অবশ হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ তাঁহার চক্ষের পলক পড়িল না, মুখমণ্ডলে একটী অব্য-

ভাবিক প্রতিকৃতি দেখা দিল। কি যেন একটী সুদূর চিন্তার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হইল। চাহিয়া আছেন—কিন্তু দৃষ্টি শূন্যভাবে, মুখে কথা নাই। নয়নের সম্মুখে সে মূর্ত্তি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন দু এক বিন্দু অশ্রুঝরিয়া পড়িল, তখন সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন;—দেবী প্রতিমাবৎ পরমা সুন্দরী এক প্রেমময়ী মূর্ত্তি। আলুলায়িত রুক্ষ কেশরাশি আশে পাশে এবং পৃষ্ঠদেশে চতুর্দ্দিকে বিলম্বিত সেই কেশগুচ্ছ স্থান ভ্রষ্ট হইয়া মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতেছিল। নরেন্দ্রর চক্ষু সেই দিকে। বালিকা হঠাৎ চঞ্চলতার সহিত তাঁহার বিশৃঙ্খল চিকুরদাম বাহুযুগল দ্বারা সুপবিন্যস্ত করিলেন;—তখন কেশ রাশির মধ্য হইতে নবীন সুকোমল ফুল্ল-শশধর-হাস্য-সদৃশ বদন প্রকাশিত হইল। যেন অমানিশান্তে শারদীয় চন্দ্রিমার প্রকাশবৎ প্রতীয়মান হইল।

নরেন্দ্র, বালিকার মুখপ্রতি নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিলেন বালিকা সবলতা মাখা দৃষ্টিতে নরেন্দ্রর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রতি নরেন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কটাক্ষ। বালিকার মুখমণ্ডলে লজ্জার চিহ্ন প্রকটিত হইল, তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

নরেন্দ্র কহিলেন সরোজিনী তুমি কোথায় আসিয়াছ? আবার আমার নিকট কি জন্য আসিয়াছ? তিনি ক্ষণকাল নরেন্দ্রর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, আবার মস্তক নত করিলেন।

নরেন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। মুখখানি ঈষৎ বিকৃত হইয়া লজ্জাবতীর ন্যায় অবনত হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র কহিলেন—আচ্ছা তুমি চেষ্টা করিলেও কি একদিন সাক্ষাৎ করিতে পারিতে না?

সরো। বিধু কি অপবাদ দিয়াছে, তজ্জন্য বাবা বাটীর বাহির হইতে নিবারণ করিয়াছেন।

নরেন্দ্র। তবে কেন আসিয়াছ?

সরোজিনী কথা কহিবার প্রয়াস পাইলেন। একবার নরেন্দ্রর দিকে তাকাইলেন—তাহাতে চক্ষু স্থির হইল। স্থির চক্ষে নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। শুষ্ক কণ্ঠে একটি ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—আমি এই জন্য আসিয়াছি, দুই আনা পয়সা না, হ'লে আজ আমাদের—বলিতে বলিতে কণ্ঠ রোধ হইল, নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু ছাপাইয়া ঝর ঝর ঝরিতে লাগিল; কথা কহিতে না পারিয়া নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন—পুস্তকগুলি অশ্রুজলে সিক্ত হইতে লাগিল।

আজ সরোজিনী যদি বা পিতার অনুমতি পাইয়া সান্যালদের বাটীতে আসিতে পাইলেন, কিন্তু নরেন্দ্রের ভাব বৈলক্ষণ্য দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইয়াছেন। একবার মনে করিতেছেন পিতা মহাশয় যদি জানিতে পারেন আমি পয়সার নিমিত্ত নরেন্দ্রর নিকট আসিয়াছি তাহা হইলে আমার দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। জানি না বিধুর মনে কি আছে? ভাল, বিধু যদি কোন উপায়ে জানিতে পারে আমি নরেন্দ্রর নিকট দাঁড়াইয়া আছি—তাহা হইলে? উপায়। এখনি চলিয়া যাই। নরেন্দ্রেরও মনে এইরূপ নানা প্রকার ভয় হইতেছে—দিনের বেলা, বিশেষতঃ অপবাদ।

সরোজিনী প্রস্থানের নিমিত্ত চরণ বাড়াইলেন। নরেন্দ্র ডাকিয়া কহিলেন সরোজিনী! সরোজিনী এইবার চক্ষু মুছিয়া পার্শ্ব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সজলনেত্রে নরেন্দ্রের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নরেন্দ্রও সে মুখ দেখিয়া উভরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। উভয়েই সমস্বরের ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় সরোজিনীর নিকট যাইয়া কহিলেন—সরোজিনী কাঁদিতেছ কেন? সরোজিনী কহিলেন আমাকে তুমি অশ্রদ্ধা কর কেন?

নরেন্দ্র। তুমি জাননা তোমার জন্য আমি কত কষ্ট পাইতেছি। আর তুমি আমার নিকটে আইস না কেন?

সরো। বিধু আমাদের নামে যে সমস্ত কথা বাবাকে বলিয়াছে, আমি তাহা মুখে আনিতে পারি না। তাই বাবা নিবারণ করিয়া দিয়াছেন। তুমি কি মনে কর আমাদের বন্ধন কখনও ছিন্ন হইবে?

নরেন্দ্র কহিলেন—হইবে না ত?

নরেন্দ্র তাঁহাকে বাহুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া বক্ষে বক্ষ সংলগ্ন করিয়া, স্কন্ধে স্কন্ধ স্থাপন করিয়া কহিলেন সরো, সরো, সরো, আমার সরো-তুমি আমাকে ভুলে যাবে না ত?

সরোজিনী অচৈতন্য হইয়াছেন, প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। হঠাৎ গবাক্ষ দেশে শব্দ শুনিতে পাইলাম, টক টক টক ঠিক গবাক্ষদেশে আসিয়া শব্দ বন্ধ হইল। আবার টক টক টক টক টক ক্রমে শব্দ মিলাইয়া গেল। কে একজন আসিয়া ফিরিয়া গেল।

নরেন্দ্র স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। কে যেন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে; নরেন্দ্র নিঃশব্দে দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, বিধু পলাইয়া যাইতেছে।

নরেন্দ্র গৃহে আসিয়া দেখিলেন সরোজিনী নাই সরোজিনী নরেন্দ্রের নিকট কি জন্য আসিয়াছিলেন?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নকাল—প্রচণ্ড ভানুতেজে চরাচর উত্তাপিতা। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝঝুম। প্রখর রবিকর প্রতাপে পরিশ্রান্ত জীব জন্তু ক্লান্ত। দ্বাদশুণ্য গ্রামের কোলাহল নির্ব্বাণ হইয়াছে। গ্রামের অরণ্যানী ঈষদ্বায়ুভরে বিদলিত। পল্লবদল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে—পক্ষিগণ তাহার আশ্রিত। পশু সকল ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষ-তলে পা ছড়াইয়া হাঁ

করিয়া ধুকিতেছে, পরিশ্রান্ত জীব জন্তু শ্রান্তি দূরীকরণার্থ নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে বৃক্ষ ছায়াভি মুখে অগ্রসর হইতেছে।

মধ্যাহ্নকালে সেই প্রতপ্ত রাজ পথ বাহিযা একটি বালিকা চলিযাছেন। সর্ব্বশবীব ঘর্ম্মসিক্ত। পথের ধূলি সকল মধ্যাহ্ন রৌদ্রে অনলেব ন্যায় প্রজ্বলিত। বায়ু অগ্নি লিঙ্গবৎ—সেই ধূলিমিশ্রিত বায়ু বো বো শব্দে বহিতেছে। পথের উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষেব গাত্রে সেই ধূলি প্রলেপিত হইতেছে, এখানে পথিকের দেহকান্তিকে মণ্ডিত করিতেছে। সরোজিনী সেই অনল সদৃশ ধূলিব উপব দিয়া যাইতেছেন—কেমন চরণদ্বয় পুড়িয়া যাইতেছে। অতি কাতব ভাবে এক একবার চরণ উত্তোলন করিতেছেন। তাহাতে মুখশ্রী বিকৃত হইতেছে—নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত আভাবিশিষ্ট গণ্ডদ্বয় কুঞ্চিত হইতেছে। মুখখানি নির্জ্জল কমলবৎ বিশুষ্ক হইযাছে।

সরোজিনী গৃহে উপস্থিত হইলেন। মাতা অতি কষ্টে কোনরূপে সে দিন চলাইলেন। তিনি বালিকার মুখেব দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে চক্ষুদ্বয় ছল ছল করিতেছে! কহিলেন, সরোজিনী মা আমার।

সরোজিনী কহিলেন, কেন মা সজল নেত্রে।

মাতা। মা, আমি যদি মরিয়া যাই তাহা হইলে আর এ দৃশ্য দেখিতে হয না।

সরো। মা, প্রতিদিন ত আহাব করি এক এক দিন আহার না করিলে কি হয়? আমি এখন স্কুলে যাই—আজ আমাদের পরীক্ষা।

মাতা। সে কি মা? কত কষ্ট হইতেছে—আজ আব স্কুলে গিয়া কাজ নাই।

সরো। না মা, আজ আমাদের পরীক্ষা—আমি যাইব।

মাতা। যা হোক দুটি রাঁধিয়াছি খাও

সরোজিনী যাহ'ক কিছু মুখে দিয়া মাতাকে কাঁদাইয়া স্কুলে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে সম্মুখে একটা লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। লোকটা লম্বা, একহারা গোছ রংটা কাল কিন্তু মিসমিসে কাল নয়। চোকদুটো খুব ডাগর ডাগর—টানা নয়—গোলাকারাকৃতি, কটাক্ষ অতীব সুতীক্ষ্ণ। নাসিকার নিম্ন দিয়া সুস্পষ্ট গোফের কাল রেখা প্রতীয়মান হয়।

লোকটা দূর হইতে সরোজিনীর উপর চক্ষুপাত করিয়া অগ্রসর হইতেছে—দেখিয়া ভীতা হইলেন। নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র চিনিতে পারিলেন, তাহাতে শরীর কণ্টকিত হইল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হঠাৎ নির্জ্জন পথিমধ্যে কালান্তের কালস্বরূপ বিকটাকার এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি উপস্থিত। আগন্তুক ঘোরদৃষ্টিতে সরোজিনীর উপর চক্ষুপাতিত করিল। আগন্তুক গালপোরা হাসি মুখে কহিল সরোজিনী! নরেন্দ্র তোমাকে ছেড়ে দিল যে, তা আমরা বুঝি কেউ নয়,—এই বলিয়া সরোজিনীর পৃষ্ঠে হাত দিয়া হা হা হা হা করিয়া বিকটভাবে হাসিতে লাগিল।

সরোজিনী ভয়ে জড় সড়, কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছেন না।

লোকটা কহিল, সরোজিনী সরোজিনী। এই বলিয়া চারিদিকে মুণ্ড ঘুরাইয়া দৃষ্টি করিতে লাগিল। আরো নিকটে সরিয়া গিয়া হাত ধরিল, মুখের দিকে চাহিয়া ঠোঁট চাটিতে লাগিল।

ক্ষুধা-তৃষ্ণান্বিতা ভয়বিহ্বলা বালিকা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন—পণ্ডিত মহাশয়। কি জন্য আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, পথ ছাড়িয়া দিন, চলিয়া যাই।

সে ব্যক্তির প্রত্যুত্তরে সরোজিনী আগুণে ঘৃতাহুতির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন।

সয়ো। কি দুর্দ্দান্ত বিধু। এখানে নরেন্দ্র থাকিলে তোমার সমুচিত প্রতিফল দিতাম।

এই বলিয়া সরোজিনী সজোরে তাহার হস্ত ছাড়াইলেন।

বিধু বলপ্রয়োগ অভিপ্রায়ে সুসিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া—নিরস্ত হইল এবং কহিল সরোজিনী আজ তোমার এবং নরেন্দ্রর সকল ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই মাত্র আমি তথা হইতে আসিয়াছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি নরেন্দ্র যাহাব অনুসরণ করিয়াছিলেন সে—বিধু।

বিধু কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল, এমন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দেখ, তোমাকে আমার হস্তে আনিব এবং আমার আশা সাধ মিটাইয়া পূর্ণ করিব। তোমাদিগকে অপবাদ কি দিব, অপবাদ, ইহা সামান্য ইহাপেক্ষা গুরুতর কিছু করিতে হইবে।

আমি চলিলাম। এই কথা বলিয়া অগ্নিশর্ম্মা যুবক থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিল। সরোজিনী স্কুলে যাইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অক্ষয়বাবু—যিনি স্কুলের সেক্রেটেরি ছিলেন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইনি একজন ধনী প্রবীণ ব্রাহ্মণ বাদগুল্য গ্রামেই নিবাস। ইনি মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া স্কুল, এবং বারয়ারি প্রভৃতির চাঁদা আদায় করেন, সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আহার এবং বিশ্রামের অবকাশ নাই—কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। গতিবিধি সর্ব্ব স্থানেই অনিবার্য্য। কথা কহিবার সময় নিঃস্বার্থ হাসিতে গাল ভরিয়া যায়,—সাধারণে তাহা নিষ্কপটে বিশ্বাস করে। তদ্ব্যতীত তিনি ইংরাজিতে কথা কহিতে পারেন, কথা কহিবার সময় সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

একবার দ্বাদশুন্ত গ্রামে কতকগুলি পাদ্রী সাহেব আসিয়াছিলেন। কোথা হইতে এই মহাত্মাদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল অবগত নহি। পাদ্রীপুঙ্গব সমীপে অক্ষয়বাবু দেশের মুখপাত্র হইয়া ইংরাজি কথা কহিযাছিলেন, দেশের লোক তাহা দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল—বাবারে কি ক্ষমতা। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদেশে থাকিতেন। পাদ্রী সাহেবদিগেব ইচ্ছায় এবং অক্ষয়বাবুব যত্নে তদবধি দ্বাদশুন্ত গ্রামে এক বালিকাবিদ্যালয সংস্থাপিত হইল। পাদ্রীদিগের ধর্ম্ম প্রচাবের ইহা অন্তর্বিধ উপায়।

অক্ষয়বাবু মনস্থ করিয়া বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—আমাদের বলিতে অবশ্য লজ্জা নাই—"বিধুভূষণবাবু।" বিধুভূষণেব অসাধারণ গুণ এবং অলৌকিক পাণ্ডিত্য দেখিয়া নরেন্দ্র কুমার আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। নরেন্দ্র যখন কলিকাতায পাঠাভ্যাস কবিতেন, বাটীতে আসিলে অগ্রে বালিকাবিদ্যালয় দর্শনার্থ গমন করিতেন। একদিন নরেন্দ্র হঠাৎ এক অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয ব্যাপাব দেখিয়া বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

"নরেন্দ্র সধবা সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—সত্য করিয়া প্রকৃত ঘটনা বল।"

সরোজিনী কহিয়াছিলেন, আমি জানি না কি জন্য পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু আমি কখনও তাঁহার নিকট যাই নাই।

নরেন্দ্র, তখন ব্যাপাব বুঝিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের নিকট সকল ব্যক্ত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃপক্ষীবদিগের দ্বারা বিধুকে তাড়াইয়া দিয়া সেই স্থানে মতিবাবুকে নিযুক্ত কবিলেন। মতিবাবু বিদ্বান, চরিত্রবান এবং ধার্ম্মিক! দেবেন্দ্রনাথের সমবয়স্ক। মতিবাবু সুপুরুষ সুন্দর গঠন—মুখখানি হাসি হাসি। ইনি বড়ই কার্য্য-তৎপর।

তদবধি নরেন্দ্রর উপর বিধুর ভয়ানক আক্রোশ। কোন উপায়ে নরেন্দ্রকে জব্দ করিয়া স্বীয় কামনা সুসিদ্ধকরিবে, এই তাহার একমাত্র অভিলাষ। এই নিমিত্ত বিধু বৈশাখে রৌদ্র মস্তকে রাখিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকে। হরি, বিধুর প্রিয় সহচর, পাঠক মহাশয় হরিনামটি স্মরণ রাখিবেন,—অবশ্য জপ করিতে হইবে না। হরি,—অক্ষয়বাবুর একমাত্র পুত্র।

বিধুকে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিবার পরে, নরেন্দ্র বালিকাবিদ্যালয়ে যাইতেন। নরেন্দ্র বুঝিলেন মতিবাবু দ্বারা স্কুলের উন্নতি হইতেছে। দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজী স্কুলেরও সমস্ত ভার ইহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এ বিষয়ের তত্ত্ব লইতে অবকাশ পান না। কেন না তাঁহাকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্ম ডায়মণ্ডহার্ব্বারে থাকিতে হয়।

যাহাহউক নরেন্দ্র পাঠ্যাবস্থায় যতবার কলিকাতা হইতে দেশে যাইতেন, সর্ব্বপ্রথমে বালিকা-বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া, যাহাতে বালিকাদিগের পাঠোন্নতি হয়,—যাহাতে তাহারা বাল্যকাল হইতে চরিত্রবতী এবং সাংসারিক সুশৃঙ্খলতার পারিপাট্য বন্ধন করিতে পারে;—এ বিষয়ে তিনি প্রাণপণ যত্নে উপদেশ প্রদান করিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ নরেন্দ্র এক মহাজালে জড়িত হইলেন। বিদ্যালয়ে আসিয়া বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিতেন, এবং উত্তীর্ণা বালিকাদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতেন। বালিকাদিগের মধ্যে একটী বালিকা পুরস্কার গ্রহণে অনিচ্ছুক হইতেন। নরেন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা বহমূল্য দ্রব্য সরোজিনীকে দিতে চাহিতেন। সরোজিনী তাহা গ্রহণ করিতেন না। ক্রমে নরেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়িত। পড়া জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারিতেন না।

একদিন নরেন্দ্র হস্তদ্বারা সরোজিনীর মুখখানি উন্নত করিয়া

তুলিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন, চক্ষের কোলে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিতেছে, ক্রমে গণ্ড বহিয়া, অশ্রু নরেন্দ্রের হস্তে পতিত হইল। তারপর নরেন্দ্র এক মহাজালে জড়িত হইলেন।

নরেন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় উভয়ে প্রায় সর্ব্বদা একত্র থাকিতেন। এমন একদিনও দেখা যাইত না,—যে দিন নরেন্দ্র সরোজিনীকে এবং সরোজিনী নরেন্দ্রকে না দেখিয়া সুস্থির হইতেন। ব্রাহ্মণ হইলেও একত্র ভোজন, একত্র ভ্রমণ, একত্র কথোপকথন হইত। সরোজিনী, নরেন্দ্রের বাটীতে যাইতেন। প্রথম প্রথম বিধু অন্য উপায়ে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু যখন উভয়ের প্রেমতত্ত্ব অবগত হইল তখন বিধু মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিল।

একদিন উভয়ে কথা কহিতে কহিতে বেড়াইতেছেন, চতুর্দ্দিকে যুঁই, জাতী, মল্লিকা, মাধবী প্রভৃতি পুষ্পিত তরু সকল আলোক এবং সৌগন্ধ বিতরণ করিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে সুগন্ধযুক্ত ফুলভরা এবং ঝাঁপী বৃক্ষতলে উপস্থিত। সন্ধ্যা গগনের সুচিত্রিত মেঘরাশি মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে—তাহার ছায়া মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে। পরস্পর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন, কুসুম সুরভিসংস্পর্শ সুস্নিগ্ধ মৃদুসমীরণ মধুর হিল্লোলে তাহাদের ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল। অদূরে একটি লতিকা ধরাশায়ী। সুশীতল মলয় সমীরণ সুধীর হিল্লোলে লতাটিকে কাঁপাইতেছে। সরোজিনী তাহা দেখিয়া মোহিত হইলেন। নরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে লতাটীকে ভূমি হইতে উঠাইলেন। স্বল্প-শিশির-সিক্ত শ্যামল পত্রগুলি জ্যোৎস্নালোকে দিব্য প্রতিফলিত হইল, ফুটিত কুসুম গুলি ঝরিয়া পড়িল, পাতাগুলি মৃদু মৃদু কাঁপিয়া, এক অবর্ণনীয় শোভা সম্পাদন করিল। লতিকার মৃদুকম্পিত অঙ্গে সরোজিনী একটী চুম্বন করিয়া, কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কত প্রেম-কথা এবং প্রেম-হাস্য করিয়াছিলেন।

সরোজিনী চুম্বন করিয়া, মুখখানি তুলিয়া নরেন্দ্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র কহিলেন।—কথা কও, শুধু চেয়ে থেকে কি হবে? সরোজিনী বক্ বক্ করিয়া কত কি বলিলেন। নরেন্দ্র কহিলেন—থাম, কি পাগলের মত বকিতেছ?

নরেন্দ্র ভালবাসার কথা কহিতে এবং শুনিতে চান।

নরেন্দ্রের কথা শুনিয়া, সরোজিনীর হাসিত মুখখানিতে একটি বিষাদ-রেখা পড়িল। সরোজিনী বিষণ্ণভাবে মুখখানি গম্ভীর করিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিলেন—"তুমি হয় ত আমাকে তেমন ভালবাস না।

ইহাতে নরেন্দ্রের মুখে হাঁসি আসিল।

সরোজিনী অপ্রতিভ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু গম্ভীর হইলেন।

নরেন্দ্র কহিলেন "সরোজিনী।"

সরোজিনী কথা কহিলেন না।

নরেন্দ্র, তাঁহার কোমল হাত দু'খানি হাতের ভিতর ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া—"কি হয়েছে সরো, বলিবে না?

সরোজিনী চপলতার সহিত বলিলেন—"আমার আজ রাগ হয়েচে।"

নরেন্দ্র, তাঁহার সদানন্দময়ী মুখখানির উপর একটী চুম্বন করিলেন। সরোজিনীর মুখে আবার হাসি আসিল, নরেন্দ্র তাহা দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন।

আর একদিন উভয়ে একত্র বসিয়া আছেন, তখন সন্ধ্যা হয় নাই, উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। পরস্পর হাসিতে হাসিতে মনের কথা গুলি প্রাণের সহিত ব্যক্ত করিতেছেন।

নরেন্দ্র কহিলেন আচ্ছা সরোজিনী, বাল্য-প্রণয় কখন নষ্ট হয় কি বল দেখি?

সরো। বাল্যপ্রণয় কদাপি নষ্ট হয় না।

নরেন্দ্র। সে কি?—চিরকাল একভাবে থাকে?

সরো। কেন থাকিবেনা?

নরেন্দ্র। আচ্ছা,—তোমার আমার প্রণয়?

সরো। চিরকাল একভাবে থাকিবে—কখন নষ্ট হইবে না।

নরেন্দ্র। তুমি জান না, সরো—যখন তুমি বয়স্কা হইবে, তখন বিবাহিত হইয়া অন্য পাত্রে ন্যস্ত হইবে।

সরোজিনীর মস্তক নত হইয়া পড়িল।

নরেন্দ্র দুই হস্তে মুখখানি তুলিয়া—চোকের উপর চোক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন লজ্জিতা হইয়াছ?

সরোজিনী জোর করিয়া মস্তক নিচু করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন লজ্জা কি?

নরেন্দ্র সরোজিনীর সলজ্জ বিনয়াবনত মুখ খানির নিকট মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, সরো—কথা কও।

পুরুষ নিলর্জ্জ।

অনেকক্ষণের পর সরোজিনী কহিলেন, তোমার মন-ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—আশঙ্কা করিতে হইবে না।

সরোজিনী কহিলেন,—তুমি এবং আমি, আমরা উভয়ে পরস্পরের সর্ব্বস্ব। বিবাহ—জানিনা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিধু এক্ষণে অপার চিন্তায় ভাসমান—কেন না তাহার আশা বলবতী হইতেছে না। এক দিকে শম্ভুনাথকে জব্দ করা, অপরদিকে নরেন্দ্রের নামে অপবাদ দিয়া, স্বীয় অভিসন্ধি চরিতার্থ করা—ইহার কোন দিকে কিছু হইতেছে না?—এজন্য বিধু সর্ব্বদা চিন্তান্বিত এবং ব্যস্ত।

শম্ভুকে প্রাণে মারিলে কোনও ফল নাই—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মরিতে অধিক বিলম্ব নাই—প্রাণে মারিব না। মান ত যথেষ্টই আছে? ধন—সে ত ভিখারী,—রীতিমত ভিক্ষাই তাহার জীবিকা, তবে কেমন করিয়া তাহাকে জব্দ করিব, কি উপায়ে তাহার প্রতিশোধ লইব? এমন কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাদ্বারা শম্ভু এবং নরেন্দ্র উভয়কে জব্দ করিতে পারা যায়, অধিকন্তু তাহাতে আমারও ইষ্টসিদ্ধ হইবে—এরূপ কোন উপায় অবলম্বন না করিলে, কিছুতেই আর সুস্থির হইতে পারিতেছি না। সে উপায় কি?

হরি হরি।—যাহা মনে করিয়াছি তাহা কার্য্যে পরিণত করিব। আমি বিধু, কাহার দেখিয়া ভীত হইব—বরং আমায় দেখিয়া সকলেই ভীত। যাহাহউক একবার অক্ষয়বাবুর সহিত পরামর্শ আঁটিতে হইবে। তারপর একবার হরির মত লইতে হইবে অক্ষয়বাবুকে আমি যে বিষয় অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি দ্বিরুক্তি করেন না। হরিও কি দ্বিরুক্তি করিবে? কখন না।

হরি বিধুর অন্তরাত্মা। হরি একজন যুবাপুরুষ। দেখিতে অতি সুন্দর—কেমন সুন্দর তাহা বলিতেছি। গোলাপ জামের ন্যায় গণ্ডদ্বয় বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ এবং অধর—লাল টুকটুকে। কোঁকড়ান কেশ, যোড়া ভ্রূ, বড়মানুষের ছেলে হেসে খেলে নেচে কেঁদে বেড়ায়, ভাল খায়, বিধু তাহার শিক্ষাগুরু, বুকে চাদর বাঁধিয়া চুরুটের পাইপ মুখে দিয়া, এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়। অক্ষয়বাবুর পুত্রের দিকে চাহিতে বড় একটা অবকাশ হয় না। বিধু ক্রমে ক্রমে হরিকে চুরুট ছাড়াইয়া তামাক, তামাক ছাড়াইয়া আরও কিছু এইরূপে সপ্তমের সীমা স্পর্শ করাইয়াছে।

হরির উপর বিধুর সমস্ত কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। হরির বাটির পরিবারদিগেরও উপর তাহাই। বিধু হরির সহিত কি একটি

পরামর্শ স্থির করিয়া শেষে কহিল—দেখ, তোমার মত থাকিলেই হইল,—তার পর বুঝেচ—সে আমার হাত। কৃতকার্য্য না হই—সে আমারই দুর্নাম—কৃতকার্য্য হইবে না মনে কর? বক্ষে তিনবার চপেটাঘাত করিয়া—নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিশ্চয়! তোমার পিতার মত লইয়াছি সম্পূর্ণ মত আছে।

বিধুর ইহাতে বড় আনন্দ এবং উৎসাহ হইল একটু লাফাইল, একটু কোলাকুলি হইল। বিধু—উৎসাহিত হইয়া হরিকে হাসিতে হাসিতে কহিল একবার ফুৎকার কর—করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ চারি পাঁচটি বালক এবং যুবক উপস্থিত। তাহারা বিধুর মুখ চাহিয়া দণ্ডায়মান হইল।

বিধু কহিল তোমাদিগকে আমার বলিবার কিছুই নাই—মনভাব অবগত আছ,—এক্ষণে এইটুকু বলিবার আছে, উর্দ্ধসংখ্যা দুইশত টাকা। একজন কহিল তাহাতে যদি না হয়?

১ম ব্যক্তি। যত টাকা লাগে আমি দিব।

২য়। তুই পাবি কোথায় রে শালা?

১ম। চুরি করব।

২য়। আমিও চুরি করিব।

৪ র্থ। বিধুবাবু যাহা বলিবেন তাহাই হইবে—চুরি করিতে হইবে না।

বিধু কহিল তোমাদের মধ্যে দুজনে গিয়া দেখ, দুইশত টাকার প্রস্তুত আছে কি না? তা ছাড়া মেযের গহনা পত্রাদি স্বতন্ত্র দেওয়া যাইবে। বলিবে নগদ দুইশত রোপেয়া।

৪র্থ। বিধুবাবু, অক্ষয়বাবুর সহিত কখন সমস্ত পরামর্শ স্থির করিলেন? কিছুই জানিতে পারি নাই—আমি কি কেউ নই।

বিধু। অক্ষয়বাবু সানন্দে মত দিয়াছেন।

১ম। আচ্ছা হরির মত আছে?

বিধু চক্ষু ঘুরাইয়া একটু হাসিল।

৩য়। আচ্ছা ভাই, সরোজিনী কত বড় হইয়াছে?

৫ম। তা বেশ ডাগর হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রখর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এক বৃদ্ধ পথিক মস্তকে অপরিমিত একটা বোঝা লইয়া, অতি ক্লান্ত ভাবে চলিতেছেন। পথের ধূলি সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ—পথিকের চরণদ্বয় দগ্ধ করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গে গলদঘর্ম্ম হইতেছে। বৃদ্ধ অনাহারে কৃশ এবং দুর্ব্বল, এজন্য অতি কষ্টে পথ চলিতেছে। পথিমধ্যে বৃদ্ধ সম্মুখে কযেক জন লোক দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধ একটু বিশ্রাম সুখ আশা করেন।

শম্ভুনাথের আশা সফল হইল। মাথার বোঝা নামাইয়া আগন্তুক দিগের সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পথিকদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইলেন, কথায় কথায় মনের ভাব প্রকাশ পাইল।

শম্ভুনাথের পশ্চাতে একটি লোক আসিতেছিলেন, ইহাদের একত্র মিলন এবং কথোপকথনে বিস্মিত হইয়া, গুপ্তভাবে সমস্ত শ্রবণ করিলেন।

পথিকেরা শেষ দুইশত টাকার কথা কহিল। গহনা পত্রাদির কথাও বুঝাইয়া বলিল। বলা বাহুল্য পথিকেরা বিধু বাবুর প্রেরিত।

ব্রাহ্মণ তখন গলিয়া গেলেন। সকল দিন একবেলাও যুটে না, এ বাজারে কিয়দ্দিন বসিয়া খাইতে পাইবেন, এজন্য ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্ষণকালের জন্য পথকষ্টের কথা স্মরণ হইল না। শম্ভুনাথ কিন্তু ব্রাহ্মণীর অনুমতি ব্যতীত স্পষ্ট কিছু উত্তর

করিতে পারিলেন না। এজন্য আনন্দ সহকারে সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বোঝাটি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্য অন্যান্য দিনের মত ভাব না দেখাইয়া গৃহের এই স্থলে বসিয়া পড়িলেন যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। মুখখানি যেন বিদ্যুৎশূন্য ঘন মেঘাচ্ছন্ন তমসী রজনীর ন্যায় আহ্লাদির কোনও উত্থাপন নাই।

ব্রাহ্মণী তাঁহার এ অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া একটু হতাশ হইলেন। কিছু বলিতেও সাহসে কুলাইতেছে না—আজ ব্রাহ্মণের বিক্ত হস্ত।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, মেয়েকে আর ত ঘরে রাখা যায় না। পাড়ায় পাড়ায় নিন্দা অপবাদ—লোকের কাছে মুখ দেখান যায় না, এজন্য আমি পাত্র ঠিক করিলাম। বিয়ে না দিলে উপায় নাই, তুমি আর আপত্তি করিওনা। হরিকে জান বোধ হয়—ছেলেটি সুশীল সুবোধ দেখিতেও সুন্দর। কত স্থানেও সম্বন্ধ ভাঙ্গিলে—এবার আর আপত্তি না হয়।

ব্রাহ্মণী স্বামীর নিকট মিনতি করিয়া কহিলেন, এখনি বিবাহের দিন স্থির করিবার প্রয়োজন কি? এখন ত দেরি আছে, যদি ইতিমধ্যে ইহাপেক্ষা ভাল পাত্র পাওয়া যায় সেই পাত্রে দেওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণ। এ পাত্র কি ভাল নয়?

ব্রাহ্মণী। বড় ভাল। সুন্দর চরিত্র।

ব্রাহ্মণ। ও সকল কথা রাখ, বিবাহ দিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ আদত কথা লুকাইয়া—অর্থাৎ টাকার কথাটা লুকাইয়া কহিলেন—না,—এখনি বন্দোবস্ত করা উচিত। দেখচো না মেয়ে কত বড় হয়েছে। পনর হয় যে।

ব্রাহ্মণী। তা কি হবে? তা বলে যার তার সঙ্গে ও বিবেচনা করতে হবে না?

ব্রাহ্মণ। যাহাদিগকে কথা দিয়াছি তাহারা কেবলই হাটাহাটি করিতেছে?—বেচারারা হেটে হেটে নাকাল হয়ে গেল—গিন্নি ঠাকরোণের আর মত হয় না।

ব্রাহ্মণী। ঠাকরোণ কিছুই জানে না—তোমার যা ইচ্ছা তাই করো গে।

ব্রাহ্মণ। আমরা ভদ্রলোক—আমাদের এক কথা দ্বিরুক্তি করিতে পারিব না।

ব্রাহ্মণী পার্শ্বের গৃহের গবাক্ষদেশে দেখিলেন তাঁহার কন্যা বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন।

মাতা। তোমার বিবাহের কথা হইতেছে—শুনিয়াছ?

মেয়ে। এই মাত্র শুনিলাম।

মাতা। কেন মা কাতর স্বরে কথা কহিতেছ?

মেয়ে। না মা কাতর হব কেন?

মাতা। তোমার মুখখানি শুষ্ক কেন? চক্ষু দুটি ছল ছল করিতেছে কেন মা?

মেয়ে। না মা—এই দেখ আমি হাসিলাম।

একটু মৃদুভাবে হাসিলেন কিন্তু তাহা বড়ই নিদারুণ।

মাতা অতি সামান্য মাত্র বুঝিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিলেন।

সরোজিনী বিবাহের কথা শুনিয়া নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন—গৃহকর্ম্ম ভাল লাগিতেছে না। পাঠক মহাশয় অবশ্য বুঝিতে পারিলেন, এ বিবাহ নহে—মহাকাল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া যায়, সরোজিনী এখনও সেই একাসনে বসিয়া আছেন—কি চিন্তা করিতেছেন, চিন্তা করিতে করিতে

কোথায় উপস্থিত হইতেছেন,—তাহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। একবার মনে করিতেছেন, নরেন্দ্রকে জীবন-বন্ধু করিয়া সেই সুখে উন্মত্ত হইয়া পিতা মাতার সহবাস পরিত্যাগ করিবেন। একবার বা মনে করিতেছেন, যে অবস্থায় আছি তাহাতেই বা দোষ কি? তবে এই অবস্থায় থাকিব—নিশ্চয়ই এই অবস্থায় থাকিব।

সরোজিনী অকূল সমুদ্রে ভাসিলেন।

শম্ভুনাথ এক্ষণে সরোজিনীকে বারংবার নিবারণ করিতেছেন, সরি! আর গৃহের বাহির হইতে পারিবি না। তুই কি জন্য নরেন্দ্রের নিকট যাস্ বল দেখি? লোকের মুখে কত কথা শুনিতে হয়। নরা বেটা বদমায়েস, কেন ওর কাছে যাস?

দশম পরিচ্ছেদ।

আজ কয়েক বৎসর বিধাতার কৃপাদৃষ্টি অভাবে শস্যোৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস হইয়াছে। প্রয়োজনোপযোগী ধান্য এবং অন্যান্য ফসলাভাবে এ সকল অঞ্চলের লোকেরা সচ্ছল হইতে পারে নাই। কলিকাতার দক্ষিণে সকল গ্রামে অন্নকষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে চাউল মহার্ঘ দরে বিক্রয় হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে এমন হইল, মহাজনের ঘরে আর চাউল নাই। বাজারে ক্রয় করিতে মিলে না, যার পয়সা আছে তারও কষ্ট। অসহায় কৃষক পরিবারের হা হা ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে।

ডায়মণ্ডহার্ব্বার মহকুমার প্রজাবর্গের ভয়ানক দুর্দ্দশা। শুধু ডায়মণ্ডহার্ব্বারে নহে—দেখিতে দেখিতে অন্নকষ্ট চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল। খাদশুন্য গ্রামে এবং হাগরামট রেলের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী শত শত গ্রামে অন্নকষ্ট। আজ কয়েক বৎসর কৃষকগণ সচ্ছল হইয়া কাল

কহিতে পারে নাই, এ সর্ব্বনাশের কিছুদিন পূর্ব্বে গোলায় যে কয়টা ধান ছিল,—মামলা মোকদ্দমা করিয়া তাহার সমস্তই ফুরাইয়াছে। মাঠ হইতে ধান কুড়াইয়াও অতি কষ্টে দিন গুজরাণ হওয়া অসম্ভব। যৎসামান্য রোপণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল—কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বিমুখ হইলেন। কার্ত্তিক মাস—এ সময়ে একবার ফুরফুরে বাতাস হইলে আর রক্ষা নাই। বোধ হয়, বিধাতা বিমুখ—সুতরাং তাহাই হইল। উন্নত ফলধারী ধান্যবৃক্ষ মৃত্তিকাশায়ী হইল, গাছের গলায় গলায় জল—জলে ডুবিয়া পচিয়া গেল। কৃষক চেষ্টা করিয়াও কৃত-কার্য্য হইল না। হাজার হাজার লোক যাহার দিকে চাহিয়া রোগ যন্ত্রণা হইতে শান্তি পাইতেছিল—অকস্মাৎ একি হইল।

উদরে অন্ন নাই, না খাইয়া মানুষ দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলতার উপর নানা প্রকার রোগ আসিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। ওলাউঠা, জ্বর, কাশি, সর্দ্দি প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ আক্রান্ত করিয়া ফেলিল। লোকে দুর্ব্বল ব্যাধি-স্পর্শ করিবামাত্রেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। যে পড়িতেছে, সেই মরিতেছে। চিকিৎসা নাই, পথ্য নাই। কেহ কাহারও মুখে জল দিতে পায় না। নিজেকে লইয়া নিজেই ব্যস্ত—যে পড়িতেছে সেই মরিতেছে। এ দিকে সদ্যজাত শিশু দুগ্ধের জন্য হা হা করিতেছে—মায়ের কোলে পড়িয়া ছট ফট করিতেছে। স্তন্য দুগ্ধ কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে ফুরাইয়াছে। মা সন্তানের মুখে কি দিবেন? মা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছেন,—সন্তানের মুখ চাহিয়া বুকে আঘাত করিতেছেন।

বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত—ক্রমে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইল। ঘরে ঘরে রোগী। প্রত্যেক কৃষক পরিবারে ২।৩ বা ততোধিক কেহ রোগশয্যায় কেহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত! তাদের চিকিৎসা হইবে না। এ সকল দেশের [illegible] লোকে আশ্বস্ত হৃদয়ে চাহিয়া থাকে।

বিষয়ী, চক্‌দার, জমীদার, তালুকদার প্রভৃতিব ক্ষমতা, বীর্য্য, অহঙ্কার, যশ, মান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ঐ সুদূর বিস্তৃত ভূমীখণ্ডের উপর এবং কৃষকগণেব শক্তি সামর্থ্যের উপর। ঘৃণিত তাহারাই, যাহারা ধনের জন্য অহঙ্কার করিয়া থাকে। এই সকল স্থান হইতে শস্য এবং ফসলাদি লইয়া বড় বড় জমীদার এবং তালুকদারদিগেব উদর পূরণ হয়।

এ সকল অঞ্চলে ডাক্তার নাই এমন নহে, এই সকল গ্রাম ছাড়িয়া দূরবর্ত্তী একটি গ্রামে গবর্ণমেণ্ট কলেজের উত্তীর্ণ এক ডাক্তাব আছেন, কিন্তু তাঁহার দয়াশীলতা এবং কার্য্যতৎপরতার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামে প্রবেশ করিয়া অগ্রে টাকার কথা কহিয়া লন—ভালই কিন্তু এ বাজারে টাকা ছাড়িয়া এক আধলা অন্বেষণ করিলেও কৃষকগৃহ হইতে বাহির হয় না।

তা ব'লে ছাড়ে কে? ডাক্তারের মোর্ষম পড়িয়াছে। কামনা সাধনা করিযা, যে সুবিধা বৎসরের সকল সময় পাওয়া যাইত না সে সময় সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া লোকের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। কৃষকমণ্ডলী পরামর্শ করিযা, বহু সাধনেব পর এক ডাক্তারকে একটী গ্রামে আনিল, কৃষক পরিবারের আনন্দের কোলাহল পড়িল। বাঁচিবে—বাঁচিবে, ডাক্তার আসিয়াছেন—বাঁচিবে। কিন্তু ডাক্তার যে সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছেন তাহা তাহারা বুঝিল না।

ডাক্তার টাকার দাওয়া করিল, টাকা নাই, কি দিবে? পরে ধান চাউলের কথা—ভ্রূ তুলিয়া সঙ্কেত করিলেন। কিন্তু সে কয়টা ছাড়িলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপায় কি হইবে? শিশুদুগ্ধের পরিবর্ত্তে শস্যের কৎ খাইয়া জীবন ধারণ করে। মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সদ্যজাত শিশুর মুখে শস্যের কৎ ঢালিয়া দিতেছেন—শিশু মুখ ফিরাইয়া অস্বীকার করিতেছে। সেই অবোধ শিশু—যারে বুঝালে বুঝিবে না, যার দিকে চাহিয়া হৃদয়োচ্ছাস দেখাইলে দেখিবে না;—

তার মুখে কৎ ঢালিতেছেন, আর উচ্ছসিত বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বলিতেছেন—যাদুমণি কাল আর এ জল পাইবে না। ঐ দেখ যাদু ডাক্তার আসিয়াছেন—সব লইয়া যাইবেন।

মাতা অগত্যা সকল হাঁড়ি কুড়াইয়া যৎকিঞ্চিৎ চাউল ডাক্তারের ভিজিট স্বরূপ প্রদান করিলে পর, তবে ডাক্তার হস্তধারণ করিলেন।

ডাক্তার মোর্ষম বুঝিয়া—চাউলের দর ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, সম্বৎসরের আয়োজনার্থ ভিখারির ঝুলি ঝাড়িয়া, গাড়ী বোঝাই দিয়া, স্বদেশ উদ্দেশে পাঠাইতেছেন। হা কৃষক জাতী! এ দুর্দ্দিনে তোমাদের অবস্থা কেউ দেখিল না। তোমরা শত শত দেশের অন্ন যোগাইয়া থাক, আজ তোমাদের এ বিপদে কেউ সহায় হইল না। দুর্দ্দান্ত নীচাশয় চণ্ডাল প্রকৃতিবৎ ডাক্তার। দয়া মায়া শূন্য হইয়া—গরিব কৃষকের বুকের উপর পা দিয়া, তাদের কণ্ঠে ছুরি পুরিতে আসিয়াছ? সদ্যজাত শিশু যে মুষ্টির উপর নির্ভর করিয়া দিন যাপন করিতেছিল, ভীষণ রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত রোগী যে কয়টা চাউলের দিকে লক্ষ্য করিয়া দারুণ যন্ত্রণা হইতে প্রবোধিত হইতেছিল;—ডাক্তার। পাষাণখণ্ড। চণ্ডাল! কি করিলে? কাড়িয়া লইলে? শত শত মরিবে, আর তোমার সুদীর্ঘ লম্বোদর পূর্ণ হইবে?

বড়ই দুর্দ্দিন—চতুর্দ্দিকে হা অন্ন। হা অন্ন। এই শব্দে গগন ভেদ হইতেছে। কোন কোন ভদ্র পরিবারে এক আধ দিন উপবাস চলিল। কৃষক মণ্ডলীর দুর্দ্দশার অবধি নাই। চারিদিকে হাজার হাজার লোকের অনাহার বিঘোষিত হইল। তখন গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু তাহাতে যথোচিত ফল ফলিল না।

সম্প্রতি দেবেন্দ্র নাথ স্বদেশের ইংরাজী স্কুলের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, প্রজাবর্গের সাহায্যের নিমিত্ত প্রাণপণ যত্নে খাটিতেছেন।

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে চাউল বিতরণ করিতেছেন। স্থানে স্থানে অন্নছত্র খুলিয়া দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং খাটিয়া শেষ করিতে পারিতেছিলেন না। এজন্য মতিবাবু এবং নরেন্দ্রকে কোন কোন গ্রামে বিতরণেব ভার দিয়া কতকটা সচ্ছল হইতে পারিয়াছেন। নরেন্দ্র এবং মতিবাবু তাহার দক্ষিণ হস্ত চাঁদা তুলিয়া এ সকল কার্য্য সমাধা হইয়া আসিতেছে; সুতবাং দেবেন্দ্রনাথেব আবও কতকগুলি চরিত্রবান লোকের প্রয়োজন। দ্বাদশুন্য গ্রাম হইতে এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ যুবকের আশা কবিয়া, তিনি এজন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিযাছেন দেশীয় যুবকেব এই সকল সাধু অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইবে,—ইহা দেবেন্দ্রনাথেব প্রাণগত ইচ্ছা। এজন্য দেবেন্দ্রনাথ এই সকল অঞ্চলের বালক এবং যুবকদিগের জন্য, অবসর পাইলেই খাটিতে থাকেন।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা এবং ইহার নিকটস্থ স্থানের ধনী লোক-দিগের সাহায্যে এই সকল দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিতে পারিতেছেন, এজন্য সে অঞ্চলের প্রত্যেক গরিব লোক তাঁহাব প্রতি আশ্বস্ত হৃদযে চাহিযা থাকে। দ্বাদশুন্য গ্রাম এবং ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে চাউল প্রভৃতি বিতরণের জন্য, নরেন্দ্রেব উপব ভারার্পণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ডায়মণ্ডহার্ব্বারে গমন করিয়াছেন।

নরেন্দ্র প্রতিদিনের মত চাউল এবং অর্থ বিতরণ করিতে যাইতে-ছেন, হঠাৎ দেখিলেন ভাণ্ডার সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। নরেন্দ্র কপালে হাত দিলেন—ভাবিলেন এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? ইত্যবসরে মতি বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন।

উভযে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া, নরেন্দ্র মতি বাবুকে কহিলেন, দেখুন ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে। দেবেন্দ্র ইহার কিছুই জানে না, এ

দিকে সাহায্য গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ?

উভয়ে পরামর্শ করিয়া, দেবেন্দ্রনাথের জন্য ডায়মণ্ডহার্ব্বার যাত্রা করিলেন। দ্বাদশগুচ্ছ গ্রাম হইতে পশ্চিমে হাগবামট রেলে যাত্রা করিলেন। তথায় দেবেন্দ্রনাথের সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। প্রথমেই টাকা এবং চাউলের কথা প্রস্তাব হইল। দেবেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, তিন জনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ?

নরেন্দ্র কহিলেন, সাহায্য গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ আমাদের অপেক্ষায় আছে।

দেবেন্দ্র। কোন উপায়ে অদ্য কেবল চাউল বিতরণের বন্দোবস্ত কর, তার পর স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে। গ্রাহক সংখ্যা কত হইবে ?

নরেন্দ্র। কিরূপে বন্দোবস্ত হইবে ? ভাণ্ডার একবারে শূন্য হইয়াছে। অগণ্য গ্রাহক, এক্ষণে উপায়।

দেবেন্দ্র। এত অধিক লোক সাহায্য প্রার্থনা করে ?

মতি। দেশের অবস্থা ভয়ানক. শোচনীয়। বহু সংখ্যক ভদ্রলোক সাহায্য প্রার্থনা করে। আমি জানি, এক ভদ্র পরিবারের ভয়ানক দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে।

দেবেন্দ্র। কিরূপ ?

নরেন্দ্র। কিরূপ ?

মতি। দুই বেলা অনাহার। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই বিপদস্থ হইয়াছেন, পেটের দায়ে টাকা লইয়া কন্যা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

মতিবাবু শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিধুর প্রেরিত লোক দিগের

যে কথোপকথন শুনিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিবৃত করিলেন।

ইহাতে নরেন্দ্রের মুখ বিবরণ হইয়া গেল। তাঁহারা নরেন্দ্রের শুষ্ক মুখ দর্শন করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রকে শান্তশিষ্ট, বুদ্ধিমান, বিদ্বান এবং গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া জানেন। বস্তুতঃ নরেন্দ্রের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিবার উপযুক্ত। বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু শরীর দীর্ঘাকার এবং উন্নত। সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। বিস্তৃত ললাট, টানা চক্ষু সংযত ভ্রূ উন্নত নাসিকা, মনোহর কর্ণযুগল। মুখখানি গম্ভীর হইলেও ঈষদ্ধাস্যময় এবং কান্তিপূর্ণ। রূপরাশি অতুলনীয়—নবযৌবন সঞ্চারে, হৃষ্টপুষ্ট কলেবরের উপর যৌবন-কান্তি-পূর্ণ সৌন্দর্য্য স্বততই বিকসিত।

নরেন্দ্র বস্তুতই শান্ত, সচ্চরিত্র এবং বিদ্বান; কিন্তু হঠাৎ কেন এ মেঘের চিত্র, নরেন্দ্রের হাস্যময় মুখশশীকে আবরণ করিল, তাহা উভয়ে অতি অল্প মাত্র রহস্যভেদ করিতে সামর্থ হইলেন।

নরেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ চাউলের বিষয় একপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া শেষ নরেন্দ্রকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, যাহাতে শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য অর্থাভাবে কন্যা বিক্রয় না করেন, এ নিমিত্ত যত টাকা সাহায্য করিলে তিনি রীতিমত সচ্ছল হয়েন, তাহা করিবে।

নরেন্দ্রকে এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া বাহুল্য মাত্র।

দেবেন্দ্রনাথ ডায়মণ্ডহার্বারে আসা অবধি স্কুল এবং দেশীয় বালক ও যুবকদিগের কোন সমাচার পান নাই।

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, স্কুল কেমন চলিতেছে?

নরেন্দ্র। উত্তম চলিতেছে। (বিষণ্ণভাবে)

দেবেন্দ্র। বালক এবং যুবকদিগের অবস্থা কিরূপ?

নরেন্দ্র। যুবকদিগের চরিত্র যতদূর বিকৃত হইতে পারে-তাহার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। স্কুলের ছাত্রেরা চরিত্র শুধরাইতে পারিবে আশা করা যায়, কিন্তু জিমনাষ্টিক প্রভৃতির যুবকদল যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মতি। বিধু প্রভৃতির সম্বন্ধে এইমাত্র যাহা বলিলাম, তাহা বড়ই ভয়ানক—উপেক্ষণীয় নহে।

নরেন্দ্র ভাব গোপন করিতে পারিতেছেন না—আরো বিষণ্ণ হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করিয়াছেন, ইংরাজি স্কুলে প্রয়োজন,—যগুপি স্কুলে ধর্ম্ম এবং নীতিব যথোচিত আদর করিতে না দেওয়া যায় নরেন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়াছিলেন,—পাছে ব্রাহ্মসমাজ মনে করিয়া লোক অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যভাবে কহিলেন—ধর্ম্ম এবং নীতি ব্যতীত কখনও জীবের গঠন হইতে পারে? তবে উন্নতি হইবে কি প্রকারে?

নরেন্দ্র। স্কুলের ছাত্রেরা ধর্ম্ম বুঝিতে পারে?

দেবেন্দ্র। যদি না পারে, বুঝাইতে হইবে—ধর্ম্ম এবং চরিত্র মানুষের একমাত্র ভূষণ।

নরেন্দ্র। তুমি কি পাগল হইয়াছ?

নরেন্দ্রের চিত্ত স্থির নাই, এজন্য কথাব শৃঙ্খলা নাই। দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রের ঈদৃশ ভার দেখিবা একটু গম্ভীর ভাবে কহিলেন, এ সকল উপহাসের কথা নহে। ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। তবে ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে; নচেৎ স্কুলের প্রয়োজন কি? শিক্ষার প্রয়োজন কি? দেখিবে যাহারা যথেচ্ছাচারে জীবনের গতি নরকে নিক্ষেপ করিতেছিল; তাহাদেরই ভিতর ভগবানের প্রকাশ হইবে।

সাংসারিক অসার উন্মত্ততা মানুষকে স্বতঃই নিরাশ করিতেছে। শং
শত লোক উদ্দেশ্য হারাইয়া বিপথে চলিয়াছে ;—ভগবানে হৃদং
কাহারও মতি থাকিতেছে না। যে দিন হাজার হাজার লোব
পরমেশ্বরের জন্য আশ্বস্ত হৃদয়ে, করযোড়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য চক্ষের জলে গণ্ড প্লাবিত করিে
সেই দিন বল দেখি ভাই, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা ?

সাধু দেবেন্দ্রর এই মত।

মতিবাবু, দেবেন্দ্রনাথকে কহিলেন, ছাত্রদিগের নিমিত্ত নৈতিঃ
বিভাগ স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, ভাল তাহাই করগে। অদ্য আমাব অবস
নাই। আমি সত্বর দেশে যাইব।

উভয়ে দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রাতঃকালে
ট্রেনে আসিয়া হাগরামটে এবং তথা হইতে দাদপুর গ্রামে পৌছিলেন

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভুনাথ সরোজিনীর বিবাহের কথা স্ত্রীর সহিত উত্থাপন করিয়
তাহার মতামত অবগত হইয়াছেন। এজন্য বিধুর সহিত মনের কথ
খুলিয়া বলিতে শঙ্কুচিত হয়েন না। বিধুর সহিত আলাপ হওয়া
পর হইতে ভট্টাচার্য্য পরিবারে একদিনের জন্যও অনাহার দৃষ্ট হয় না
ভট্টাচার্য্য মহোল্লাসে গায়ে বাতাস দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

একদিন বিধু এবং হরি অনুচরবর্গের সহিত শম্ভুনাথের নিকট
উপস্থিত। নানা প্রকার কথার প্রসঙ্গ চলিল। বিধু এতদিন
শম্ভুনাথকে হাতাইবার জন্য অনেক পয়সা ঘুস দিয়াছে, আজ আ
বিধু বিবাহ সম্বন্ধে কোন প্রকার স্থির না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে

পারিতেছে না। অক্ষয়বাবুর বেশ মত আছে, দিন স্থির করিয়া লইয়াছে। অক্ষয়বাবু, মেয়েটির প্রশংসা যার তার মুখে শুনিয়া বড়ই খুসি। যখন হরির সহিত বিবাহের প্রস্তাবই হয় নাই, তখন কাহারও মুখে সরোজিনীর প্রশংসা শুনিলে অক্ষয়বাবুর ইচ্ছা হইল আমারই সন্তানের সহিত এই মেয়ের বিবাহ হইলে শোভা পায় টুকটুকে ছেলে, টুকটুকে মেয়ে তার পর বিবাহের প্রস্তাবের দিন, অক্ষয়বাবু আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিল বিধুর উপর তাঁহার কুবিশ্বাস কখনও নাই। সন্তানের বুকে চাদর বাঁধা দেখিয়াছেন, জামার ব্রেষ্টের উপর গোলাপ শোভা পাইতে দেখিয়াছেন, মুখে চুরটের পাইপ দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি সন্তানকে কখনও কিছু বলেন নাই। লোকে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দু কথা কহিলে, "কালেব স্বধর্ম্ম বলিয়া" নিরস্ত্র করিতেন। কেহ বিশেষ অনুরোধ করিলে কহিতেন.—অমন বয়সে আমরা চক্ষু চাহিতে পারিতাম না দুপুরের পূর্ব্বে, দিবস কি রজনী বুঝিতে পারিতাম না। মা বকিতেন, বাবা গালি দিতেন—সুতবাং ঘরে থাকা ঘটিত না। তা বলিয়া আমরা কি লেখা পড়া শিখি নাই—ইংরাজি শিখি নাই? আমাদের মুখের কাছে কে মুখ পাতিতে পারে? দেখ, সব কপাল! কপাল!

বিধু, শম্ভুকে কহিল—দেখুন মশাই। আপনি আপনার প্রাপ্য লইবেন না, তবে আমাদের কি দোষ? এই বলিয়া বিধু দশটা টাকা শম্ভুনাথের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল।

শম্ভুনাথ আকর্ণ-বিস্তৃত হাস্য সহকারে—হা হা, হো হো, হাসিতে হাসিতে, হাসি কাশিতে পরিণত হইল।

শম্ভুনাথ কহিলেন ভাল বিধুবাবু রাগ করো কেন?

বিধু। কি মশাই, দেনা পাওনার লজ্জা কি?

শম্ভু। আমার আর লজ্জা কি বল? তবে দুই শত্রুর মধ্যে

একশত কুড়ি পাইয়াছি। অবশিষ্ট দিগে, বোধ হয়, আর লজ্জা থাকিবে না। হা হা, হো হো (উচ্চ হাস্ত)

বিধু। অবশ্য একথা আপনি বলিতে পারেন।

বিধু এক দুই করিয়া আশি টাকা গণিয়া, বৃদ্ধের মলিন বসনে বাঁধিয়া দিলেন।

শম্ভুনাথ—স্বর্গসুখ তুচ্ছ বিবেচনা করিলেন।

বিধু হাত নাড়িয়া চোক ঘুরাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া, এবং জমী চাপিষা বসিয়া নূতন কথা আরম্ভ করিল।

"মশাই, দিন ত সম্মুখে, অক্ষয় বাবু বিরক্ত করিতেছেন, আমি ভার লইয়াছি, অবশ্য আমাকে সমস্ত নির্দ্ধারিত করিতে হইবে কি বলেন মশাই ?"

শম্ভু। তা ত বটে!

"মনে করুন আপনি যদি এই সমস্ত কার্য্যের ভাব লইতেন,—অর্থাৎ উভয় পক্ষেব সমস্ত দায়িত্ব যদি আপনাকে গ্রহণ করিতে হইত; তাহা হইলে কি ব্যাস্ত হইতেন না ?

শম্ভু। তা ত বটে!

"হাঃ—কথা ছিল, এই মাসের মধ্যেই বিবাহ হইবে, তা দিন ত আর দেখিতেছি না—তবে কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই। পরশ্ব উনত্রিশে দিন স্থির করিয়াছি, আর দিন নাই তার পর অকাল কি বলেন ?

শম্ভু। তা ত বটে!

বিধু। কি মশাই ঠাট্টা না কি ? "তা ত বটে" ? কেন, বিবাহ কি দিবেন না ?

শম্ভু। না, না-ভুলিয়া গিয়াছি, কি বলিতেছিলে ? বিবাহ ?

বিধু। আজ্ঞা হাঁ—

শম্ভু। তা, তা বিবাহ! হ্যাঁ দিন স্থির কর?

শম্ভুনাথ। অতল জলে পড়িয়াছেন। এ দিকে নরেন্দ্র তাহাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছেন—"আপনার কন্যাকে ওরূপ খারাপ পাত্রের সহিত কখনও বিয়ে দিবেন না—তাহাতে আপনার দুর্নাম হইবে। আপনি আমাদের পুরোহিত, তাহাতে আমাদেরও কলঙ্ক আছে। অতএব ওরূপ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কখনও কর্ত্তব্য নহে ইত্যাদি।"

নরেন্দ্র এজন্য অনেক লেক্‌চার দিয়াছেন, উপদেশের কথা শুনাইয়াছেন। শম্ভুনাথ প্রথমতঃ নরেন্দ্রের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখনও মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত, গালাগালি দিতে পারেন না; কেন না যজমানের সন্তান—বিশেষতঃ বড়লোক; তথাপি শম্ভুনাথ নরেন্দ্রর লেকচার শুনিয়া দুই চারিটা মিষ্ট কথা শুনাইয়া ছিলেন। বিধুর কথা অনুযায়ী শম্ভুনাথের বিশ্বাস হইয়াছে, নরেন্দ্র কর্ত্তৃক সরোজিনীর দুর্নাম। যাহাহউক শম্ভুনাথ নরেন্দ্রর লেক্‌চার এবং উপদেশে ভুলেন নাই, কিন্তু যদ্দারায় ব্রহ্মাণ্ডের লোক ভুলিয়া যায়, শম্ভুনাথ পরিশেষে তাহাতে ভুলিয়াছিলেন। কে কি?

উত্তর। রোপেয়া।

শম্ভুনাথ নির্ব্বোধ নহে।

নরেন্দ্র শম্ভুনাথের অবস্থার বিষয় জ্ঞাত থাকায়, টাকার কথা কহিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ;—

"আপনার অবস্থা অসচ্ছল, যদি আমরা সাহায্য করিতে পারি তাহাতে প্রতিশ্রুত হইতে পারেন"?

শম্ভুনাথের তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এ বেটা লম্পট। বিধু ঠিক বলিয়াছে। নচেৎ টাকা দিতে চায়!

নরেন্দ্র বারংবার অর্থের প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন।

শম্ভুনাথ বিবেচনা করিলেন, "যজমানের বাটী—কেবল কলাটা মুলোটা! আচ্ছা, এই অবসরে কিছু হাতাইবার সুযোগ করা যাক।"

এই বিবেচনা করিয়া শম্ভুনাথ নরেন্দ্রকে স্পষ্টই কহিয়াছিলেন "তুমি সমস্তই জান,—আর এক্ষণে আমি তাহাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহাও জান; সুতরাং আমাকে উভয় দিক হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, কত অর্থের প্রয়োজন, তাহা বিবেচনা করিয়া বল—তাহা হইলে আমি তোমার পরামর্শ মত চলিব।"

নরেন্দ্র। বলুন, আপনার কত টাকা হইলে হয়? একশত?

শম্ভু। না।

নরেন্দ্র। দু'শত?

শম্ভু। না।

নরেন্দ্র। তিন শত?

শম্ভুনাথ চুপ করিয়া রহিলেন।

নরেন্দ্র। কথা কহেন না কেন? আচ্ছা, চারিশত?

শম্ভুনাথ হাসিয়া ফেলিলেন।

নরেন্দ্র কহিলেন আমি পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি, কি বলেন?

শম্ভু। তা বেশ।

নরেন্দ্র। কবে টাকার প্রয়োজন?

"শম্ভুনাথ কিছুতেই বিবাহ দিবেন না"—এই কথা নরেন্দ্র সমস্ত ঠিক করিয়া লইলেন এবং সেই মাসের ২৯ শে তারিখে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় টাকা দিবার কথা হইল। উভয়ে বিদায় লইবার সময়, নরেন্দ্র পিতার ভয়ে এবং শম্ভুনাথ (বোধ হয় লোক-ভয়ে) প্রতিশ্রুত হইলেন, "এ কথা আদৌ প্রকাশ না হয়।"

এই বলিতেছিলাম শম্ভুনাথ নির্ব্বোধ নহে তবে বিধির সহিত

সরলভাবে কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? বিধু, উনত্রিশে তারিখে বিবাহের দিন স্থির করিয়াছে, অথচ বলিতেছে, তার পর অকাল। কিন্তু সেই দিন যে পাঁচশত টাকা পাইবার দিন!

এই জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইতস্ততঃ করিতেছেন এবং হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন "বিবাহ"?

শম্ভুনাথ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া একটি মতলব স্থির করিলেন এবং কহিলেন—তা আচ্ছা!

বিধু। "আচ্ছা," নয়? টাকা লইয়াছেন, অস্বীকার করিতে পারিবেন না। করিলে,—জানেন ত?

শম্ভু। কি, কি! (সবিস্ময়ে)

বিধু। পুলিশ!

শম্ভু। কি বিধু বাবু,—তুমি আমাকে পর ভাবিলে নাকি? যে কথা দিয়াছি তাহা কখনই নড় চড় হইবার নহে।

বিধু। আমিও তাই বলিতেছিলাম, উনত্রিশে তারিখে শুভ বিবাহের দিন-স্থির হইল—রাত্রি এগারটার পর লগ্ন জানিবেন

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া যায়—অন্যান্য দিনের মত আজও নরেন্দ্র তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া আছেন। কিন্তু আজ কি গরীব চিন্তা-কালিমা তাঁহার হাস্যময় মুখ-কমলে প্রলেপিত হইয়াছে! সর্ব্বদা নয়ন মুদ্রিত করিয়া যেন কাহার কথা ভাবিতেছেন। উন্নত নধর কলেবর শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, এজন্য পিতা মাতার দৃষ্টি পড়িয়াছে—মাতা স্বয়ং রন্ধনশালায় গিয়া নরেন্দ্রের আহারের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দেন, ভাবিতে দেখিলে অন্যমনস্ক করিয়া দেন। পিতা মহাশয়ের ইচ্ছা, (দুইটা পাশে কিছুই হয় না) আর একটা পাশের

পড়া পড়ুক। এজন্য তিনি বারংবার কহিয়াছেন—নরেন্দ্র তাহাতে কেবলই ঘাড় নিচু করিয়া থাকিতেন। কালীকুমার সান্যাল পিতৃ ধর্ম্ম পালন করিতে পারিতেছেন না, তথাপি তিনি ৩।৪ জন ঘটক ডাকিয়া পরামর্শ করিয়াছেন। নরেন্দ্রর ঈদৃশ ঘটনা অবগত হইবামাত্র কালীকুমার মহাশয় কালবিলম্ব অপ্রয়োজন মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ নানা স্থানে ঘটক এবং ঘটকী প্রেরণ করিলেন। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, দিন কতক মেয়ে-মহলে খুব আন্দোলন পড়িল, কালীকুমারের পুরী লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল, কথার স্রোত বহিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই নরেন্দ্রের বিষণ্ণতা ঘুচিল না। কালীকুমার নিরুপায় ভাবিয়া,—ডাক্তার তলব করিলেন। ডাক্তার আসিয়া হাত ধরিয়া নাড়ী টিপিলেন, বিছানার উপর শুয়াইয়া বক্ষঃ পরীক্ষা করিলেন, চক্ষের নিকট মুখ লইয়া গেলেন। ডাক্তার কহিলেন এ রোগ নহে।

কালীকুমার নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, কহিলেন—তবে কি বল দেখি? আহারাদিতে রুচি নাই, শয়নে শান্তি নাই, দিবা রাত্র বসিয়া কি ভাবিতেছে। কিছু বলেও না,—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরও দেয় না।

কালীকুমার কহিলেন, "নরু কি অসুখটা খুলিয়া বল দেখি—বুঝি। ডাক্তার বাবু এসেছেন, ব্যারাম আরোগ্য হইবে।"

নরেন্দ্র ঘাড় নিচু করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু কহিলেন,—যাতনা হয়?

নরেন্দ্র বিরক্তভাবে কহিলেন, মহাশয়! যেখানে শত শত রোগী চিকিৎসার অভাবে রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে—অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে,—আপনি কেন সেই স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করুন না—যন্ত্রণা হয়?

ডাক্তার বাবু, কালীকুমারের দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ক্ষণকাল পরে দেবেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, আমি ডায়মণ্ডহার্বার হইতে আসিয়া অবধি পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকদিগের অবস্থা কিরূপ দেখিতেছিলাম।

নরেন্দ্র। কিরূপ দেখিলে? (বিষণ্নভাব)

দেবেন্দ্র। বড় ভাল নহে। আজ তোমায় বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?

নরেন্দ্র ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, সাংসারিক কোন বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে।

দেবেন্দ্র। সাংসারিক বিশৃঙ্খলতা এখনও তোমার মনকে টলাইতে পারে?

নরেন্দ্র। আমরা ত আর তোমার মত ধার্ম্মিক হই নাই।

দেবেন্দ্র। ছি ভাই, এখনও ছেলে মানুষের মত কথা কও? একটু গম্ভীরভাবে কথা কহিতে শিক্ষা কর। পাশ করিয়াছ—ধর্ম্মের জন্য এখনও মন উৎসাহিত হয় না? ধর্ম্মকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিতে অভ্যাস কর।

নরেন্দ্র। ধর্ম্মসাধন আমাদ্বারা হইতে পারে না, কেন না, দিবানিশি আমাদের প্রাণে বিষয়-বাসনা জ্বলিতেছে। একবার ধর্ম্মকে সমাদর করিতে যাই, আবার বিষয়ানলে তাহা জ্বালাইয়া দেয়। এমনই আমাদের অবস্থা, আমরা কি প্রকারে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিব?

দেবেন্দ্রনাথের কোন কথায় তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া অভ্যাস নয় বলিয়া, এবার নরেন্দ্রের কথায় কোন উত্তর করিলেন না; কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য বিশেষ দুঃখিত হইলেন,—মনে মনে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন স্কুল, মিটিং প্রভৃতি কেমন চলিতেছে?

নরেন্দ্র। মন্দ নহে। অনেক গুলি ছাত্র হইয়াছে, স্কুলের পরিণাম ভাল হইবে আশা করা যায়।

দেবেন্দ্র। ভালই। যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এখন কি গরিব লোকদিগকে চাউল দেওয়া হয় না? কোনরূপ সাহায্য করা হয় না?

নরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন। (অনেকক্ষণ পরে) "হয়"।

দেবেন্দ্র। ভাল, মতিবাবু তোমার সম্বন্ধে কিছু বলিতে লজ্জিত হইলেন কেন? আমি ত ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। টাকার অভাবে সাহায্য বন্ধ হইয়াছে?

নরেন্দ্র। (অনেকক্ষণ পরে)—"না"।

দেবেন্দ্র। আমি যে টাকা পাঠাইয়াছিলাম তাহা পাইয়াছ?

নরেন্দ্র। "পাইয়াছি"।

দেবেন্দ্র। কত?

নরেন্দ্র। "আড়াই শত"।

দেবেন্দ্র। সে টাকা এত শীঘ্র কিসে খরচ হইল?

নরেন্দ্র। "খরচ হয় নাই"।

টাকা গুলি একখানি পুস্তক চাপা ছিল, নরেন্দ্র পুস্তকখানি তুলিয়া কহিলেন—"এই দেখ আড়াইশত টাকা রহিয়াছে"।

দেবেন্দ্র। গরিবদিগকে না দিয়া রাখিয়াছ কেন?

নরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন।

দেবেন্দ্র। আরও কিছু দিতেছি কাল হইতে রীতিমত বিতরণ আরম্ভ করিবে।

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন আমার শরীর বড় অসুস্থ হইয়াছে এখন চলিলাম।

নরেন্দ্রের প্রায় পাঁচশত টাকা পূর্ণ হইল। টাকা লইয়া কি করিবেন? পাঠক মহাশয় জানেন, শম্ভুনাথকে অদ্যই টাকা দিতে হইবে।

উন্মত্ত প্রেমিকের উপর বিশ্বাস নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। হৃদয়ে একটুকুও বল নাই যে নিজেকে দৃঢ় করেন নিকটে কেহই নাই যে সান্ত্বনা করে—দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়া গিয়াছেন—হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া আছেন। এক একবার আশা-আলোক বিদ্যুতের ন্যায় হৃদয়ে চমকিয়া উঠিতেছে। নরেন্দ্র মনে করিতেছেন এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? রাত্রি দশটা বাজে এখনও ব্রাহ্মণ আসিতেছেন না কেন? ক্রমে এগারটা বাজিল তথাপি আসিতেছেন না কেন? নরেন্দ্র আরও চিন্তিত হইতে লাগিলেন। একবার মনে করিতেছেন, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের বাটিতে যাই, কিন্তু সেই সময়ে এক মহা প্রতিবন্ধক উপস্থিত। হঠাৎ আকাশ মেঘে আবৃত হইল, বাতাস বন্ধ হইল, প্রকৃতি স্থির হইল। গাছের পত্রটি পর্য্যন্ত নড়ে না। বিদ্যুতের হাসিতে মেঘের ঘোর অন্ধকার মূর্ত্তি দেখা যাইল, নরেন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহসা বৃক্ষ লতাদির উপর একটী হিল্লোলে দেখা দিল। আবার মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সে গম্ভীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গেল। ভীম হুঙ্কারে পবনদেব প্রবাহিত হইলেন। গভীর নিনাদে মেঘ-গর্জ্জন হইতে লাগিল। মেঘ ভাঙ্গিয়া জল হইল, বাতাস বহিয়া ক্লিষ্টকে শান্ত করিল। নরেন্দ্র বাটীর বাহির হইলেন।

ক্রমে প্রকৃতি আরও অন্ধকারময় হইল। আকাশে কেবলই মেঘ

যোগ দিতেছে। আকাশ নিবিড় ঘন ঘটাচ্ছন্ন। অবিশ্রান্ত পস্‌লা পড়িতেছে। মেঘের কড়মড় ধ্বনিতে নিদ্রিতকে ভীত করিয়া তুলিতেছে! বাতাসের ঝাপটা গাছে লাগিয়া, গাছের পল্লব এবং পত্র ভাঙ্গিয়া, নরেন্দ্রর গায়ে চপাট চপাট করিয়া লাগিতেছে। উন্নত বৃক্ষের ডাল, বাতাসে নরেন্দ্রর মস্তক স্পর্শ করিয়া আবার উর্দ্ধে উঠিতেছে। গাছের আগায় আগায় স্পর্শ করিয়া আবার বিফাঁক হইয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র চলিয়াছেন। সঙ্গে একখানি রুমালে কতকগুলি টাকা।

বৃষ্টিতে পথে কাদা হইয়াছে—এক পা সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে পাঁচ পা পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছে। পাড়াগাঁয়ে বৃষ্টির সময় ভয়ানক দুর্দ্দশা; অনেক স্থানে পথের লেশমাত্রও থাকে না—জল ভাঙ্গিয়া বাটীতে উঠিতে হয়। নরেন্দ্র রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু রাস্তা নরেন্দ্রর নয়নগোচর হয় না। এক একবার বিদ্যুতের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন, কিন্তু যেখানেব বিদ্যুতের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে নরেন্দ্রর অবস্থা কি হইবে?

নরেন্দ্র এমন এক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে বিদ্যুতের আলোক প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড রৌদ্রের সমযেও সে স্থানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। নরেন্দ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া আরও অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। উপরে অন্ধকার, দুই পার্শ্বে অন্ধকার, সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্ধকার—দিগন্তপ্রসারিত অন্ধকার। নরেন্দ্র গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। কোন দিকে পা চালাইবেন, বুঝিতে পারিতেছেন না, কোন দিক সম্মুখ—অর্থাৎ কোন্ দিকে যাইতে হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পথিমধ্যে একস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রমে ঝড় বৃষ্টি আরও প্রবল হইল। বাতাসের হুহু শব্দ বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ, গাছের

পাতা নড়া, ডাল ভাঙ্গা শব্দ—এই সকল শব্দ মিলিত হইয়া, এক মহান্ ধ্বনি হইতে লাগিল। নরেন্দ্র ভাবিলেন, এখন উপায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় সরোজিনী অস্থির হইয়াছেন। কয়েক-দিন অবধি নরেন্দ্রর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। শম্ভুনাথ, তাঁহাকে চক্ষের উপর রাখেন—বাটির বাহির হইতে দেন না। সুতরাং তিনি কোনরূপে মন-ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না। শান্তা,—নরেন্দ্রর ভগিনী, তাঁহার সহিত সরোজিনীর—কিছু কথাবার্ত্তা হয়, যথাস্থানে তাহা বর্ণিত হইবে। সরোজিনীর মাতা তাহা জানিতে পারিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা আছেন। এজন্য মাতার এখনও ইচ্ছা, যাহাতে এই বিবাহ না হয়; কিন্তু শম্ভুনাথ বারংবার অনুরোধ করিতেছেন, শুভ কার্য্যে উদাসীন থাকা কোনও মতে বিধেয় নহে।

শম্ভুনাথের স্ত্রী কহিলেন আমার ত ইচ্ছা নয় যে ঐ ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হয়!

শম্ভু। মেয়ের বয়স হ'য়েচে, ব্রাহ্মণের গৃহে এরূপ মেয়ে দেখা-ইতে পার?

স্ত্রী। গরিব দুঃখীর ঘরে থাকে।

শম্ভু। কুলে কলঙ্ক পড়িবে যে—কি বিপদস্থ হইলাম!

স্ত্রী। কন্যাকে সৎপাত্রে প্রদান করা, কি আমার অনিচ্ছা? আমরা গরিব—গরিবের মত থাকিব এবং সেইরূপ ঘরে বিয়ে দিব।

শম্ভু। তুমি বুঝি মনমত ঘর না পাইলে বিবাহ দিবে না অসন্তো-ষের কারণ কি?

স্ত্রী। হরির চরিত্র কেমন সুন্দর!

শম্ভু। সরির সহিত বিবাহ হইলে আর চরিত্র-দোষ থাকিবে না সৎসঙ্গে সুফল প্রদান করে। ভাল—সরিকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, বিবাহ করিতে চায় কিনা?

স্ত্রী। একটা সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াছ?

শম্ভু। কি! (সবিস্ময়ে)

স্ত্রী। ও পাড়ার যজমানদের নরেন্দ্রর সঙ্গে এমনি প্রণয় হয়েচে, যে মেয়েটি কেবল এ বাটী আর ও বাটী করিয়া বেড়াইতে চায়। দেখিয়াছি, নরেন্দ্রের কথায় আমোদ পায়, নরেন্দ্রের সঙ্গে থাকিতে চাহিলে মেয়ে কিছুই চাহে না। কি বল দেখি?

শম্ভু। সর্ব্বনাশ!

মনে মনে কহিলেন বিধু সত্য বলিয়াছে, একটুও অপ্রকৃত নহে।

স্ত্রী। সরোজিনী সে দিন স্পষ্টই শান্তার সহিত বলিতেছিল,—আমি নরেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। শান্তা বলিল সে কি, কায়স্থ যে ভাই? শান্তা হাসিয়া ফেলিল। সরোজিনী মুখ-ভার করিয়া রহিল—উত্তর করিল না। শান্তা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, সরোজিনী উত্তর করিল—"আমি নরেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা। তুমি ভাই কাহাকে বিবাহ করিবে"? শান্তা কহিল—তা আমি জানি না। শেষ সরোজিনী কহিল, "নরেন্দ্র ভিন্ন যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে হয় তাহা হইলে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব"।

শম্ভু। তবে আর কি করিব, পারিনে আর, সংসার জ্বালায় পুড়ে গেলাম! [illegible] যন্ত্রণা ছিল!

তোদের কোন কথা শুনতে চাহি না। [illegible] দিন বিবাহ দিব, তার পর যাহা হইতে হয় হইবে।

স্ত্রী। কেমন করিয়া বিবাহ হইবে? মেয়েকে সান্ত্বনা [illegible] মেয়ে

যা বলে তা শুন; তা না হ'লে জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে শেষ ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জিত হইবে?

শম্ভু। যা হয় হইবে। আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।

স্ত্রী। সে কি কথা গো? আমি কি ঠাট্টা করিতেছি? কাণ পেতে কথা গুলি বলি, শুন্‌বে?

শম্ভু। বল—কাণ পেতে দিচ্চি।

স্ত্রী। মেয়ে, বিয়ের কথা শুনিয়া অবধি ভালরূপ আহার করে না, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হেসে খেলে পূর্ব্বের ন্যায় কথা কহিয়া বেড়ায় না। দেখিয়াছি কেবল নরেন্দ্রের নিকট যাইবার নিমিত্ত পাগলিনীর মত অস্থিরা। যদি এই অবস্থায় বিবাহ দেওয়া যায়, বল দেখি কি হইবে? শেষ একটা হত্যাকাণ্ড হইবে?

শম্ভু। হত্যাকাণ্ড হইবে না—আমি একটি সৎ পরামর্শ দিই, সেইমত কার্য্য কর, নচেৎ আমাদের জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে। সারিকে আজ গৃহের ভিতর চাবী বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও—যেন বাহির হইতে না পারে।

শম্ভুনাথ, স্ত্রীর সম্মুখে হাত নাড়িয়া কহিলেন—বুঝ্‌তে পাচ্চিস্‌ না টাকা নিচি বে! বৃদ্ধ বয়সে জেলে যা'ব।

ব্রাহ্মণী আর কি করিবেন, অগত্যা সম্মতি দিলেন। কিন্তু দুঃখিনী সরোজিনীর কি উপায় হইবে তাহা ভাবিলেন না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভট্টাচার্য্যের বাটীতে বিবাহের সমারোহ পড়িল। বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইতেছে। "গয়িবের ঘটা নাই কিন্তু লেঠা আছে" এজন্য বাটীর সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আজ

কাছার ঠিক নাই—একবার রন্ধনশালায় তদারক করেন, একবার বা বহির্ব্বাটীর আসনের বন্দোবস্ত করেন। মধ্যে মধ্যে যে গৃহে সরোজিনী আবদ্ধা আছেন, সেই গৃহ তদারক করেন। কখন স্ত্রীর সহিত সন্দেশের বন্দোবস্ত করিতেছেন, অকারণে স্ত্রীকে উপদেশ দিতেছেন,—"একটু হাত নরম কর"—এই বলিয়া হাত নাড়িতেছেন। রাত্রিতে বরযাত্রীদিগের নিকট যেন অপমানিত হইতে না হয়। এক সারি লোক খাইতেছে ব্রাহ্মণ সেই দিকে চলিলেন। পরিপোষকদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন—দেদার দাও—দেদার দাও, দধি যেন এক ফোঁটাও পড়ে না। কখন দুইটি অঙ্গুলি উর্দ্ধে তুলিয়া বলিতেছেন—"সন্দেশ দেদার দাও—সন্দেশ দেদার দাও"।

ভোজকেরা অপরিমিত আহারে বহুকষ্টে আসন হইতে উঠিয়া পরিত্রাণ পাইতেছে।

কন্যাকর্ত্তা এইরূপ ব্যস্ত হইয়া সমস্ত তদারক করিতেছেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে,—বরপক্ষীয়দিগের গোলমালে চতুর্দ্দিকে।

বরকর্ত্তা, বরযাত্রীদিগের বন্দোবস্ত করিতেছেন। হরিকে চন্দন দিয়া সাজান হইতেছে। দেশীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সকল অনুষ্ঠান যথা নিয়মে বিহিত হইতেছে। গলায় যুঁই ফুলের গ'ড়ে হার, কপালে চন্দনের চিত্র, পরিধানে লাল চেলি। সব, ব্যাসম, সাবান প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য গাত্র পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত মর্দ্দন করা হইতেছে। বরযাত্রীরাও উপযুক্ত পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইতেছে। কাহারও কাপড়ের সহিত চাদর মিলিতেছে না, চাদরের সহিত জামা মিলিতেছে না; এজন্য তথায় গোলমাল পড়িয়াছে। এক জনের পরিচ্ছদ মিলিতেছে না, যাহার আছে তাহার সহিত বদলাইয়া লইতেছে। একজন বলিল, ঘোষের বাটির হরার একটা প্লেটওয়ালা জামা আছে,—যাহার জামা নাই সে ঘোষের বাটীর দিকে ছুটিল। কোট

ছোট বালকেরা আজ বরযাত্রী যাইবে—দুই একজন গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়াছে কোন কারণ নাই কেহ দুই হাত লাফাইয়া উঠিল। অত্যন্ত আনন্দের সময় হঠাৎ দুইজনে ঝগড়া বাধাইয়া বসিল, যে হারিল সে কিন্তু কাঁদিল না, কিন্তু মুখ-ভার করিয়া রহিল। বাটীর ভিতর হইতে অনায়াস লব্ধ একটা সন্দেশ আনিষা দিল। বালক টপ করিয়া, খাইতে না পারিয়া গিলিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইল। আবাব খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

এইরূপ কত ঘটনা ঘটিতেছে, জনরবে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়াছে। সজ্জিত বালক এবং যুবকগণ অকারণে কতবার অন্দর এবং বাহির করিতেছে। এ দিকে বিধুবাবু জিমন্যাষ্টিকেব আড্ডার বালক এবং যুবকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, সশঙ্কচিত্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। পবিশেষে তাহাবা সুসজ্জিত হইয়া, বিধুবাবুকে ঘেরিয়া বসিল, বিধু যেন স্বর্গে উঠিল।

রাত্রি নয় ঘটিকার পর বর বাহির হইল। উপযুক্ত সময়ে বর, গুরু, পুরোহিত, বরকর্ত্তা এবং বরযাত্রী প্রভৃতি শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের চণ্ডিমণ্ডপ অধিকার করিয়া বসিলেন। আড়ম্বরেব সীমা পরিসীমা নাই! বাদ্যেব শব্দে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব পরিবারেরা ঝালাপালা হইয়া যাইতেছেন। আসরে, পান তামাকের জন্য বাবুরা চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন,—যেন কোন প্রদেশে আগুন লাগিয়াছে। চাকরেরা তামাক সাজিতে সাজিতে নাজেহাল,—তবুও বাবুদেব মন তৃপ্ত হয় না! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে দ্রব্যের ত অভাব নাই, কেবল অর্থাভাব বশতঃ সুচারু বন্দোবস্তের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে! কিন্তু ভট্টাচার্য্যের মুখমিষ্টতার গুণে কেহ দোষ গ্রহণ করিতে অবসর পাইতেছেন না।

এ দিকে ভিত রবাটীতে তিরস্কারের অবধি নাই। সরোজিনী প্রলাপ

বকিতেছেন, পাগলিনীর মত অস্থিরা হইয়াছেন। আমি নরেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিব না, দেখি—কে আমাকে বিবাহ দিতে পারে? উদ্দেশে—নরেন্দ্র! তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আমি তোমাকে ভিন্ন এ জগতে আর কাহাকেও জানি না। আজ এই সম্যক্ বিপদের দিন তুমি কোথায় রহিয়াছ, একবার দেখা দাও। কোন উপায়ে আমাকে এই রুদ্ধ গৃহ হইতে উদ্ধার কর, আমি চিরকাল তোমার সহিত থাকিব। আমি পিতা মাতা চাই না, আত্মীয় স্বজন চাই না, তুমি আমাব সর্ব্বস্ব। প্রাণের বন্ধু নরেন্দ্র! কোথায় রহিয়াছ,—দেখিতেছ না, আজ আমার পিতা মাতা আমাকে নরকে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। নরেন্দ্র! তুমি যদি এই সময়ে একবার দেখা কর, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই। একবার মাত্র সাক্ষাৎ করিয়া এখনি মরিব। নবেন্দ্রকে ভুলিয়া আমি বিবাহ করিব?

মনকে ধিক্কার দিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। কখন অনর্গল চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। সে অনিবার্য্য বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্পষ্টই উভরিয়া কাঁদিতেছেন। হায় হায় সরোজিনীর ক্রন্দনের কথা নবেন্দ্র একবারও জানিতে পারিলেন না।

সরোজিনীর এই উন্মত্ততা কি কেহই দেখিতেছেন না? স্নেহময়ী জননী গবাক্ষদেশ হইতে, কন্যার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেছেন। মাতা বুঝিয়াছেন, কন্যা যাহা বুঝিয়াছে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম-সঙ্গত কথা। জননী ভিন্ন সন্তানের অভাব কে বুঝিবে? সরোজিনীর ক্রন্দনে, তাঁহার মাতার হৃদয়ের শত গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

বিবাহের সময় উপস্থিত—সম্প্রদান হইবে। বরকর্ত্তা মহাশয় সবিনয়ে এ কথা অবগত করিলেন। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল.

কন্যাকর্ত্তার উদ্দেশ নাই। অক্ষয় বাবু ঘড়ী খুলিয়া বসিয়া আছেন। সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছেন। বাটীর ভিতর হইতে খবর আসিল শম্ভুনাথ নাই, বিধু বাটীর ভিতর যাইবে স্থির করিল,—কিন্তু, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। বিধু উঠিয়া দাঁড়াইল, শেষে মুখ খারাপ কবিতে অগ্রসর হইল; অক্ষয় নিষেধ কবিলেন।

পাঠক মহাশয় বলুন দেখি শম্ভুনাথ কোথায়? আমরা নরেন্দ্রকেকি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি,জানেন। শম্ভুনাথ নবেন্দ্রর নিকট গিয়াছেন।

শম্ভুনাথের সহিত রাস্তাতে নরেন্দ্রর সাক্ষাৎ হইল। নরেন্দ্র পাঁচ-শত টাকা গণিয়া দিলেন। শম্ভুনাথ টাকাগুলি যখন হাতে করিলেন, তখন তাঁহার বুক ধড়ফড কবিতে লাগিল। নরেন্দ্র শেষ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—পুরুত মশাই আপনার পায়ে ধরেচি, এবিষয়ে ক্ষান্ত হইবেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, তুমি পাগল না কি? নিশ্চিন্ত থাক, কখনও বিবাহ দিব না। সে কি টাকা লইলাম আবাব বিবাহ দিব? উভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৃষ্টি একটু থামিলে, বিধু বাটির ভিতর আসিয়া, ভট্টাচার্য্য গেল কোথায় বে,—এখনি ঘরে আগুণ দিয়ে পুড়িয়ে মারবো—টাকা নেচে জানে না?

গৃহিণী সুর ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। সরোজিনী, বিধুর গলা বুঝিতে পারিয়া ঠক ঠক কাঁপিতে লাগিলেন।

বিধু রাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে যাইতেছে, সম্মুখে শম্ভুনাথকে দেখিতে পাইয়া, কি মশাই! কোথায় ছিলেন? লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

শম্ভুনাথ কহিলেন, কি করবো বাপু, লোক জন বেশী নাই—এই দেখ, রুমালে বাঁধা তামাক,—তামাক আনিতে গিয়াছিলাম। তুমি যাও আমি মেয়েকে সাজিয়ে আনিতেছি।

শম্ভুনাথ যাইতেছেন—বিধু কহিল, "ভট্টাচার্য্য"—বুঝেচি শীঘ্র! শম্ভুনাথ ভাবিলেন, "রুমালে বাঁধার কথা" বুঝিয়াছে। "না ভাই"—শীঘ্র যাইতেছি এই বলিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তাড়াতাড়ি করাতে কাছা সামলাইতে পারিলেন না। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া রাম রাম একি হইল। সেই অবস্থায় গিয়া তালা বন্ধ করিয়া পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৃহিণীর সন্নিধানে উপস্থিত।

ব্রাহ্মণী সকল ভাব গোপন করিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শম্ভুনাথ কতকগুলি অযথা ভৎসনা করিয়া কহিলেন শীঘ্র সরীকে সাজাইয়া আন।

ব্রাহ্মণী দুয়ার খুলিয়া একখানি লাল কাপড় পরাইয়া, সরোজিনীকে সাজাইয়া বাহির করিলেন। চতুর ব্রাহ্মণ ইতিমধ্যে একটি কৌশল স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, বিবাহের সময়ে শুভ দৃষ্টির সময়ে ঠিক তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। শুভদৃষ্টির সময়ে, পাছে বর বরযাত্রী প্রভৃতি সরোজিনীর চক্ষে অশ্রু দেখিতে পান, সেই জন্য ঠিক সেই সময়ে তিনি প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়াছিলেন। বরযাত্রীদিগের ভিতর—দেখি দেখি, বলিয়া কোলাহল পড়িয়া গেল। চতুর ব্রাহ্মণের কণ্ঠধ্বনিতে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল,—কিন্তু আলো পঁহুছিল না।

কেহ দেখা পায় নাই বা বুঝিতে পারে নাই,—সরোজিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বিবাহ মঞ্জুর করেন নাই।

পরদিন তাঁহারা নববধুকে বাটিতে লইয়া গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিনাবধি নরেন্দ্র একটু সুস্থ আছেন। অনেকদিনের পর নরেন্দ্রব মুখে হাসি দেখা দিল। নরেন্দ্রর পিতা মাতা সে হাসি দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলেন। ভাবিলেন এইবারে নরু সুস্থ হইবে সাধারণ ভাণ্ডারের অবশিষ্ট অর্থ এবং চাউল বিতবণ করিতেছেন, গরিবের কথা কাণ পাতিযা শুনিতে ব্যস্ত হইলেন! নরেন্দ্র আজ উৎসাহের সহিত বিতরণ করিতেছেন।

কয়েক দিন হইতে দেবেন্দ্রনাথ অসুস্থ। বৈকাল হইলে অল্প অল্প জ্বর হয়, শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে। তথাপি তিনি নরেন্দ্রের নিকট না যাইয়া থাকিতে পাবিলেন না—নরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রের সহিত দেশের বালক এবং যুবকদিগের শিক্ষা এবং নীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।

নরেন্দ্র এবং মতিবাবু দ্বারা দেশের উন্নতি হইতেছে জ্ঞাত হইয়া যাবপর নাই সুখী হইলেন। নরেন্দ্রকে দেশের উন্নতি সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ প্রদান করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেশোন্নতি সাধনে উদাসীন দেখিয়া আজ দেবেন্দ্রনাথ তাহার কারণ শ্রবণার্থ ব্যস্ত হইলেন।

দেবেন্দ্র। সে দিন তোমাকে নিরুৎসাহের মত থাকিতে দেখিয়াছিলাম কেন?

নরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মুখখানি তখন রক্তিম আকার ধারণ করিল। একটি সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস বেগে নির্গত হইল।

দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে মতিবাবুর নিকট হইতে কতকটা কারণ জানিতে পারিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্র বিমর্ষভাব ও সুদীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগে

বিস্মিত এবং অত্যন্ত বিচলিত হইয়া যেন কিছু বলিতে যান,—কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ আজ নরেন্দ্রর নিকট কি নিমিত্ত আসিয়াছেন? তিনি নরেন্দ্রকে বারংবার কহিয়াছিলেন—"শম্ভুনাথ অর্থাভাবে কন্যা বিক্রয় না করেন, এ নিমিত্ত যত টাকা সাহায্য করিলে তিনি রীতিমত সচ্ছল হয়েন, তাহা করিবে।" কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বিবাহ সম্বাদ পাইয়া কোথায় নরেন্দ্রকে তিরস্কার করিবেন বলিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহা না করিয়া আসিবামাত্র একটী প্রশ্ন করিয়া, নরেন্দ্রর যে ভাব দেখিলেন, তাহাতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। পরন্তু তিনি নরেন্দ্রকে এই পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিবাহ না হইবার জন্য তুমি কি আদৌ চেষ্টা কর নাই?"

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের মুখপ্রতি অবাক হইয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। একটিও কথা কহিতে পারিলেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র, দেবেন্দ্রর মুখবিনিঃসৃত জ্বলন্ত বজ্রানল সদৃশ নিদারুণ বাক্য-বাণাঘাতে নিতান্ত সন্তাড়িত হইয়া, কয়েক দিন চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্তব্ধ। আহার নাই, শয়ন নাই, বিশ্রাম নাই। দারুণ যন্ত্রণায় নরেন্দ্রর হৃদয়-সিন্ধু উদ্বেলিত হইতে লাগিল। শান্ত বদনমণ্ডলে কাতরতার প্রতিকৃতি প্রলেপিত হইল। সুদৃঢ় পাষাণ-সম যন্ত্রণা-ভরা অন্তর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র এতাদৃশ হৃদয়বিদারক কঠোরতম যন্ত্রণানলে বিদগ্ধ হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এখন কর্ত্তব্য কি? এখন কে এমন প্রাণসুহৃৎ আছেন, যে এ সন্তপ্ত হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া দিতে পারেন। নরেন্দ্র গভীর চিন্তাসমুদ্রে

নিমগ্ন হইলেন। কয়েক দিন বাটীর বাহির হইতে পারেন নাই। চারিদিক হইতে লোকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রমে দুর্ভিক্ষের আগুণ আরও জ্বলিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। কলিকাতার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর উপকূল পর্য্যন্ত অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে রীতিমত কুলান হইতেছে না। স্থানে স্থানে এমন প্রবল হইয়াছে যে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর কেহ কাহারও দিকে চায় না। আত্মীয়স্থলে সমাদর নাই। লোকের বাটীতে ভিক্ষা বন্ধ হইয়াছে। সমস্ত দিন ভিক্ষা করিলেও মুষ্টিভর চাউল মিলে না। কৃষক পরিবারে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটে লোকের এরূপ দুরবস্থা হইবে, কোন বুদ্ধিমানে এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না। কৃষক-দিগের মধ্যে, যাহাদের সাত আটটি বা ততোধিক পরিবার, তাঁহাদের অবস্থা বর্ণন করা আমাদের দুঃসাধ্য। সন্তানদিগের মুখে অন্ন দিতে না পারিয়া পিতা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। মাতা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এদিকে লোকে নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। প্রত্যেক কৃষকের বাটিতে ২।৩টী শয্যাগত হইয়া আছে দেবেন্দ্রনাথ একা কি করিবেন? তিনি জানেন না, যে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে একবারে উদাসীন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বেলা ৯টা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কেবলই চাউল বিতরণ করেন, তার পর স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করেন। প্রাতঃকালে দুগ্ধের কলস হস্তে লইয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু এবং রোগীদিগের নিমিত্ত বাটী বাটী দুগ্ধ দিয়া আইসেন। সঙ্গে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, তিনি রোগীদিগের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তার পর দেবেন্দ্রনাথ সেই ব্যবস্থা-নুযায়ী ঔষধ পথ্য প্রদান করেন। যাহার কেহই নাই, দেবেন্দ্রনাথ তাহার মা, বাপ হইয়া—মায়ের মত সেবা শুশ্রূষা এবং পিতার মত

স্নেহ দৃষ্টিতে, তাহার সকল সন্তাপ বিদূরিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কত লোকের জন্য দেবেন্দ্রনাথ প্রাণ-পণ যত্নে খাটিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ হইয়াছে, শরীরের উপর তাঁহার আদৌ দৃক্‌পাত নাই।

কয়েকদিন হইতে নরেন্দ্র বাটীর বাহির হইতে পারেন নাই। নরেন্দ্র দুঃখীর ক্রন্দনে আর কর্ণপাত করেন না। লোকের অনাহার কষ্ট আর ভ্রূক্ষেপ করেন না, নরেন্দ্রর পরিবারবর্গ নরেন্দ্রকে ক্রমে ভয়ানক বিবর্ণ এবং বিশীর্ণ হইতে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইতে লাগিলেন। দেখিলেন।—নরেন্দ্রর নশ্বর কলেবর দিনে দিনে শীর্ণ হইতেছে, পদ্মবৎ মুখশ্রী নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্নেহসিক্ত মধুময় বচনও মৌনী ধারণ করিতেছে নরেন্দ্রর একপ্রকার বৈলক্ষণ্য দর্শনে পরিবারবর্গ ভীত হইলেন। পিতা মাতা কারণ জানিবার জন্য নানাপ্রকারে নরেন্দ্রকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। এজন্য নরেন্দ্র গৃহে থাকিতে না পারিয়া, একদিন গভীর রজনীতে বহির্গত হইয়া তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানের ইষ্টক নির্ম্মিত মঞ্চের উপর গিয়া বসিলেন।

পূর্ণিমার রাত্রি—রাত্রি দ্বিপ্রহর। পূর্ণচন্দ্র পূর্ণকলা প্রসরণ করিয়া প্রকাশিত। অগণ্য নক্ষত্রখচিত নৈশনীলাকাশ সুশোভিত। রজনী গম্ভীর, ঘোর নিরবতাতে পূর্ণ চতুর্দ্দিকে সাঁ সাঁ করিতেছে। একটুও সাড়া নাই, শব্দ নাই। বৃক্ষবল্লরী ভূধর কানক সবাই নিস্তব্ধ। কেবল ঝিল্লিগণের ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শ্রুত হইতেছে। অতি দূর হইতে বন্য জন্তুদিগের চীৎকার উত্থিত হইতেছে। রজনী ভীষণ মূর্ত্তিতে দিগন্ত ব্যাপ্ত। এ সময় গাছের পত্রটী পড়িলে, হৃদয় চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে নরেন্দ্র তাঁহাদের ফুলবাগানের মঞ্চের উপর বসিয়া আছেন।

এত গভীর রজনীতে কোন ফুলনা হাঁসিয়া থাকিতে পারে? গোলাপ, মল্লিকা, বেল, যুঁই, জাতী, গন্ধরাজ প্রভৃতি পুষ্প চাঁদের মুখ-প্রতি চাহিয়া হাসিতেছে। ইহাদের কত আনন্দ! এ আনন্দ কে বর্ণনা করিতে পারে? মলয় পবন ধীরে ধীরে ফুলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, অন্তর হইতে সুস্নিগ্ধ সুবাস উত্তোলিত করিয়া কেমন মৃদু মৃদু সঞ্চারিত হইতেছে। স্বল্প শিশির-সিক্ত প্রস্ফুটিত কুসুমাঙ্গে, বিমল-জ্যোৎস্নালোক প্রতিফলিত হইয়া কি সুন্দর শোভা প্রদান করিতেছে। পবনদেব মৃদু মধুর হিল্লোলে, ফুলে ফুলে স্পর্শ করিয়া কেমন সঞ্চারিত হইতেছে! উপরে পূর্ণচন্দ্র তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানে নরেন্দ্র, বৃহৎ যুঁইবৃক্ষ সমাবৃত কুঞ্জের ভিতর বসিয়া আছেন। অগণ্য যুঁই পুষ্প নরেন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া, চাঁদের মুখের উপর মুখ দিয়া কেমন হাসিতেছে। নরেন্দ্রকে এখন কে হাসাইতে পারে? হাজার হাজার যুঁই স্ব স্ব হাসি দিয়া, যাহার দেহ আবরণ করিয়াছে, না জানি তাহার দেহ কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে। নরেন্দ্র গোলাপ মল্লিকার প্রেম চান না, তাহা হইলে মলয় বায়ু গোলাপের সহিত মিলাইতে পারিত। আজ নরেন্দ্রকে কে হাসাইতে পারে?

মলয় বায়ু যুঁই ফুলের আবরণ ভেদ করিয়া দেখিল, নরেন্দ্র অধঃদৃষ্টিপাত করিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন। নিদারুণ দুঃখে, কষ্ঠে এবং মনস্তাপে নরেন্দ্রর হৃদয় আকুলিত হইয়াছে। নরেন্দ্র নিশ্চয় করিয়াছেন, সরোজিনী যখন আমাকে ছাড়িতে পারিয়াছে, তখন আমি নিশ্চয় তাহার জন্য সংসার ছাড়িতে পারিব। কাহার জন্য আর এ সংসারে থাকিব? এ প্রাণ লইয়া কি করিব? তবে এখনি বাসনা চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য।

নরেন্দ্র এই সকল কথা ভাবিতেছেন, আর তাঁহার উদ্বৃত্ত শোকা-

শল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, নিদারুণ কষ্টে তাঁহার মর্ম্ম প্রপীড়িত হইতেছে। উচ্ছ্বসিত বাষ্পে কণ্ঠরোধ হইয়া রহিয়াছে। এমনি বাক্‌শক্তি হীন হইয়াছেন, যে আদৌ কথা কহিবার বা ক্ষীণকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিবার সামর্থ্য নাই। অনিবার্য্য ক্রন্দনে নয়ন যুগল আরক্ত হইয়াছে, ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। কি এক বিষাদের কালিমা নরেন্দ্রের অন্তর বাহিরে প্রলেপিত হইয়াছে—সংসার কোলাহল হইতে সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য নির্জ্জনে আসিয়াছেন; কিন্তু এখানে কি ভয়ানক যন্ত্রণায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছে, তাহা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। নরেন্দ্র জড়প্রায় নিস্তব্ধ। ভালবাসার কি জীবন্ত আকর্ষণ! কি এক মনোমদকর জ্বলন্ত প্রভাব! এ নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে মনুষ্যের নিষ্কৃতি নাই। প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্য, তাঁহাকে হাসাইতে পারিল না।

পবিত্র স্নিগ্ধ মলয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল পুষ্পের সুরভি কাড়িয়া লইয়া, যেন ভাবিতেছে, কাহাকে উপহার দিব? প্রেমের জ্যোৎস্না সে দেশের সকল অন্ধকার তাড়াইয়া দিয়া সুবিমল জ্যোতিতে চারিদিক হাসাইয়া তুলিয়াছে। নরেন্দ্র অন্ধকারে কেন?

নরেন্দ্র মনের যন্ত্রণায় তথা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। নির্ম্মল জ্যোৎস্না তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সুস্নিগ্ধ সুধীর মলয় হিল্লোল, নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্রর সম্মুখ সৌগন্ধের ফুয়ারা দিক্ আমোদিত করিয়া মাতাইয়া তুলিতেছে। উর্দ্ধে গগনমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের মধুরিমা সুষমা। প্রকৃতি কি এক মধুর হাসিতে হাস্য করিতেছে। এই গভীর রজনীতে নরেন্দ্রের আশা পূর্ণ হইবে না কি?

অন্তরের গভীরতম উচ্ছ্বাস নিবারিত না হইলে মানুষ কি না করিতে চায়? নরেন্দ্র একাকী সেই গভীর রজনীতে বাহির হই-

লেন, কিছুই তাঁহার মনকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। নরেন্দ্র একজন হৃদয়বান লোক—তা হইলে কি হয়, তিনি দুঃখীদিগের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইলেও তাঁহার হৃদয়-সিন্ধু এমনই উদ্বেলিত হইয়াছে, যে তাহা শমিত হইবার নহে; এজন্য তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি হ্রাদশুন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বরাবর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন। কোন দিকে যাইতেছেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। নরেন্দ্র এক্ষণে উন্মাদ—চক্ষুর্দ্বয় হইতে অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল—পাগলের মত বক্ বক্ করিয়া বকিতে লাগিলেন। বকিতে বকিতে কোথায় যাইতেছেন তাহার স্থিরতা নাই। পরিশেষে এক দুর্ভেদ্য জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন বলা বাহুল্য ইহা সুন্দরবন।

নরেন্দ্র যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তাহা পবিত্র এবং নিস্তব্ধ। চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্যানী—ইহা এত ঘন ঘন, উপরে চাহিলে আকাশ দৃষ্ট হয় না। দিবসে সে স্থান অন্ধকারময়। ক্ষুধিত বন্য জন্তু সকল মুখব্যাদন করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, চীৎকারে অরণ্যাদি শব্দায়মান হইতেছে। নরেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলেন জঙ্গলের একস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। সে ক্রন্দন শ্রবণ করিলে অতি পাষাণহৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়। আমরা এখানে তাহার কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয় জানেন, বিধুর কোন প্রকার আশা চরিতার্থ হইতেছে না। এজন্য কত পরিশ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। এজন্য বিধু প্রস্তুত হইতেছে। নানাপ্রকার উপায়োদ্ভাবন করিয়া

কিছুতেই মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে না, এজন্য হরির সহিত এপ্রকার পরামর্শ স্থির হইয়াছে; এবং সত্বরই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, এ নিমিত্ত অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। বিধুর মনে হইল, অক্ষয় বাবুর বাঁচিয়া থাকিয়া প্রয়োজন কি? বিধুর অন্তঃকরণে যখন সরোজিনীর অতুলনীয় রূপরাশির কথা স্মরণ হয়, তখন মস্তক অবশ হইয়া হেলিয়া পড়ে। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়। বিধু এক্ষণে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লালায়িত।

সরোজিনী এক্ষণে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন—বাল্যকালের সকল শ্রী লোপ পাইয়া, এক্ষণে এক নব সৌন্দর্য্য নব মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে বাল্যকালের সুকুমার গঠন ভাঙ্গিয়া গিয়া, নব মূর্ত্তিতে গঠিত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গের গঠন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতেছে। হস্ত, পদ বক্ষঃ, মুখমণ্ডল যৌবন ভরে সমুন্নত হইয়াছে,-দেহের সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইতেছে। মুখশ্রীতে কি যেন ছিল না, এখন সে মুখ লজ্জায় অবনত হয়। কি একটা যৌবনের প্রলেপ সরলা সরোজিনীকে লজ্জাযুক্ত করিয়াছে। সকল চাল চলন, কথা বার্ত্তা, ভাব ভঙ্গি, আলাপ পরিচয় নূতন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইতেছে। যেন কোন সুদূর ভবিষ্যত চিন্তা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। বাল্যকালে যাহাদের সহিত আমোদ আহলাদে দিবস অতিবাহিত হইত, এখন চিন্তা করিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিতে হয়।

এক্ষণে সরোজিনী সকলকে দেখিলে ভীতা, বিশেষতঃ বিধুর কথা স্মরণ হইলে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হয়। এজন্য সরোজিনী সর্ব্বদা বিধুর নিকট হইতে দূরে দূরে থাকেন। বিধু কখনও হরি ছাড়া নহে বিধু এবং হরি একত্র হরিদের বাটীতে বসিয়া নানাপ্রকার কথা ভাবিতেছে। বিধুর অন্তরে নিদারুণ পিপাসা হুতাশনের ন্যায় হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। কি উপায়ে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে, এজন্য

নানাপ্রকার অভিসন্ধি স্থির করিতে লাগিল শেষে বিধু হরির নিকট "মণ" খুলিয়া ফেলিল। হরি রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি বিস্তৃত করিয়া হি হি হি হি করিয়া, একগাল হাসিতে লাগিল।

তার পর হরি এবং বিধুর নানাপ্রকার কথোপকথন হইয়াছিল, এস্থলে তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পরিশেষে উভয়ে বিদায়ের সময হরি বিধুর হস্ত ধরিয়া কহিল—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী শ্বশুরালয়ে কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, পাঠক মহাশয়ের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। নূতন শাশুড়ী, নূতন ননদ—কোথায় সরোজিনীকে আদরে রাখিবেন, তাহা না করিযা সমস্ত দিবস কেবল বাক্যযন্ত্রণায় অস্থির করেন। অকারণ অবমাননা কটূক্তি করেন ক্রন্দন করিতে দেখিলে পরিবার শুদ্ধ নির্য্যাতন করেন। শাশুড়ির একটা বিজাতীয় ক্রোধ হইয়াছে এই জন্য—"তাঁহার নব বিষান তাঁহাকে একটা অনুরোধ রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, আমার সরোজিনী ছেলে মানুষ—নূতন শ্বশুর বাটীতে যাইতেছে [illegible] খারাপ হইলে মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে পারে, কাঁদিলে যত্ন করিও—চক্ষের জল মুছাইয়া যত্ন করিও।" [illegible] করিয়াছিলেন সরোজিনী কি জন্য [illegible] নাই।

"আ—মর্ মাগি! আমি আমার বউকে যত্ন করিব না ত কে করিবে?"

ক্রমে সরোজিনীর ক্রন্দনের কারণ দেশময় রাষ্ট্র হইল। পাড়ার বউ, ঝি, গিন্নি, [illegible] বালিকা প্রভৃতি সকলেই সরোজিনীর ক্রন্দন দেখিতে আইসে। পাড়ায় পাড়ায় বউ মহলে ফিস্ ফিস্ শব্দ হইতে

আরম্ভ হইল। ঘোমটার ভিতর হইতে সমালোচনা বাহির হইল। গঙ্গার ঘাট সে অঞ্চলের ছোট আদালত। মুখরা বিধবা যাঁহারা পিতৃ গৃহে মৌরসপাট্টা লইয়া বসিয়াছেন; তাঁহারা উকিলের ন্যায়, ঘোষ, বোষ মুখুর্য্যের বাটীর বিধুদের সমালোচনা আদালতে জারি করিল। প্রাচীনা বিধবারা তাহা লইয়া অনায়াসে তিলে তাল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মেয়ে মহলে দিনকতক ভারি একটা আন্দোলন চলিল। দিনকতক কাহারও ঝগড়া করিবার জন্য, ছিদ্র অন্বেষণ করিতে প্রয়োজন হইল না। বৃদ্ধাদিগের মধ্যে কাহারও বা গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা অক্ষয় বাবুর বাটী আর ঘর করে। অবিবাহিতা বালিকারা দিনের মধ্যে ২।৩ বার ছুটিয়া ছুটিয়া সরোজিনীর ক্রন্দন দেখিতে আইসে। কেবল বিবাহিতারা শ্বশুর গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাতে বিস্মৃতা হয় না।

স্ত্রীলোকেরা বধুর মুখ দেখিতে আসিয়া কেবলই ক্রন্দন দেখেন। সুতরাং মুখ নাড়িয়া কিঞ্চিৎ সুধাবর্ষণ না করিয়া কেহই ফিরিতে পারেন না। কেউ বলে—"এ কেমন ধরণের বউ গা?" কেউ বলে—"একি গা?" কেউ বলেন—"হাসে না নাকি? তবে দূর করে দাও।" "কেউ বলে—ঝেঁটা মার।" কেউ বলে—"গাল টিপে রক্ত বাহির কর।" কেউ বলে—" লাথি মার। "কেউ বলে—" কিল। কেউ বলে—চাপড়।" বোধ হয় সরোজিনী ইহাদের আশীর্ব্বাদ মস্তক এবং পৃষ্ঠ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহাদের এক একটি সুধামাখা বচনে, সরোজিনীর শাশুড়ীর অন্তর—অঙ্গারে ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। শাশুড়ী স্বয়ং কুম্ভকারের চক্রবৎ নথ শোভিত নাসিকা নাড়া দিয়া সুদীর্ঘ বাক্য দ্বারা সরোজিনীর মর্ম্ম বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। আবার সুযোগ পাইলে গুণবতী ননদ ক্লান্ত মায়ের পোষ্ট গ্রহণ করিয়া আরম্ভ

সুধাসিক্ত সুমিষ্ট বচন দ্বারা সরোজিনীর মন প্রাণের ভিতর সুধারস ছড়াইতে থাকেন। এইরূপে দ্বাদশুজ্য গ্রামের স্ত্রীলোকেরা তাঁহার উপর সদয় হইলেন; শুদ্ধ স্ত্রীলোক নহে—একজন পুরুষ, নাম বিধু!

সরোজিনী মনে মনে করেন, যিনি যত পারেন, সাধ মিটাইয়া বলুন, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু যদি দিবসের অতি অল্প মাত্র সময়, নরেন্দ্রর কথা স্মরণ করিতে পাই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই। বস্তুতঃ সরোজিনী শ্বশুরালয়ে আসিয়া পর্য্যন্ত অনবরত ক্রন্দন করিতেছেন। এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই কেবলই ক্রন্দন করেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থিরা হইয়াছেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। হরি এবং বিধুর গুপ্ত পরামর্শ, অন্তরাল হইতে সমস্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিধুর পরামর্শ মত, হরি, সরোজিনীর নিকট সমস্ত প্রস্তাব করিলে পর সরোজিনী তাহাতে অধিকতর ভীতা হইয়া, কেবলই ক্রন্দন করিতেছেন, কর্ত্তব্য নিদ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না।

হা অদৃষ্ট, আমার কপালে কি আছে? জানি না কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে? হায় এই মুহূর্ত্তে কেন আমি মরিয়া যাই না? এখনি বিধু আসিবে, আসলে চিরদিনের মত কলঙ্কিত করিবে। তবে এই মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যুর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আজ আমার জীবনের শেষ দিন, আজ আমি মরিব কিন্তু কেমন করিয়া মরিব?

"ঠক্"—ঐ বুঝি বিধু আসিতেছে! সরোজিনী তৎক্ষণাৎ মসারির চারি গাছি দড়ী কাটিয়া, একত্র গুছাইয়া কড়িকাঠে বাঁধিলেন—ফাঁস প্রস্তুত করিলেন ফাঁস গলায় পরাইলেন। এখনও হাত পা ছাড়িয়া দেন নাই। গলায় ফাঁস পরাইয়া নরেন্দ্রর [illegible] কথা ভাবিতে-ছেন। হাত পা ছাড়িয়া দিলে চিরদিনের [illegible] নরেন্দ্রকে ভুলিতে

[illegible] এজন্য [illegible]া ছাড়িতে পা[illegible] [illegible] মন মধ্যে নানা তর্ক [illegible]র্ক করিয়া ছুরি দিয়া দড়ী খণ্ড খণ্ড ক[illegible] ফেলিলেন।

আবার শুনিতে পাইলেন—"ঠক্"। ব্যস্ত হইয়া কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। দেওয়ালে মস্তক ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, মাথা কুটিতে লাগিলেন কপাল এবং মস্তকের চতুস্পার্শ হইতে দর দর ধারে শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহাতেও মৃত্যু হইল না, ভাবিলেন কর্ত্তব্য কি? আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেছেন না—এখনি বিধু এবং হরি আসিবে।

সরোজিনী গৃহের একস্থানে বসিয়া পড়িলেন, ভাবিলেন এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? কিয়ৎক্ষণ পরে দণ্ডায়মান হইলেন, কহিলেন যাহা ভাবিয়াছি, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিব। "মরিব না—যেরূপে হউক নরেন্দ্রর সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

সংসার চাই না পিতা মাতা চাই না কিছুই চাই না। নরেন্দ্রর উদ্দেশে [illegible]াহির হইব নরেন্দ্রকে না পাইলে আর কখনও ফিরিব না। সমস্ত [illegible] ঘুরিয়া বেড়াইব, দেখি নরেন্দ্রর সাক্ষাৎ পাই কি না? শুনিলাম তিনি আমারই জন্য কোন বিজন অরণ্যে বাস করিতেছেন, আমারই জন্য কত কাঁদিতেছেন কত কষ্টভোগ করিতেছেন। আর আমি নিশ্চিন্ত হইয়া এই নবককুঞ্জে বাস করিব? অথবা কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইব? এখনই বিধু আসিবে—চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করিবে। তবে কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?

গভীর রজনী, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত। পল্লির জনরব নির্ব্বাণ হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই শয্যাতে আসন গ্রহণ করিয়া, নিদ্রাদেবীর বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিতেছে। এই সুগভীরা রজনীতে সকলেই [illegible] কেবল সরোজিনী উন্মাদিনী বেশে জাগ্রতা। চক্ষে নিদ্রা না[illegible] পাগলিনীর মত অ[illegible]হের

মধ্যে পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছেন। কেমন করিয়া নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কেবলই সেই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এক একবার উত্তরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন, এক একবার—নরেন্দ্র কৈ, নরেন্দ্র কৈ, বলিয়া কাঁদিতেছেন। কখন শয্যার উপর পড়িতেছেন, কখন গৃহের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেছেন কখন বা দুয়ার খুলিয়া গলা বাড়াইতেছেন। এই ভাবে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় ছটফট্ করিতেছেন। সরোজিনী কি যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য।

সরোজিনী গৃহের মধ্যে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া মনে মনে যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য বাহির হইলেন। কি যে এক রুদ্রমূর্ত্তিতে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, দেখিলে অবাক হইতে হয়। পরিধানে, অতি কৃষ্ণবর্ণ পাঁচ ছয় হস্ত একখানি বস্ত্র। সে বস্ত্র পরিধান করিতে রীতিমত্র কুলান হয় না। কেশ, রুক্ষ এবং আলুলায়িত। গাত্রে, অলঙ্কার শূন্য, সেই শত ছিদ্র লোচন, সেই ভগ্নহৃদয়, মন, প্রাণ। সরোজিনী এই ভীষণ মূর্ত্তিতে রাজপথে দণ্ডায়মানা। ভাবিতেছেন এক্ষণে যাই কোথায়? কোথায় যাইলে নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাই? আবার ভাবিতেছেন, এক্ষণে যদি বিধু এবং হরির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে জন্মের মত কলঙ্কিত করিবে, তাহা হইলে চিরদিনের জন্য নরেন্দ্র-হারা হইয়া থাকিতে হইবে। তবে আর ভাবিয়া কি করিব, এই দিকে চলিয়া যাই।

সরোজিনী ভিখারিণীর বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে, রাজপথ বাহিয়া একদিকে চলিলেন, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, যে দেশে নরেন্দ্র আছে, আমি সেই দেশে যাইতেছি, কিন্তু ভাবিতেছেন না কোথায় যাইতেছেন, আর কত দূর বা যাইতে হইবে। কেবল নরেন্দ্রকে স্মরণ করিয়া এক দিকে চলিয়াছেন। পথের কষ্ট, বাধা, বিঘ্ন

প্রভৃতি এক চিন্তা-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে! যে বুক-ভরা আশা লইয়া ছুটিয়াছেন, জগতে কি এমন প্রতিবন্ধক আছে যে এক ভ্রূক্ষেপে তাহা অতিক্রম হওয়া না যায়?

সরোজিনীর গৃহত্যাগের পর বিধু, হরির সহিত সরোজিনীর উদ্দেশে, হরির বাটীতে আসিয়া দেখিল, সরোজিনী নাই! অক্ষয় বাবু সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া সরোজিনীর কোন তত্ত্ব না পাইয়া, বধূর আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং শম্ভুনাথের সহিত জনমের মত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার হরির বিবাহ দিলেন!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী এক্ষণে উন্মাদিনী-বেশ সাজিয়া, গভীর রজনীতে গৃহের বাহির হইলেন। যৌবনের অসীম প্রভাব, শরীর মন এবং প্রাণকে উৎসাহিত করিয়া, কি এক ভীষণ মূর্ত্তিতে দিগন্ত প্রসারিত স্তূপাকার অন্ধকার ভেদ করিয়া, নরেন্দ্রের উদ্দেশে চলিয়াছেন। ভয় নাই, ভয় নাই, অবাধে চলিয়াছেন।

সরোজিনী যাইতে যাইতে দূরে একটি অগ্নিকুণ্ড এবং অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে একজন লোক দেখিতে পাইলেন, সরোজিনী সেই দিকে আশ্বস্তহৃদয়ে চাহিয়া রহিলেন; দেখিলেন অগ্নি একবার নির্ব্বাণ হইতেছে, আবার ক্ষণপরে পুনরুদ্দীপিত হইতেছে। সরোজিনী সেই অগ্নি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। নবযৌবনের উত্তম নিবৃত্ত হইবার নহে।

সরোজিনী তাঁহার বয়সে কখনও এত অধিকদূর আইসেন নাই। এস্থান শ্মশান। কয়েক বিঘা জমী কেবলই জঙ্গলময়—কিন্তু এ জঙ্গল সুন্দরবনের অন্তর্গত নহে—সুন্দরবন ইহার আরও পূর্ব্বে এবং বঙ্গোপসাগর ইহার আরও দক্ষিণে। শ্মশান ক্ষেত্রে যাইতে হইলে

দ্বাদশস্তম্ভ গ্রামভেদী ইষ্টকময় পাকা রাস্তা দিয়া কতকদূর যাইতে পারা যায়, তারপর আর রাস্তা নাই। কয়েক বিঘা জমী জঙ্গলময়, সেই জঙ্গলের পার্শ্ব দিয়া, পুরাকালে গঙ্গা প্রবাহিত হইত। এক্ষণে তাহার কিছুই নাই—মধ্যে মধ্যে বড় বড় দীঘি এবং পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; সেই দীঘি এবং পুষ্করিণী সমূহের ঠিক মধ্যস্থানে একস্থানে একখানি কুটীর আছে। সরোজিনী দূর হইতে এতক্ষণ যে আলোক দেখিতেছিলেন, সে আলোক এই কুটীরের পুরো ভাগ হইতে উত্থিত হইতেছিল।

সরোজিনী যখন ক্রমস সেই কুটীরেব নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন দিব্য পরিষ্কার ভাবেই দেখিতে পাইল যে এই আলোকটি কিসের আলোক। এই আলোকটি ঐ কুটিরের সম্মুখেনিপতিত বৃহৎ জলন্ত এক কাষ্ঠের কুঁদো হইতে উঠিতেছিল। যে লোকটিকে সরো-জিনী এতক্ষণ ঐ আলোকের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে, দেখিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে নিকটবর্ত্তি হইয়া দেখিল যে, ঐ লোকটি দিব্যকায়বিশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী। তাহার একবার ইচ্ছা হইল যে সেই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করত কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু দেখিল, সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ—তাহার চক্ষু নিমিলিত আর সুতরাং অধিক কিছু জিজ্ঞাসিতে সাহসীত হইল না কেবল নীরবে অবাক হইয়া, কতক্ষণে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইবে তাহাই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

যেমন তেমন করিয়া অদ্ধ ঘণ্টা কাল যে তাহাকে তথায় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এই অৰ্দ্ধ ঘণ্টার পর সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে তবে সে তাঁহার চরণে শির নতকরিয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী ঈঙ্গিতে তাহাকে অপেক্ষা করিতে কহিল, অন্য কোন কথাই তখন হইল না। সরোজিনী অপেক্ষা করিয়া রহিল, তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥
দিব্যশঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবং।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণং॥
ধরণীগর্ভ সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥
প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতং।
দেবতানামৃষিণাঞ্চ গুরুং কণকসন্নিভং।
বন্দ্যাভূতং ত্রিলোকেশং ত্বং নমামি বৃহস্পতিং॥
হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥
নীলাঞ্জনচয় প্রাক্তং রবিসুতং মহাগ্রহং।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দেভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥
অদ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমদ্দনং।
সিংহীকাবা সুতং রৌদ্রং ত্বং রাহু প্রণমাম্যহং॥
পলাশধুমসঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমদ্দকং।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং সুরং ত্বং কেতুং প্রণমাম্যহং

স্তব পাঠান্তে সরোজিনীরে বসিতে কহিলেন। তাঁর দেহে ভস্ম বিলেপন, গৈরিক বস্ত্র পরিহিত, মস্তকে সুদীর্ঘ জটা বিকীর্ণ আবক্ষ-লম্বিত ঘন শ্বেত শ্মশ্রুপুঞ্জে মুখমণ্ডল আবৃত গলদেশে লম্বিত রুদ্রাক্ষ মালা, বাহু, ললাট, বক্ষঃস্থল এবং গলদেশ চন্দন চর্চ্চিত, স্কন্ধে দণ্ড এবং নিকটে কমণ্ডলু। ইহাকে দেখিলে শুদ্ধচিত্ত, শান্তপ্রিয়, সর্ব্বতত্ত্ব-বিদ মহাপণ্ডিত বলিয়া মনে হয়—যুগপৎ ভক্তিরস উদ্রিক্ত হয়। সরোজিনী ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

আহা! এ সময়ের এ দৃশ্য কে বর্ণনা করিতে পারে? সবো-জিনী একাকিনী গভীব রজনীতে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, এক অশীতিপর প্রাচীন যোগপরায়ণ শ্মশানবাসী যোগীর চরণতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার অপরিসীম রূপযৌবনভরা বিশাল কান্তিপূর্ণ কমনীয় কলেবর শ্মশানের চিতাভস্মের উপর বিলুণ্ঠিত হইতেছে; আলুলায়িত রুক্ষ কেশপাশ যোগী-চরণে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এ দৃশ্য দেখিলে কোন্ অহং জ্ঞান গর্ব্বিত দাম্ভিকেরও হৃদয় ক্ষণকালের জন্য চমকিয়া চমকিয়া না দাঁড়ায়? এই যে উন্মত যৌবনের উদ্যম,—অহরহঃ দুর্দ্দান্ত শত্রুকুলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত; এই যে দুর্ব্বার অন্তরভেদী মহান্ আকর্ষণীয় শক্তি দিক্‌শূন্য অনন্ত পার্থক্য হইতে প্রণয়িযুগলে একত্র করিবার জন্য, দিবারাত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত; ইহার নিবৃত্তি না হইলে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

ধন্য প্রেম তোমার। কুহকে পড়িয়া, মানুষের কি না দুরবস্থা হয়, তোমার জালে যিনি পড়িয়াছেন তিনি আত্মহারা হইয়াছেন আবার যিনি বিচ্ছেদে পড়িয়াছেন, তিনি কি না করিতে সক্ষম? তাঁহাব নিকট তরবারির তীক্ষ্ণতা অনুভূত হয় না, লোকের অপবাদ গঞ্জনা ভ্রুক্ষেপ হয় না, সমুদ্রেব গভীরতা, শ্মশানের গাম্ভীর্য্য, অনলের ভীষণতা এবং যমেব করালগ্রাস,—কিছুই গ্রাহ্য হয় না। উন্মত্ত প্রণয়ী বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া, আগুনে ঝম্প প্রদান করিতে সততই উদ্যোগী। পবিত্র ভাবে যথার্থ্য প্রণয়ে উন্মত্ত হইলে কিছুরই জ্ঞান থাকে না। তখন প্রাণ এমন জীবন্ত উদাসভাব ধারণ করে, যে সে উদ্যম কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। মনে হয় সমুদ্র উদ্বেলিত হইলে তাহার জলরাশি ভূ-পৃষ্ঠ ছাপাইয়া যায়; কিন্তু এ হৃদয়-সিন্ধু প্রেমনীরে উদ্বেলিত হইলে, আর রক্ষা নাই। আবার সেই সময় যদি বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে প্রণয়ির যে কি, ভয়ঙ্কর শোচ-

নীয় দশা উপস্থিত হয়, তাহা লেখনী এবং বর্ণনার অতীত। সে মহা উচ্ছ্বাসের সম্মুখে সকলেই পরাভব স্বীকার করে। লোকের অত্যাচার, প্রলোভন নিমেষের মধ্যে পরাজয় করে সে মহাস্রোতের সম্মুখে বিধাতার সৃজন ভাঙ্গিয়া যায় পিতা, পিতা নয়—মাতা, মাতা নয়—ভাই, ভাই নয়—আত্মীয় আত্মীয় নয়,—বান্ধব, বান্ধব নয়, কেহই আত্মীয় নহে দূর হইয়া যায়। উন্মত্ত প্রেমিকের হৃদয়ে প্রলোভন নাই, সান্ত্বনা নাই, প্রবোধবাণী নাই—কিছুই নাই পিতৃ মাতৃ আদেশ জোয়ারের জলে ভাসিয়া যাইবে—অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তলদেশে যাবৎ বন্ধুশ্রীতে তিষ্ঠিবে, কিন্তু প্রণয়ের অনিবার্য্য স্রোত এ কথা শুনিতে চায় না, কে তাহাকে সে কথা শুনাইবে? ধন্য প্রেম! তোমার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ।

সরোজিনী যোগী চরণামৃত গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। সরোজিনী তাঁহাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া ভক্তি গদগদ ভাবে কহিলেন, পিতঃ! আপনার কন্যা এখানে উপস্থিত।

যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—একটি স্বর্গীয় অপ্সরা সম্মুখে আবির্ভাব।

যোগী, তাঁহার কাতরতাপূর্ণ স্নেহ-সিক্ত অমৃতময় পিতৃশব্দ শ্রবণে পরিপ্লুত হইয়া, মৃদুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎসে! এ গভীর রজনীতে এতাদৃশ ভয়াবহ শ্মশানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ? তুমি কি পিতৃ, মাতৃ, স্বামী, পুত্র, আত্মীয় বিয়োজিতা? তুমি কি সাধুতাহীন, দয়াহীন, দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর স্বামীর অত্যাচারে বিদলিতা?"

যোগীর শান্ত হৃদয়, উদার প্রকৃতি ও প্রণয়গাম্ভীর্য্য উচ্ছ্বাসময় সুধাসিক্ত বচন শ্রবণ করিয়া সরোজিনীর বুদ্ধিভ্রংশ হইল। ভাবিলেন—ইনি দেব, যক্ষ না কিন্নর! অবাক্!

সরোজিনীর এই প্রকার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া তিনি বোধ-

কষায়িত লোচনে, গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুষ্টে কি অভিপ্রায় ?

সরোজিনী আরও ভাবিলেন হয় ত ইনি দেবতা আর না হয় কোন মংস্যাকারী পিশাচ, মনে মনে করিলেন বিধাতা আজই আমাকে সুদিন দিলেন। হয় স্বর্গ, আর না হয় নরক। যদি দেবতা হন তাহা হইলে স্বর্গ, আর যদি পিশাচ হন তাহা হইলে নরক। যাহা হউক আজিই আমার যন্ত্রণার শেষ দিন। কিন্তু—"নরেন্দ্র।"

সরোজিনীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত নরেন্দ্র নাম উচ্চারিত হইল। যোগী তখন কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবতী! তুমি কি প্রেম-ভিখারিণী ?

সরোজিনী সজল নয়নে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন। সন্তান পিতার নিকট কি বলিবে ?

যোগী। কি উদ্দেশ্যে এখানে ?

সরো। আমি মরিব !

যোগী। সে কি ?

সরো। (সজল নেত্রে) আমি মরিব।

যোগী। প্রণয়ে উৎসাহিত হইয়া মরিবে কেন ? ছিঃ ছিঃ ও বাসনা পরিত্যাগ কর।

সরো। পিতঃ ! আর আমি জ্বলিতে পারি না, কি করিলে যন্ত্রণার অবসান হয়, ত্বরায় আজ্ঞাবিধান করুন।

যোগী। সে কি ? তোমার অন্তর এখন সংসার কামনাতে পূর্ণ ; এত অল্প বয়সে এ বাসনা কেন ? মৃত্যু সাধ ! ছিঃ ছিঃ পরিত্যাগ কর।

সরোজিনী, প্রেম ভিখারিণী—প্রণয়-মদে উন্মত্তা। ভিখারিণী আজ দেব সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তাই ভাবিতেছেন, আজই আমার

মুক্তির শেষ দিন। আবার ভাবিতেছেন, যদি ইহা দ্বারা কোন উপায়োদ্ভাবন না হয়, তাহা হইলে,—হয় জ্বলন্ত চিতানলে, মা, হয় এই গঙ্গা-বক্ষে প্রাণত্যাগ করিব। ভিখারিণী কহিলেন পিতঃ! আমার এ যন্ত্রণার অবসান হইবে না? এই বলিয়া ভিখারিণী যোগী-চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র, নরেন্দ্র, (চীৎকার) নরেন্দ্র কই?

যোগী, তাঁহার জীবন্ত কাতরতা দেখিয়া, ধূলিরাশির মধ্যে। নিম্নদেশে একবার স্বীয় হস্ত রক্ষা করিয়া সেই হস্ত আবার তথা হইতে তুলিয়া লইলেন। পরে সেই হস্ততালুর উপরিভাগে দৃষ্টি করত সরোজিনীকে জিজ্ঞাসিলেন কে তুমি?

সরোজিনী স্বীয়বৃত্তান্ত একে একে সমস্ত কহিয়া গেল।

সন্ন্যাসী শুনিয়া ক্ষণকাল যাবৎ চিন্তিত।

সরোজিনী মনে মনে বলিতে লাগিল—

হৃদয়ের হৃদয় ভাবিয়া অনুক্ষণ।
যতনে হৃদয়ে স্থান দিছি যে রতন॥
হৃদয় গগনে যেই পূর্ণ শশধর।
অথবা এ চিদাকাশে প্রেমজলধর॥
সংসার সাগর মাঝে ধ্রুবতারা জ্যোতি।
যে বিনে সংসারে আর নাহি কোন গতি॥
কোথায় সে লুকাইল কোন অন্ধকারে।
হইয়ে নিদয় এত কাঁদাতে আমারে॥
আমি যে তাহার আশাপথ চেয়ে সদা।
জাগে যে অন্তরে সদা সেই প্রেমক্ষুধা॥
কে জানে পাব কি আর না পাব তাহায়।
আছে কি না আছে তার মন মোরে হায়॥

এই যে দিবস নিশি ভাসি আঁখিজলে।
না দেখিতে পেয়ে তার সে মুখ কমলে॥
সেকি তা জানিছে হায় ক্ষণেকের তরে।
এ মোর সংবাদ কেবা দিতেছে তাহারে॥
হয়ত ভুলিযে সব গিয়েছে এখন।
সে কি হতভাগ্য হেন আমার মতন॥
জ্বলন্তদীপের শিক্ষা ভাবি ভাল অতি।
কবে যে পতঙ্গ সেই দীপ প্রতি গতি॥
ভালবাসে পতঙ্গ বটে সে দীপশিখা।
করে কি সে দীপ কিন্তু সে পতঙ্গে রক্ষা।
পুড়াইয়ে মারে তারে প্রণয় শিখায।
পীরিতের রীতি এই জগতে শিখায॥
দুনিয়ায় ভালবাসা বুঝি সে এমনি।
বুঝি এইরূপ সকলেরি গুণমণি॥
মুখেতেই ভালবাসা নহে আন্তরিক।
হায়রে জীবন নারীকুলেতেই ধিক॥
কোথায নরেন্দ্র তুমি কোথা এবে হায়।
একবার দেখ আসি দুখিনী জায়ায়॥

বলিতে বলিতে সরোজিনীব পদ্মপলাশ লাঞ্ছিত সেই আকর্ণ বিস্তৃত অক্ষিদ্বয় অশ্রু ভারে এককালেই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল আর সে না কাঁদিয়া কিছুতেই যেন স্থির হইতে পারিলনা। অশ্রু তাহাব মুখ ও বুক প্লাবিত করত অবশেষে পদতল সিক্ত করিতে অগ্রসব কাঁদ অভাগিনী। এক্ষণে নাকাঁদিয়াইবা তুমি আর করিবে কি, পাঠক প্রেমেব কি অদ্ভুত লীলা—কি গতি দেখুন।

সন্ন্যাসী এই সময় একবার বলিলেন স্থির হও কাঁদিওনা সুখ ও

দুঃখ এই উভবই জীবকে কর্মসূত্রে পাইতে হয়। কি তা বলিয়া সেই সুখে দুঃখে জ্ঞান ব্যক্তিকে অভিভূত হইতে নাই।

সরোজিনী কি বুঝিব, কেজানে, সে এই কথায় বলিয়া উঠিল,—গুরুবল আমার জীবনের সর্ব্বস্ব হইন। আমি নিশ্চয়ই নরেন্দ্রকে পাইব।

যোগী। কেন এ দুর্ম্মতি, মা গৃহে ফিরিয়া যাও।

ভিখা। গুরুদেব। আমার জন্য যিনি বনবাসী, তাঁহার জন্য আমার কর্ত্তব্য কি?

ভিখারিণী পিতার চরণ জড়াইয়া ধরিয়া, মিনতি করিয়া কহিলেন—আজ আমি পবিত্র হইলাম, আবার কবে আপনার চরণামৃত পান করিব, ঐ শ্রীচরণে ধরিয়া কাঁদিতে পাইব? ভিখারিণী সজলনেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে কেমন এক ভাবে যোগীবরের প্রশান্ত মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

যোগী। একান্তই যাইবে?

ভিখারিণী সেই ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন

যোগী। কোথায় যাইবে মা, বল না?

ভিখা। যে দেশে নরেন্দ্র আছে।

যোগী। নরেন্দ্র কোথায় আছে, তা কিছু সন্ধান পাইয়াছ?

ভিখা। না পিতঃ।

যোগী। তবে কোথায় যাইবে? গৃহে ফিরিয়া যাও,—আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সফলমনোরথ হইবে।

ভিখা। একবার তাঁহার সন্ধান না করিয়া গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না।

যোগীবর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া হঠাৎ কহিলেন—"চুপ", কথা কহিও না। এই বলিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হইল। ভিখারিণীকে কহিলেন—"যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ তদনুযায়ী কার্য্য কর।" যোগীবর ভিখারিণীর "অদৃষ্ট" জ্ঞাত হইলেন।

ভিখারিণী কহিলেন--গুরুদেব। আবার কবে আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইব?

যোগী। আর দিন নাই—শীঘ্র বনে যাই। কিন্তু তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে।

ভিখারিণী বিদায় লইয়া প্রত্যূষে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রর গৃহ পরিত্যাগের পর হইতে প্রায় বৎসরাতীত হইল, তথাপি তাঁহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কালীকুমারের কর্ণে ক্রমে ক্রমে সমুদায় বিবরণ পৌঁছিবামাত্র তিনি যথাসাধ্য উপায় দেখিয়াছিলেন—কিন্তু কালীকুমারের বার্দ্ধক্য অবস্থার নিমিত্ত তাহা সাধ্যাতীত হইয়া ছিল। তথাপি পুত্রের উদ্দেশে নানা স্থানে লোক পাঠাইয়াও নরেন্দ্রর সন্ধান করিতে পারেন নাই। কালীকুমার পুত্র বিচ্ছেদে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে লাগিলেন—পরিশেষে সেই বিচ্ছেদ জনিত শোক প্রবল হওয়ায় তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থার বড়ই অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্র জানিলেন না—কালীকুমার স্বর্গবাসী হইলেন।

নরেন্দ্র যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কেবলই সরোজিনীর জন্য দিবারাত্র কাঁদিতেছেন, সে স্থান—সুন্দরবন। ব্যাঘ্র ভল্লুক পূর্ণ ভয়সঙ্কুল নিবিড় জঙ্গল মধ্যে নরেন্দ্র সরোজিনীর জন্য রাত্রি দিন কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র ডাক্ ছাড়িয়া উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিতেছেন—হা সরোজিনী! এই তোমার ভালবাসা! এই তোমার আত্মসমর্পণ!

এইরূপে বিলাপ করিতেছেন এমন সময় সেই স্থানে দেবেন্দ্র নাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্র তাহা দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া নানাপ্রকার প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। অতঃপর কথঞ্চিত শান্ত হইলে নরেন্দ্র কহিলেন—কে ও দেবেন্দ্র, এসো ভাই ভিক্ষুকের কুটিরে ব'সো, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কে আমার প্রাণাধিক সরোকে কাড়িয়া লইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। বাক্যনিঃসরণশক্তি বিলুপ্ত হইল। অনেকক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন—নরেন্দ্র, এ গভীর কাননে কি নিমিত্ত আসিয়াছ? হাত ধরিয়া কহিলেন,—নরেন্দ্র বাটীতে চলো—আমি সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

নরেন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—প্রাণের ভাই আমার—সরোকে তুমি কোথায় পাইবে? সে প্রাণের প্রতিমারে বহুদিবস জলাঞ্জলি দিয়াছি।

দেবেন্দ্রনাথ নানা কথায় নরেন্দ্রকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র কহিলেন সামান্য ভালবাসায় বিমুগ্ধ হইয়া দেশের উপর কিরূপ অত্যাচার করিতেছ—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। চারিদিকে দুর্ভিক্ষের নিদারুণ অনল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে—কিরূপে তাহা শমিত হইবে? আজ যদি আমি মরিয়া যাই জানিনা তাহা হইলে তুমি কি করিবে? বাস্তবিক ভাই নরেন্দ্র আর আমি থাকিতে পারিনা—আমি মৃতবৎ হইয়াছি। ভাই নরেন্দ্র তুমি আমার প্রাণাধিক, ভাই তুমি আমার কথায় কর্ণপাত কর,—আমি সাধ মিটাইয়া একবার গরীবের দুঃখের কথা বলি। যদি মরিয়া যাই—বিশ্বাস আছে—তুমিই আমার স্থান অধিকার করিবে। এই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ দুঃখী প্রজাবর্গের দুর্ভিক্ষের বিবরণ—যাহা ক্রমে শতমুখী হইয়া

প্রবল বেগে আক্রমণ করিতেছে—তাহা প্রাণের সহিত নরেন্দ্রের নিকট প্রকাশ করিলেন।

নরেন্দ্র তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন—রোগ, শোক, দুঃখ শেষ মৃত্যু স্পর্শ করুক তথাপি আর আমি সরোজিনীর জন্য দুর্ব্বলতা দেখাইয়া শ্রীহরির নিকট অপরাধী হইব না।

উভয়ে তথা হইতে ডায়মণ্ডহার্ব্বারে দরিদ্র সেবায় জীবন মন, প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। নরেন্দ্র সরোজিনীকে ভুলিয়া গেলেন; শুদ্ধ সরোজিনী নহে পিতৃ বিয়োগেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

নরেন্দ্র, ইহারই নাম আত্মসমর্পণ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেশের ভিতর এক্ষণে শান্তি বিস্তার হইতেছে। নরেন্দ্র, দেবেন্দ্রের উপদেশে উৎসাহিত হইয়া প্রাণপণ যত্নে অবিশ্রান্ত সৎকার্য্যে সময়াতিপাত করেন। এক দিকে সরোজিনীর জন্য কাঁদিতে থাকেন, অপরদিকে প্রজাদিগের রোগ, শোক জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতির শুশ্রূষা করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দেবেন্দ্রনাথের শরীর বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছে, তথাপি তিনি অসুস্থ শরীরে, নরেন্দ্রের খবর পাইয়া সুন্দরবনে স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে তথাপি তিনি জ্বরকে অগ্রাহ্য করিয়া, প্রজাদিগের দুঃখে এবং স্বদেশ ও বিদেশের বালক ও যুবকদিগের অবনতিতে, যারপর নাই দুঃখিত হইয়া অবিশ্রান্ত দিনরাত্রি হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা, এই সকল অপনোদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এখন তিনি শয্যাস্থ কিন্তু একটু অবসর পাইলেই দুঃখীদিগের জন্য ইতস্ততঃ করেন।

বিধু প্রভৃতি দুর্দান্ত অপরিণামদর্শী যুবক,—যাহারা দেশের কণ্টক স্বরূপ, এবং যাহাদের প্ররোচনায় দেশের অল্পবয়স্ক যুবক সকল চিরদিনের জন্য মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়াছিল, এবং যাহাদের প্রতিহিংসার জলন্ত আগুন হু হু শব্দে প্রজ্বলিত হইতেছিল, তাহারাই এক্ষণে দেবেন্দ্রের উপদেশে সচ্চরিত্র লাভ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছে, এবং তাহারাই দরিদ্রদিগের অন্নদাতা হইল।

এখনও নরেন্দ্রর অন্তর দিবানিশি সরোজিনীর জন্য পিপাসিত। নরকুলে সেই অধম, যে আপন প্রিয়তমাকে ভুলিতে পারে। তজ্জন্য কেবলই ভাবিতেছেন, কেমন করিয়া সাক্ষাৎ করিবেন এবং কোথায় বা তাঁহার তত্ত্ব পাইবেন? কর্ণে শুনিয়াছেন, সরোজিনী তাঁহার জন্য ভিখারিণীর মত দেশ বিদেশে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্রর মনে সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ ইচ্ছা বলবতী হইলে তখন কিন্তু তিনি দুর্ভিক্ষের কথা, প্রজাবর্গের কথা, এবং যুবকদিগের কথা বিস্মৃত হইয়া যান। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রভাব বড়ই প্রশংসনীয় হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণভাণ্ডারের অর্থ ভাঙ্গিবার কথা স্মরণ হইলে যন্ত্রণা ও মন কষ্ট হয়। এজন্য তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে ক্ষণমাত্র উদাসীন হইয়া থাকিতেও কষ্ট বোধ করেন, বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের জলন্ত স্বার্থত্যাগ তাঁহার মস্তককে বিলোড়িত করিতে থাকে। স্বচক্ষে প্রজাদিগের কষ্ট অবলোকন করেন এবং তাহাতে অধীর হইয়া যান; তখন দেবেন্দ্রনাথ তাহাদিগের নিমিত্ত যে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন স্মরণ হইলে বাম হস্তে অশ্রু মুছিয়া, দক্ষিণ হস্তে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন এবং শতকণ্ঠে ও শতহৃদয়ে দেবেন্দ্রনাথকে প্রশংসা করেন। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে কখন বা নরেন্দ্রর অধীর হৃদয় একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, আবার কখন বা বীরদর্পে সিংহ-বিক্রমে লম্ফ দিয়া

কর্ত্তব্যকার্য্যে অগ্রসর হলেন। এই ভাবে নরেন্দ্র একাকী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণপণ যত্নে খাটিতেছেন।

নরেন্দ্র একদিন নিকটস্থ একটি গ্রামে যাইতেছেন, পথিমধ্যে একটী শীর্ণা, মলিনা, বিশীর্ণা যুবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেখিলেন রোগে, শোকে, অনাহারে শরীরের গঠন এবং সৌন্দর্য্যকে বিনষ্ট করিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় ভিখারিণীর শরীর অতিশয় দুর্ব্বল এবং কৃশ, অঙ্গে একপ্রস্থ কর্দ্দম পড়িয়াছে। গণ্ডস্থানের হাড় বাহির হইয়াছে, চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে। উদর, অন্নাভাবে শরীরের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে মস্তকে তৈল নাই কেশে জটা পড়িয়াছে। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হস্তে একগাছি বাড়ী। ভিখারিণী সেই বাড়ির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে দ্বাদশুল্য গ্রামে যাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। দুই পা হাটিয়া ক্লান্ত হইয়া আবার পথের ধারে বিশ্রাম করিতেছেন।

নরেন্দ্র ক্রমে ভিখারিণীর সম্মুখে পৌঁছিলেন। ভিখারিণী নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁ গা দ্বাদশুল্য গ্রাম এখান হইতে কত দূরে?

নরেন্দ্র। আর অধিক দূর নাই। সম্মুখের ঐ মাঠের পর পারে দ্বাদশুল্য গ্রাম।

ভিখা। আমি গ্রামের মধ্যে যাইব, কিন্তু কেমন করিয়া যাইব তাই ভাবিতেছি।

নরেন্দ্র। দুর্ব্বল শরীরে কেমন করিয়া যাইবে?

ভিখা কি করিব নারায়ণ আমাকে লইয়া যাইবেন।

নরেন্দ্র। রাত্রি সম্মুখে—একা কেমন করিয়া যাইবে? ভাল, আমি কি কোনও উপকার করিতে পারি?

ভিখা। ঈশ্বর তোমার মন বাঞ্ছা পূর্ণ করুন। যাইতে যাইতে

আমার অনেক রাত্রি হইবে; যদি এই বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা কর।

নরেন্দ্র, ভিখারিণীকে লইয়া যাইবার জন্য কোনও প্রকার উপায়োদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, যাহা মনে করিলেন তাহাই কার্য্যে পরিণত করিলেন। নরেন্দ্রকে কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইতেছে, সুতরাং তিনি ভিখারিণীকে বুকের উপর করিয়া দ্বাদশগুচ্ছ গ্রামে চলিলেন। পথে দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নরেন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথকে কহিলেন, তুমি এই ভিখারিণীকে লইয়া যাও, আমি হরিপুরে গ্রামের জন্য যাত্রা করিয়াছি, সম্ভবতঃ তথা হইতে অতি সত্বর ডায়মণ্ডহার্ব্বারে যাইব। পূর্ব্বে বলিয়াছি দ্বাদশগুচ্ছ গ্রামভেদী পাকা রাস্তা কতক দূর গিয়া একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে কিন্তু সেই রাস্তা অবলম্বন করিলে তথা হইতে ডায়মণ্ড হার্ব্বার যাওয়া যাইতে পারে। নরেন্দ্র পদব্রজে এই সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথাকার পল্লিবাসিদিগের যাহার যে রূপ অভাব হয়, সমস্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

দেবেন্দ্র কহিলেন, ইহাকে অদ্য শ্মশান মন্দিরে রাখিবার বন্দোবস্ত করা যাউক, তার পর উত্তমরূপে শরীর সুধরাইলে অভিলষিত স্থানে পৌঁছাইবার বন্দোবস্ত করা যাইবে।

নরেন্দ্র বিদায় হইলে পর দেবেন্দ্রনাথ ভিখারিণীকে লইয়া শ্মশানমন্দিরে রাখিয়া উপযুক্ত শয্যা, পথ্য প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং সেই রাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ভিখারিণীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়,—শয্যা হইতে আর উঠিতে পারেন না, স্পষ্ট কথা কহিতে পারেন না ইহা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ একটু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কোথায় যাইবে?

ভিখা। দ্বাদশুন্ত গ্রামে!

দেবেন্দ্র। তথায় তোমার কি প্রয়োজন?

ভিখা। সম্প্রতি এক ব্যক্তি অবণ্য হইতে এই গ্রামে আসিয়াছেন। তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন?

দেবেন্দ্রনাথ একবারে স্তব্ধ—কহিলেন, তিনি তোমার কে? তখন সেই মুমূর্ষু ভিখারিণীর গণ্ড বাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ কাষ্ঠ পুত্তলের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন—তাঁহার নাম কি?

ভিখারিণী দেবেন্দ্রর মুখপ্রতি চাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ আরও অধিকতর বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাল, তোমার নাম কি?

ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলেন, এবং তাহাতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রকে নিম্নস্থ এই মর্ম্মে একখানি চিঠি পাঠাইলেন।

প্রিয় নরেন্দ্র।

পত্রপাঠ মাত্রেই দ্বাদশুন্ত গ্রামে আসিবে। সর্ব্বাঙ্গিনীর অনুসন্ধান পাইয়াছি, সে তোমার সহিত একবার দেখা করিতে চাহে। তাহার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কল্য তুমি যাহাকে বুকে করিয়া আনিয়াছিলে সেই তোমার সরোজিনী"। তোমার আসিতে বিলম্ব হইলে, আর সাক্ষাৎ হইবার আসা থাকিবে না; কেননা অবস্থা এইরূপ— এখন, তখন। ইতি—

দেবেন্দ্রনাথ।

ভিখারিণী কয়েক দিনাবধি দেবেন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় যারপর নাই প্রীত হইয়াছেন, তজ্জন্য দেবেন্দ্রনাথকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া

এবং ইহারই যত্নে নরেন্দ্রর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, একথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়াছেন। ভিখারিণী মৃত্যুশয্যায় শায়িত বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয়তা প্রদর্শন করায়, তাঁহার পূর্ব্ব সতি জাগরিত হইল। এখন তিনি অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিলেন যে আমার ভাগ্যে নরেন্দ্রর সহিত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ঘটিবে—কেননা গুরুবাক্য লঙ্ঘন হইবার নহে। ভিখারিণী ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথের পদদ্বয় ধরিয়া বিনয় করিয়া কহিয়াছিলেন,—মহাশয় আপনারই অনুগ্রহে আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি, আপনারই অনুগ্রহে আমি আমার প্রাণের প্রাণকে দর্শন করিব। ইহাপেক্ষা আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণির উপর আর অধিক কি দয়া প্রদর্শিত হইতে পারে? আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে সকল সাধ পূর্ণ হইয়া যায় যদি মহাশয়ের নিকট আমি সরল অন্তকরণে আমার আর একটি প্রাণের কথা প্রকাশ করিতে অনুমতি পাই।

দেবেন্দ্র। বল বল এই আমাদের কার্য্য। ইহার জন্য সংসার ছাড়িয়াছি সুখ ভোগ বিলাস স্পৃহা কিছুই জানি না। ইহারই জন্য যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি ইহারই জন্য মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়াছি। প্রার্থিত বিষয় খুলিয়া বল। প্রাণ দিয়া তাহা সম্পাদন করিব।

ভিখা। আমার গুরুদেব এই শ্মশানে বাস করিতেছেন তিনি অনুমতি করিয়াছিলেন "বনে যাইবার পূর্ব্বে তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে। দেখিতেছি আমাদের মিলিবার দিন অতি সম্মুখে কেন না আপনার পত্র এবং আমার সংবাদ পাইলে তিনি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব?

দেবেন্দ্র। আচ্ছা, যেরূপে পারি সন্ধান করিয়া আনিব।

নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট ভিখারিণীর শুশ্রূষার ভারার্পণ

করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অনুসন্ধানে প্রস্থান করিলেন, নিকটস্থ ব্যক্তি কাহারা, পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

এক্ষণে নরেন্দ্র সেই পত্র পাঠ করিয়া হতবুদ্ধিবৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরক্ষণে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং পত্র সমেত ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একটু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে ক্রমাগত প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটু সুস্থির হইলে বুঝিতে পারিলেন, সরোজিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার পথে রাশি রাশি প্রতিবন্ধক। যেখানে শত শত রোগী রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; সহস্র সহস্র ব্যক্তি এক মুষ্টি অন্নের জন্য মুখ তুলিয়া নিরবে চাহিয়া রহিয়াছে; শিশু মাতৃক্রোড়ে আছাড় কাছাড় খাইতেছে; শোকগ্রস্ত ব্যক্তি শোকে বিহ্বল হইয়া চৈতন্যশূন্যবৎ রহিয়াছে; নরেন্দ্র যাইবেন এ কথা এখনি শুনিলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী চীৎকার করিয়া উঠিবে। তদ্ব্যতীত দেবেন্দ্রর ডায়মণ্ডহার্বার পরিত্যাগের পর হইতে তথায় ভয়ানক কষ্ট আরও শতমুখী হইয়া দেখা দিয়াছে। দেবেন্দ্রর শরীর অসুস্থ হওয়ায়, তাঁহার বন্দোবস্তে তথাকার নিবাসীরা পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই; তজ্জন্য আজ কয়েক দিন নরেন্দ্রর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া শত শত কৃষক ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। নরেন্দ্র এক্ষণে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

নরেন্দ্র তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়াছেন; যে দেশে গিয়াছেন সে দেশেত কত রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন—ঔষধ পথ্য প্রদান করিতেছেন। শত শত মুমূর্ষু ব্যক্তির শুশ্রূষায় নরেন্দ্র দিবা রাত্র ব্যয় করিতেছেন। রজনীতে নিদ্রা নাই, দিবসেও স্বস্তি নাই! উদরে দুইবেলার মধ্যে সুখে দুটি অন্ন যায় না। কেবলই পরের জন্য খাটিতেছেন। দুর্দ্দশাপন্ন লোকের দুর্দ্দশা অপহৃত করিবার

জন্য কেবলই অন্তর কাঁদিতেছে, কখন রোগীকে বক্ষে লইয়া কাঁদিতেছেন, কখন শোকগ্রস্ত ব্যক্তির কাতরোক্তিতে অশ্রুপাত করিতেছেন। নরেন্দ্র যে ভালবাসা লইয়া কেবল সরোজিনীর জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সেই ভালবাসা এক্ষণে সমুদয় দেশের উপব নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। নরেন্দ্র, দেবেন্দ্রর পত্র পাইয়া ভাবিলেন কিরূপে এ দুর্দ্দশা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ইহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই? অথবা, জন্মশোধ একবার মাত্র সাক্ষাৎ করিয়া, তারপর এ জীবন চিরদিনের জন্য দরিদ্রের সেবায় নিযুক্ত করিব। কি, এথনি যাইলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী চীৎকার করিয়া উঠিবে। বস্তুতঃ নরেন্দ্র যাহাদিগের সেবা শুশ্রূষা কবিবার জন্য প্রাণের আসা ভরসা ত্যাগ কবিয়াছেন, তাহাদের সে জীবন্ত কাতরোক্তি দর্শন করিলে, নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েরও হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়। নরেন্দ্র ত ধর্ম্মভীরু হৃদয়বান পুরুষ। সে যে কি জীবন্ত চিত্র স্বচক্ষে দর্শণ করিলে উপলব্ধি হয় না। অন্নাভাবে মানুষ পাগলের ন্যায় উন্মত্ত, ঔষধাভাবে বোগী মৃত্যু শয্যায় শায়িত, মাতৃহীন শিশু খাদ্যাভাবে অস্থির, দুগ্ধাভাবে সদ্যজাত শিশু-কণ্ঠ নিরব। শ্রীহরি কি এ সকলেব জন্য কিছুই স্থিরীকৃত করেন নাই? জন্মিবার পূর্ব্বে যিনি মাতৃ স্তনে অমৃত পূর্ণ করিয়া রাখেন; তিনি কি এই লক্ষ লক্ষ প্রাণির প্রতি উদাস ভাবে আছেন? কখন না, কখন না। ঐ লক্ষ লক্ষ প্রাণির বাপ মা দেবেন্দ্র এবং নরেন্দ্র।

নরেন্দ্র এই সকল দুঃখী দেশে গমন করিয়া, তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিতেছেন। নিজের অতুল বিষয় সম্পত্তি পরের সেবায় নিয়োজিত হইতেছে। ভ্রাতা হেমন্তর কথা তাঁহার প্রায় স্মরণ থাকে না। জননী পাগলিনীর মত অস্থিরা। নরেন্দ্রকে পাইলে তাঁহার সকল শোক বিদূরিত হয়। কিন্তু তিনি সকল বিষয়ে উদাসীন

হইয়া দিবারাত্র খাটিতেছেন, সমস্ত বুকের বলে পরকে সান্ত্বনা করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। এক মুহূর্ত্ত সময় বিশ্রাম নাই, কেবল পরের চিন্তায় অস্থির। কি উপায়ে দেশের কল্যাণ সাধন হইবে, কিসে মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দ কালাতিবাহিত করিবে, এই চিন্তায় মস্তক ঘুরিতে থাকে। স্বদেশের স্কুল এবং মিটি প্রভৃতি সমদয়ই তাঁহার উপর নির্ভর। নরেন্দ্র কি এক অপরাজিত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, সমস্ত দেশের কল্যাণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন, মানব একবার ভাবিয়া দেখুন!

নরেন্দ্র পুনঃ পুনঃ দেবেন্দ্রর পত্র পাঠ করিতেছেন। এক একবার ইচ্ছা হইতেছে, এ জন্মের মত সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। আর সে সরোজিনীকে দেখিতে পাইব না। কল্য যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। কি করি,—জনমের মত তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব না? আহা সে যে আমার মুখ চাহিয়া জীবিত রহিয়াছে। আহা আমারই জন্য সে ভিখারিণীর বেশ ধারণ করিয়া কোন অজানিত দেশে গিয়াছিল। আমারই জন্য তাহার সোনার শরীর, দেখিলাম মাটী হইয়া গিয়াছে। সেই তপ্তকাঞ্চনরূপ কোথায় মিশাইয়া গেল। সেই মুখখানি,—আহা হা, কত হাজার হৃদয় থাকিলে বলিতে পারিতাম, কেমন সেই মুখখানি। সে মুখে যে আর সে সৌন্দর্য্য নাই, ওহে সে সৌন্দর্য্য কোথায় গেল রে?

সেই চিত্তাকর্ষণকারী চক্ষু, আহা সেই চক্ষের চাহনি, সেই গোলাপের ন্যায় গণ্ডস্থল, সেই অবর্ণনীয় মুখ, সহস্র সূর্য্য যে মুখ কান্তিকে প্রকাশ করিতে পারে না, আহা সেই মুখখানি কি হইয়া গিয়াছে, সেই মুখের স্নেহসিক্ত অমৃতময়বাক্য, আহা—আমরি মরি, সব মাটী হইয়া গেল! আমার জন্য সে বালিকার কি দুর্দ্দশা হইল?

বালিকা নির্দ্দোষী বালিকা! আমার জন্য তোমার কি দুর্দ্দশা হইল! তুমি মরিতে চলিলে? কি রূপে এই কথা শুনিয়া আমি জীবিত থাকিব? সরোজিনী, তুমি মরিবে? আমার জন্য মরিবে? ওঃ কি হ'লো! সত্য করিয়া বলিতেছি যে ঐ সঙ্গে আমারও মৃত্যু-শয্যা প্রয়োজন। আজ আমি মরিব, হয় জ্বলন্ত অনলে, না হয় প্রশান্ত সমুদ্রে। কে আজ আমায় সান্ত্বনা করিতে পাবে? এই চলিলাম—মরিতে চলিলাম। এতক্ষণে সরো মরিয়া গিয়াছে। ওগো জগ-দ্বাসী। তোমরা শুনেছ, আমি আমাব সরোজিনীকে হত্যা করিয়াছি। সেই জ্বলন্ত প্রেমের আকর, শ্মশানের চিতার উপব হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। উঃ সরোজিনী জ্বলিতেছে--পুড়িতেছে—ভস্ম হইতেছে ওঃ এ যাতনা সহ্য হয় না। কেমন করিয়া সহ্য করিব? আমি মরিব—মরিব—আব সহ্য করিতে পারি না। সরো মরিয়াছে। দেখ আমি কি হইয়াছি,—আমায় মা'র—কা'ট যাহা করিতে হয় করো--আর আমি বাঁচিতে পাবি না। ও কি সর্ব্বনাশ হলো সরোজিনী মরিল! আমায় মারিয়া ফে'ল, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। ওঃ—আমি কি করিতেছি? কর্ত্তব্য ভুলিয়া আমি কি করিতেছি? আমার হৃদয় এতই দুর্ব্বল! সরোজিনীব জন্য জীবন নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি? প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বিচ্ছেদে হৃদয় কাটিয়া গেলেও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইব না।

নরেন্দ্র এক্ষণে উন্মত্ত,—কাদিতে কাঁদিতে ভগ্ন হৃদয়ে কর্ত্তব্য পালন করিতে চলিলেন। কাদিতে কাঁদিতে রোগীর মুখে ঔষধ প্রদান করিতেছেন। অশ্রু-প্রবাহ আজ নরেন্দ্রের সকল কার্য্যে দৃষ্ট হইতেছে উৎসাহে অশ্রু, কার্য্যে অশ্রু, শিক্ষায় অশ্রু—সকল কার্য্যে অশ্রু দিয়া সম্পাদিত হইতেছে।

সরোজিনীর অতি মুমূর্ষু অবস্থা। অতি কষ্টে শয্যা হইতে উত্থিত

হইয়া উপবেশন করিলেন। শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতেছে,—সামান্য চেষ্টায় উত্থান করিতে সর্ব্বাঙ্গ ক্লিষ্ট হইল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া কতক্ষণ থাকিবে? অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ অবশ হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎকাল শয্যার উপর অচৈতন্যের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। নিকটে কেহই নাই—কে দেখিবে—শুশ্রূষা করিবে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে গিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ শ্মশানের নিকটবর্ত্তী সমস্ত অরণ্য অনুসন্ধান করিয়া শেষ চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত পথে মতিবাবুর সাক্ষাৎ হয় মতিবাবু নরেন্দ্রের প্রেরিত।

মতিবাবু শ্মশান মন্দিরে পৌঁছিয়া যাহাকে দেখিতে পাইলেন তাহাকে সরোজিনী বলিয়া বুঝিলেন। অপরকে সরোজিনী বলিয়া চিনিবার কাহারও সাধ্য নাই। যাহা হউক তাঁহারই সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। মতিবাবু নরেন্দ্রের প্রেরিত সুতরাং কিছু উদ্দেশ্য আছে। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মতিবাবু পথের কষ্ট অনুভব করিবার অবসর পান নাই বুঝি তাহা সংসাধন না হয়। একবার চক্ষু নিমীলিত হইলে, আর তাহা উন্মীলিত হয় না। ক্ষীণ হস্ত দেহে প্রসারিত হইয়া একই স্থানে থাকিতেছে। কখন ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস। কখন নিরব, কখন মুখ-বিকৃত অবস্থা। মনের অবস্থা কি হইয়াছে, আমি কি তোমাদের সম্মুখে তাহা বলিতে পারিব? যে মুখশ্রী পূর্ণ যৌবনে কুসুম-সৌন্দর্য্যের ন্যায় শোভা পাইত, সেই মুখশ্রী কি হইয়াছে কেমন করিয়া বলিব? ঘোর তমসাচ্ছন্ন গভীর রজনীতে সুনীল আকাশে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট জ্বলন্ত নক্ষত্রের ন্যায় যে চক্ষু দুটি, আহা! সে চক্ষু কোথায় গিয়াছে? [illegible]—কি

বলিব? ফুটন্ত গোলাপের উপর যে মুখের সৌন্দর্য্য নাচিয়া নাচিয়া, উড়িয়া উড়িয়া, খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইত, সে সৌন্দর্য্য আজ কোথায় গিয়াছে? কোথায় গিয়াছে,—জগদ্বাসী, বল দেখি সে সৌন্দর্য্য কোথায় গিয়াছে।

প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া যাঁহারা সরোজিনীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে সৌন্দর্য্যের ডালি বিসর্জ্জন দিতে পারেন, যাঁহারা প্রিয়তমের জন্য সর্ব্বস্ব ভুলিয়া শ্মশানের উপর শায়িত হইতে পারেন,—তাঁহারা জানেন অতুল রূপযৌবনপূর্ণ সৌন্দর্য্য, ক্রন্দনের মধ্যে কোথায় ডুবাইয়া যায়।

মতিবাবু তাহার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। কল্পনা সুসিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। তিনি সরোজিনীর নিকট বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কে শুনিবে? নরেন্দ্রর যে মনস্কামনা সাধনার্থ মতিবাবু প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি তাহার কিছুই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না, উত্তরোত্তর হতাশ হইয়াছেন। সরোজিনীর ক্রমশঃ দারুণ অবস্থা দেখিয়া, নরেন্দ্রর কথামত "শ্বাস' থাকিতে মতিবাবু অগত্যা নরেন্দ্রর নিকট যাত্রা করিলেন।

শ্মশানমন্দিরবাসী অন্যান্য লোকেরা, যাহারা দেবতার নিকট হত্যা দিয়া পড়িয়া আছেন, তাঁহাদিগকে যাঁহারা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা রোগীর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যারপর নাই ভীত এবং দুঃখিত হইলেন। কেন না তাঁহারা দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সরোজিনীর তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন রোগীর অন্তিমকাল সন্নিকট দেখিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন।

মন্দিরবাসি দুইচারিজন পুরুষ চিন্তা করিতে লাগিলেন কিরূপে

ইহার গঙ্গা প্রাপ্তি হইবে আহা ইহার কেহই নাই। যাঁহারা ইহাকে আনিয়াছিলেন তাঁহারা নিকটে থাকিলে ইহার এত কষ্ট হইত না। যাহা হউক যাহাতে ইহার গঙ্গা প্রাপ্তি হয় সে বিষয়ে আমরা তাচ্ছিল্য করিয়া, মা গঙ্গাদেবীর নিকট কেন অপরাধী হইব? যাহাতে ইহার গঙ্গা প্রাপ্তি এবং সুচারুরূপে সৎকারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাতে আমরা বিন্দুমাত্র তাচ্ছিল্য করিব না। খরচ পত্রাদি সেই বাবুটীর নিকট হইতে ধরিয়া লইব। একটু পরিশ্রম করিলে যদ্যপি ইহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয় তবে কেন বিলম্ব করি ভাইসকল, তোমরা প্রস্তুত হও, ইহাকে যষ্ঠীবাড়ীতে লইয়া যাইতে হইবে শ্মশানের নাম যষ্ঠীবাড়ী।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

একটি ফুল ফুটিলে বন আলোকিত হইয়া যায়,—সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করে। যে দেশে দেবেন্দ্রর ন্যায় ধার্ম্মিক যুবক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবলই নিঃস্বার্থ পরোপকার এই মহা ব্রত গ্রহণ করিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে দুর্দ্দান্ত ও অশিক্ষিত যুবকদিগের কানে কানে, স্কুল, সভাতে মন্দিরে, প্রকাশ্যে, বাহিরে, সর্ব্বত্রে এই মন্ত্র বিঘোষিত করিতেছেন; অসময়ে হাজার হাজার কৃষক মণ্ডলির জীবনদান করিতেছেন এবং সর্ব্বোপরি দেশীয় যুবকদিগের মধ্যে যাহাদের চরিত্র সংশোধিত না হইলে এতদিন দেশের মধ্যে বিন্দুমাত্রও শান্তি প্রচারিত হইত না, বরং তৎপরিবর্ত্তে কি ভয়ানক বীভৎস অত্যাচার সকল সম্পাদিত হইত তাহা ভাবিতেও এখন শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে; এই সকল লোকের জন্য খাটিতেছেন। সেই বিধু এবং তাহার সঙ্গীগণ কোন্ অত্যাচার, কোন্ কুৎসিত

ব্যবহারে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইত, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের সাধুতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রত্যেক হৃদয়বানের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে।

এখন সে আড্ডা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে দলাদলি, আড়া, আড়ি মনান্তর প্রভৃতি সকলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই জিমন্যাষ্টিকের যুবকদল এখন রীতিমত স্কুলে এবং নৈতিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় এবং ইহারা আরও অন্যান্য যুবক ও বালকের উপদেষ্টা স্বরূপ হইয়াছে। পাঠান্তে ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কর্ত্তব্য, কোথায় কোন রোগী বা অনাহারী বা কোন বিপদগ্রস্ত লোক বিপদে পতিত হইয়া কষ্ট পাইতেছে এইরূপ লোকের সান্তনার্থ লোকের দ্বারে দ্বারে এবং পথে পথে বা পল্লিতে পল্লিতে দল বাঁধিয়া অনুসন্ধান করিতেছে।

হরি এবং বিধুর প্রণয় এখনও ঘুচে নাই। কিন্তু এ প্রণয়ে আর অপবিত্রতা বা অভিসন্ধি কিছুই নাই। এ কথা আমরা ঠিক বলিতে পারি। হরি চিরদিন—বিধুগত প্রাণ। এখন বলিতে পারি বিধু এবং হরি এক—হরিহর আত্মা। এ প্রণয়ে অপবিত্রতা নাই, বিচ্ছেদ নাই, কিছুই নাই। বিধু এখন বস্তুতঃ চরিত্রবান হইয়াছে, হরিও ততোধিক। দেশীয় বালক এবং যুবকদিগকে উৎসন্নপুরে পাঠাইতে বিধু মহাশয় নিজেই সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন, আবার ইহাদিগকে চরিত্রবান করিতে, (দেবেন্দ্র বিধুর জন্য যত খাটিয়াছেন) বিধু ইহাদের জন্য তদপেক্ষা অধিক খাটিয়া প্রকৃত চরিত্রবান করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের বিধু সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার পাত্র হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। দেখ না কেন, অবকাশের দিন মানুষ আমোদ আহ্লাদে নিযুক্ত থাকে। বিধুর প্রবৃত্তি এমনই সৎকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে যে, বিধু হরিকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় পল্লী ছাড়িয়া কোথায় বিপদগ্রস্ত লোক বিপদে পতিত হইয়া

কষ্টানুভব করিতেছে, ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য কতদূর আসিয়া পড়িল। দেবেন্দ্র, ইহাদের এই সৎপ্রবৃত্তি স্বচক্ষে দর্শন করিতে বড়ই অভিলাষী।

গ্রাম ছাড়িয়া ইহারা প্রথমে শ্মশানের উপর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, এখানে কোন বিপদগ্রস্ত লোক আছে কি না। ইহারা যাহা দেখিল তাহাই বিপদজনক।

বিধু এবং হরি যষ্ঠীবাড়ীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া যাহা দেখিল তাহাতে হরির মন অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবং উপায় বিধানার্থে নরেন্দ্রের সাহায্য প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বিধুকে জিজ্ঞাসা করিল। বিধু তাহাতে অমনযোগী হইয়া কহিল,—না না শ্মশানের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছে।

হরি কহিল উদাসীনের কখনও সঞ্চিত অর্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং ইনি যে অত্যাচারিত হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। তথাপি হরি শ্মশানের ব্রাহ্মণদিগের উপর অতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়া সঙ্গীকে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন, এবং তাহাদিগের দ্বারা কোনও প্রতিকার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া অগত্যা নরেন্দ্রের সাহায্য প্রয়োজন এই মনে করিয়া, উভয়ে যাত্রা করিলেন এবং শেষ সমুদয় ব্যক্ত করিয়া নরেন্দ্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শ্মশানে বিপন্ন ব্যক্তির অবস্থা নরেন্দ্র সমীপে জ্ঞাত করিলে পর, নরেন্দ্র তাহাতে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, তোমরা আমাকে মারিয়া ফেল। আমি কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অনন্তর নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। নরেন্দ্রকে নিরুত্তর হইতে দেখিয়া উভয়ে অতিশয় বিনীত ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, মহাশয়! এক অসহায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ব্যক্তি কতই নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন, বোধ করি তাঁহার সঞ্চিত অর্থ গোপন করিতে না

পারায়, শ্মশানের ব্রাহ্মণ কিম্বা চাণ্ডালদিগের দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকিবে। তজ্জন্য সন্ন্যাসীকে বড়ই সহ্য করিতে হইতেছে।

নরেন্দ্র মনে মনে নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া পরিশেষে যাহা ভাবিলেন তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদি সরোজিনীকে ভুলিতে পারিতেন তাহা হইলে নরেন্দ্র শত শত বিপন্ন ব্যক্তির দুর্দ্দশার প্রতি উদাসীন হইয়া, কখনও বিধু এবং হরির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেন না। যাহা হউক নরেন্দ্র ভাবিলেন যষ্ঠীবাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারিলে, তারপর নিশ্চয়ই একবার শ্মশান মন্দিরে গিয়া, সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যষ্ঠীবাড়ী হইতে শ্মশানমন্দিরের ব্যবধান অধিক নহে; এজন্য তিনি বিধু এবং হরির অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন।

বিধু, হরি এবং নরেন্দ্র তিনজনে যষ্ঠীবাড়ীর উপর উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণপণে সন্ন্যাসীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন পূর্ব্ব পরিচিত ব্রহ্মচারী রোগাক্রান্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া হরি মনে করিয়াছিল শ্মশানের লোকেরা স্বার্থপরায়ণা হরি মনে করিয়াছিল লোকটিকে উলঙ্গ করিয়া, তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া ভূমির এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিযাছে। ইহাতেই হরির মন বিচলিত হইয়াছিল। হরি জানিত না ফকিরের মা বাপ নাই, ঘর বাড়ী নাই, বিষয় সম্পত্তি নাই। দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত ময়দান তাঁহার শয্যা, অনন্ত নীলাকাশ তাঁহার গৃহের ছাদ, জগতের মানবগণ তাঁহার ভাই ভগ্নী, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাত্মা তাঁহার ঐশ্বর্য্য। যাহাহউক নরেন্দ্র আসিয়া দেখিলেন একটি ব্রহ্মচারী রোগগ্রস্ত হইয়াছেন মাত্র নরেন্দ্র, হরির ন্যায় বিচলিত হইলেন না। পরন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে একবার মনে করিতে বাধ্য হইতে হইল যে

"এরূপ স্থলে না আসিলেও চলিত, কেন না আমার অবর্ত্তমানে শত সহস্র ব্যক্তি কাতরোক্তিতে গগন বিদীর্ণ করিবে। যাহাহউক এস্থান হইতে একটু উত্তরে শ্মশানমন্দির, একবার সরোর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতে পারিব না" মনে মনে ভাবিলেন,—তবে কি করিতে আসিলাম।

ব্রহ্মচারীর সম্মুখে ধূপ ধুনা পড়িতেছে। সম্মুখে, কিয়দ্দূরে প্রজ্বলিত চিতা ধূমরাশি উদ্গীরণ করিয়া উর্দ্ধে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোথাও নির্ব্বাণোন্মুখ চিতাভস্ম ভেদ করিয়া ধূমরাশি নির্গত হইতেছে। এই সন্ধ্যার প্রাকালে যষ্ঠীবাড়ীর উপর কি ভীষণ দৃশ্য দেখিতে হইয়াছে।

নরেন্দ্র, হরি বিধু ইহারা শ্মশানের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। চারিদিকে হু হু শব্দ—প্রতিধ্বনিত দিক্ কম্পিত হইতেছে উত্থিত স্বর মিলাইতে, না মিলাইতে, আবার—"বল হরি হরি বোল।"

শ্মশানের ব্রাহ্মণেরা আগন্তুকদিগকে উত্যক্ত করিতে লাগিল সৎকারাদি ফুরাইয়া লইলে অল্প অর্থে কুলান হইতে পারে।

আগ। এ মৃতদেহ নহে, সৎকারের বহু বিলম্ব আছে।

ব্রাহ্মণ। রক্ষার নিমিত্ত স্থান আবশ্যক হইবে না কি? তবে একেবারে ফুরাইয়া দাও,—উনি স্বর্গবাসী হইবেন।

আগ। ইনি কিয়দ্দিবস গঙ্গাবাসী হইবেন, এজন্য গৃহের ভাড়া স্বরূপ কি লইবে বল। তোমরা ব্রাহ্মণ না পিশাচ?

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তাই বল কি দিবে? এ সময় কৃপণতা করিও না।

আগ। এই দেখ বাপু, ইনি আমাদের কোন আত্মীয় নহেন, আমরা দয়া করিয়া ইহার উপকারের নিমিত্ত (যাহাতে গঙ্গালাভ হয়) এই অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া যাহা হয় বল।

নরেন্দ্র এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে যথাস্থানে সুচারুরূপে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কর্তৃক ব্রহ্মচারীর পার্শ্বে তাঁহাকে রক্ষা করা হইল। নরেন্দ্র, বিধু প্রভৃতি রোগীর যথোচিত সেবা শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন, অগত্যা সাহায্যকারীরা নিশ্চিন্ত হইয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিল।

ক্রমে ব্রহ্মচারী মহাশয় একটু একটু সুস্থ হইতেছেন; ক্ষীণ-স্বরে দু একটা কথা কহিতে পারিতেছেন দুই চারি পা বেড়াইতে পারিতেছেন। নরেন্দ্র তজ্জন্য আশা করিতে পারিয়াছেন, ইনি আরোগ্যলাভ করিবেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় নরেন্দ্রর সেবা শুশ্রূষায় বৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছেন এবং কিরূপে নরেন্দ্রকে সৎকথা শুনাইবেন এ জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা এখন বৃথা।

এক্ষণে ব্রহ্মচারীর সহিত নরেন্দ্রর বেশ পরিচয় হইয়াছে। নরেন্দ্র, বিধুকে কহিলেন গ্রামের মধ্যে বাজারে গিয়া কিঞ্চিৎ দাড়িম্ব, মিছরী, সাগুদানা ক্রয় করিয়া আন। নূতন রোগীকে পথ্য দেওয়া হইবে। বিধু তদ্দণ্ডে গ্রামের মধ্যে যাইল,—যাইবার সময়ে হরিকে সঙ্গে করিয়া লইল।

এ দিকে রোগী নরেন্দ্রনাথ শ্রবণ করিয়া, যেন মৃত-দেহে নব প্রাণ প্রাপ্ত হইল। উৎসাহে, আহ্লাদে—শেষ মুহূর্ত্তকে যেন অস্থির করিয়া তুলিল। রোগীর বাক্‌শক্তি শূন্য হইয়াছে, উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে। একেবারে অধৈর্য্য হইল—ক্ষীণ হস্ত, পদ অতি ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিতে লাগিল। নরেন্দ্র বুঝিলেন, রোগীর অন্তিমকালীন যন্ত্রণার সূত্রপাত হইয়াছে।

নরেন্দ্র লাফাইয়া গিয়া, রোগীর আপাদ মস্তকাবৃত দীর্ঘ বসন উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, রোগী কাতর স্বরে "নরেন্দ্র"

নাম উচ্চারণ করিবার জন্য গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। নরেন্দ্র গলা বাড়াইয়া, কান পাতিয়া, সেই স্বর শুনিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র শুনিলেন---"ন" রোগী "ন" ছাড়িয়া "রে"—উচ্চারণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। শেষ অক্ষর--"ন্দ্র" আর উচ্চারণ হইতেছে না। নরেন্দ্র দেখিলেন, রোগী "নরেন্দ্র"—নাম উচ্চারণ করিল। ইহা দেখিয়া, আরো নিকটে মুখ লইয়া গেলেন। রোগী তখন ক্ষীণ, দুর্ব্বল, কৃশ, বিবর্ণ হস্ত দুইখানি প্রসারিত করিয়া, নরেন্দ্রর গলদেশ বেষ্টন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি একরূপ করিতেছ কেন ?" তোমার কি কষ্ট হইতেছে ?"

আজ যদি এই অসহায়া, দুঃখিনী, অনাথিনীর কিঞ্চিন্মাত্র বাক্‌শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যুকালীন এই দারুণ যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র উপশম করিতে সক্ষম হইত। দুঃখিনীর সকল শক্তি গিয়াছে, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবারও সামর্থ নাই, দুটি চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু নির্গত হইতেছে। অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রদ্বয়, স্থির ভাবে অর্দ্ধস্ফুট চাহনিতে নরেন্দ্রর মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। নরেন্দ্র সবিস্ময়ে সেই জলন্ত এবং জীবন্ত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অবাক হইয়া রহিলেন। জ্বলন্ত দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে নরেন্দ্র কহিলেন--সরোজিনী, তুমি এ কি হইয়াছ ! সরোজিনী, আমার জন্য তোমার এই পরিণাম ? পরিণাম বলিতে নরেন্দ্রর গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সরোজিনী এখনও বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া নরেন্দ্র গলদেশ বেষ্টন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

নরেন্দ্র চীৎকার করিয়া কহিলেন সরো, আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিলে ? সরো কেন এ রাক্ষসকে ভাল বাসিয়াছিলে ?

উঃহুঃ—আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। সরোজিনী। তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই দেখ, এখনি মরিতে চলিলাম,—এই বলিয়া সবেগে দৌড়াইয়া গিয়া, সম্মুখস্থ একটি প্রজ্বলিত চিতার উপর ঝম্প প্রদান করিতে যাইতেছেন। বাহু উত্তোলন করিয়া—হা সরোজিনী—হা সরোজিনী আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ। এ জীবন এক দিনের জন্যও তোমাকে সুখী করিতে পারে নাই—আজ তোমার সেবায় এ জীবন উৎসর্গ করিলাম। চিতার আলোক চারিদিক প্রকাশিত, যদি বিন্দুমাত্র সামর্থ্য থাকে তবে একবার মুখোত্তোলন করিয়া এই চণ্ডালের মৃত্যু দেখিয়া বিন্দুমাত্র সুখ লাভ কর।

এই বলিয়া নরেন্দ্র জ্বলন্ত অগ্নিরাশির উপর ঝম্প প্রদান করেন—এমন সময় কে একজন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার সে উদ্যম নিবৃত্ত করিল। স্পর্শ মাত্রেই নরেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইলেন। আগন্তুক চিতার পার্শ্বদেশে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া, যথোচিত সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিক হইতে লোক জন আসিয়া নরেন্দ্রকে ঘেরিয়া ফেলিল। ও দিকে মুমূর্ষু রোগী মৃত্যুশয্যায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল, কোনও প্রকারে কমনা সুসিদ্ধ হইতেছে না। ইচ্ছাটা ছুটিয়া গিয়া নরেন্দ্রর গতিরোধ করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছেন—এই সেই শিষ্যা "প্রেম-ভিখারিণী সরোজিনী"। নিজের শক্তি সামর্থ নাই, কি করিবেন, তাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গভীর চিন্তা সহকারে ইহাঁদের ভাগ্যনির্ণয় করিতেছেন। পরিশেষে এক অভূতপূর্ব্ব-সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটু সুস্থ হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে আগুণ জ্বলিতেছে। কিন্তু নিজে তাহাতে পুড়িতেছেন না। দেখিয়া

বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, চারিদিকে যমদূতের ন্যায়, কেহ বংশ-দণ্ড হস্তে, কেহ মল্লবেশে দণ্ডায়মান—ভাবিলেন ইহারা কাহার সংকার করিতেছে? দেখিলেন, তাঁহার মস্তক দেবেন্দ্রনাথের অযাচিত প্রেম-ক্রোড়ে সংস্থাপিত। তৎক্ষণাৎ সবেগে উঠিয়া বসিলেন এবং অবাক হইয়া জলন্ত চিতার প্রতি নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তব্ধ। কি দেখিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধ হইলেন? একজন অশীতিপর যোগী যেন অগ্নিরাশির মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া, নরেন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। নরেন্দ্র তাঁহার প্রতি চাহিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—আবার আমাদের মিলন হইবে।

যোগী—হুঁ, এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নরেন্দ্র তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এ যোগী পূর্ব্বপরিচিত ব্রহ্মচারী। এখন পাঠক মহাশয়ের জিজ্ঞাস্য এই, দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ কোথা হইতে আসিলেন?

দেবেন্দ্রনাথ আজ কয়েকদিন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, কোথাও তাঁহার সন্ধান না পাইয়া শ্মশানমন্দিরে আসিয়া দেখিলেন সরোজিনীকে যজ্ঞাবাড়ীতে লইয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ আসিতে আসিতে নরেন্দ্রর চীৎকার শুনিতে পাইয়া পশ্চাৎ হইতে ধরিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধু এবং হরি তাড়াতাড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত। বিধু সুমিষ্ট সলিল লইয়া রোগীর সম্মুখে দাঁড়াইল। হরি তাড়া তাড়ি দাড়িম্ব ভাঙ্গিতে বসিল। ক্ষণপরে মতিবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

বিধু কহিলেন হরি অগ্রে দাড়িম্ব লইয়া রোগীর নিকটে ধরো। হরি দুই চারিটা দানা লইয়া রোগীর মুখে দিতে আসিল।

রোগী শ্মশানের মধ্যে অর্দ্ধমৃতশবাবে অতি মৃদুভাবে একা হাসিলেন। চিতার আগুন হরিকে সেই হাসিটুকু দেখাইল, হরি বিধুকে সেই হাসি দেখাইল। উভয়েই প্রলাপের চিহ্ন ভাবিয়া নিস্তব্ধ হইল।

নরেন্দ্র এবং দেবেন্দ্র রোগীর নিকট দাড়াইয়া রোগীর অবস্থা নিরূপণ করিতেছেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের আর ভয়ের সঞ্চার হইতেছে না। ২টি ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহার মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া ছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই অসাড় শরীরে চৈতন্য সঞ্চার হইল ইচ্ছামত হস্তপদ সঞ্চালন করিতেছেন মুখ নাড়িতেছেন, চক্ষু খুলিয়া ইচ্ছামত চারিদিকে চাহিতেছেন। মুখমণ্ডলে একটি অনির্ব্বচনীয় প্রফুল্লতা বিকাশিত হইয়াছে। হরি, বিধু এবং নরেন্দ্র রোগীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন।

হরি, দাড়িম্বের দানা একটি একটি করিয়া টিপিয়া রোগীর মুখে দিতেছে।

রোগী অতি জড়িত ভাষায় হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনার নাম কি?"

হরি কহিল— 'হরি।"

রোগী। আপনার বাড়ী কোথায়?

হরি। দ্বাদশকুল্য গ্রামে।

হরি তখন বুঝিতে পারিল, বিধুও বুঝিতে পারিল।

এদিকে ব্রহ্মচারী মহাশয় রোগীর অবস্থা উন্নত হইতেছে দেখিয়া আশ্বাসিত হইতে পারিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিয়া, নরেন্দ্রকে ডাক্তার আনিবার কথা বলিতেছেন। ব্রহ্ম-

চারী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের মুখে ডাক্তারের কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া গম্ভীর ভাবে দেবেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,— "তুমি কে হে বাপু, ডাক্তার আনাবার জন্য ব্যস্ত?" নরেন্দ্র, ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেবেন্দ্রর পরিচয় দিলেন। ব্রহ্মচারী একটু সহজ ভাষায় কহিলেন, -তোমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমি সর্ব্বব্যাধিনাশকারী এক অমোঘ ঔষধ দিয়াছি, শীঘ্র অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য লাভ করিবে--সন্দেহ নাই। সকলেই দেখিলেন রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ব্রহ্মচারী নিষেধ করিলেন, রোগীকে কথা কহিতে দিও না। তোমরা রোগীর নিকট হইতে একটু সরিয়া যাও, দ্বিসপ্তাহের মধ্যে রোগীর উত্থান শক্তি হইবে।

ব্রহ্মচারী কি ঔষধ দিয়াছেন? আধুনিক যুবকেরা বোধ হয় সে ঔষধির কথা কর্ণে গ্রহণ করিবেন না। এমন সবল ঔষধ, উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত লোককে সেবন করিতে দেখিয়াছি যাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যাহা ডাক্তার কবিরাজের সাধ্যাতীত— মরিবার জন্য যাহাকে তাচ্ছিল্যভাবে ফেলিয়া রাখিয়াছে মৃত্যু যাহাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে,—এমন রোগীকে সাধু মহাত্মারা ঔষধ দ্বারা পুনর্জ্জীবন দান করিতেছেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। স্বীকার করি, ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগের সাধ্যাতীত এরূপ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী কিম্বা পরমহংস হিমালয় পর্ব্বতের গহ্বরে লুকায়িত।

আজ শ্মশানের কি ভয়ঙ্কর চিত্র। শ্মশানের এ প্রকার ভয়াবহ নিদারুণ দৃশ্য কেহ কি দেখিয়াছ? এরূপ ভয়ঙ্কর চিত্র কচিৎ নয়নগোচর হয়। সম্মুখে দাউ দাউ রবে জলন্ত চিতার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিকটাকৃতিতে হা হা করিতেছে—এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য-

গামী মূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রাণ আতঙ্কে পূর্ণ হয়। কত নিদারুণ হাহাকার, মর্ম্মান্তিক পিপাসা, অতৃপ্ত লালসা, বুকভরা উদ্যম এ অগ্নিতে ভস্ম হইতেছে ইহাদের সম্মুখে এইরূপ চারি পাঁচটি জ্বলিতেছে।

এখানে দুইটী যোগী অস্থিময়কাষ্ঠিন আসন গ্রহণ করিয়াছেন,—তাঁহাদের সম্মুখে একদল যুবক নিষ্পন্দের ন্যায় দণ্ডায়মান। চরাচর ধূম্রাকার ধারণ করিয়াছে—অনন্ত আকাশ শূন্যময়, ধূমময়, অন্ধকারময়, দিক্‌বিদিক্ যেন চিরনিস্তব্ধতায় পূর্ণ। উর্দ্ধে গগনব্যাপী নক্ষত্র উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দীপ্তি পাইতেছে, দূরে ফেরপাল চীৎকার করিতেছে, গৃধ্রপক্ষী নৃত্য করিতেছে, অদূরে শবভুক পশু অর্দ্ধদগ্ধশবাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য জীবন্ত অবস্থায় এ সকল বিষয় একবার চিন্তা করা উচিত।

এখানে লোক-কণ্ঠ ধ্বনিত হয় না চারিদিক নিস্তব্ধ—সাড়া-শব্দ শূন্য। দারুণ নিস্তব্ধতায় চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত। এই অবস্থার মধ্যে কেবলই যন্ত্রণার হাহাকার ধ্বনিতে শ্মশান স্পন্দিত হইতেছে। যে মরিয়াছে—আগুনে পুড়িতেছে—তার যন্ত্রণা ফুরাইয়াছে। যে মরে নাই—ঐ বংশদণ্ড হস্তে লইয়া মৃতকে জ্বালাইতেছে—তার হৃদয়ে-শান্তি নাই—হু হু রবে তারও বক্ষ জ্বলিতেছে। যে মরে নাই সেও জ্বলিতেছে, যে এখনি মরিবে সেও জ্বলিতেছে, যে মৃত্যুপার্শ্বে দণ্ডায়মান সে ত মরণাধিক জ্বলিতেছে। মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষু ভিখারিণী জ্বলিতেছে, নরেন্দ্র জ্বলিতেছে, হরি জ্বলিতেছে, বিধু জ্বলিতেছে, দেবেন্দ্র জ্বলিতেছে,—কিন্তু জ্বলন্ত চিতা সকল জ্বালা জুড়াবার জন্য, কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে জ্বলিতেছে একবার ভাবিয়া দেখ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

এখানে ক্রমে ক্রমে রোগীর অবস্থা উন্নত হইতেছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইতেছেন। যাহা শিবের অসাধ্য, তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?—শ্মশানস্থ সকলেরই মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইতেছে। ব্রহ্মচারী রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত যখন যে দ্রব্য প্রয়োজন তাহা আদেশ মত প্রাপ্ত হইতেছেন—এই নিমিত্ত ব্রহ্মচারীর কোন বিষণ্ণভাব নাই। নরেন্দ্র রোগীর অবর্ত্তমানে কতই ক্রন্দন করিতেছেন, কতই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ না থাকিলে নরেন্দ্র উন্মাদ হইতেন। সরোজিনী জীবন লাভ করিবেন, এ আশা এক মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও অন্তঃকরণে উদয় হয় নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে রোগীর দুর্ব্বল শরীরে নব বল সঞ্চার হইল ক্রমে উত্থান-শক্তি প্রাপ্ত হইলে পর—এক দিন ব্রহ্মচারী মহাশয় নির্জ্জনে নরেন্দ্রকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। কারণ রোগীর অবস্থা বিকৃত হইতে পারে। নরেন্দ্র এক্ষণে এক অভিনব বল প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। নরেন্দ্র, পিতার কাল হওয়া পর্য্যন্ত সংসারের কোনও খবর জানিতেন না—এক্ষণে মধ্যে মধ্যে ডায়মণ্ডহার্ব্বার হইতে স্বদেশে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কালীকুমারের বিষয় সম্পত্তি অগাধ—এজন্য নরেন্দ্র বিষয় সম্পত্তির একটা সুবন্দোবস্ত করিলেন—কিন্তু বিষয়ের অধিকাংশ আয় দরিদ্রসেবার জন্য নির্দ্ধারিত করিলেন। বৃদ্ধ কালীকুমারের ইচ্ছা ছিল নরেন্দ্রের বিবাহ দেখিয়া যান। কিন্তু নরেন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইতে দেন নাই।

নরেন্দ্রের অভিপ্রায় কাহারও নিকট অবিদিত নাই এবং ছিলও না। নরেন্দ্র এক্ষণে নব-বলে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন এস্থান পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তখন সরোজিনী উঠিয়া হাটিয়া বেড়াইতে পারেন—রিতিমত আহার গ্রহণ করিতে পারেন। যতই দিন যাইতে লাগিল সরোজিনী ততই নির্দ্দোষে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত বেশ কথা কহিতে পারেন—দেবেন্দ্রনাথকে দেখিলে একটু লজ্জিত হয়েন। বিধু এবং হরি সরোজিনীর নিকট যাইতে লজ্জাবোধ করেন।

অনন্তর দেবেন্দ্রের কথামত সকলেই দ্বাদশগুচ্ছ গ্রামে নরেন্দ্রের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সেবার জন্য শত আয়োজন হইতে লাগিল। নরেন্দ্র ভাবিলেন ইনি সাক্ষাৎ দেবতা। বাস্তবিক ব্রহ্মচারী, পরমহংসদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। সরোজিনীর সে ব্যাধিগ্রস্ত রুগ্নদেহ,—যেন মেঘোন্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। শরীরখানি পূর্ব্বের ন্যায় বলিষ্ঠ এবং কান্তিপূর্ণ হইল, যেন উষালোক রঞ্জিত স্নিগ্ধ অরুণবৎ বিকসিত হইল। নরেন্দ্রের বাটীতে যত্নের অভাব নাই। রুগ্নবস্থায় যেমন সরোজিনীকে সরোজিনী বলিয়া কাহারও চিনিবার ক্ষমতা ছিল না এক্ষণেও সরোজিনীর পূর্ণ যৌবন সমাগমে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাই দেশবাসীরা কেহই চিনিতে সক্ষম হইতেছেন না কিন্তু এ প্রেমময়ী প্রতিমাকে যিনি দেখেন তিনি তাঁহার সেবা করেন। কেহ গাত্রমর্দ্দন করেন, কেহ কেশ বিন্যাস করেন, কেহ খোপায় ফুল পরাইয়া দেন, কেহ যুই

ফুলের গড়ে হার লইয়া গলায় পরাইয়া দেন। বাটির এবং পাড়ার মেয়েরা সরোজিনীকে এইরূপ সাজাইয়া কখন কখন নরেন্দ্র সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যান। সরোজিনীর পিতা মাতা দেশে থাকিলে আজ আনন্দের সীমা থাকিত না। শম্ভুনাথ সস্ত্রীক কাশীবাসী হইয়াছেন।

এক্ষণে নরেন্দ্রর সে ভাব নাই। সরোজিনীকে দেখিলে তিনি লজ্জায় মস্তক নত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়ান। সরোজিনীও নরেন্দ্রকে দেখিলে ঐরূপ করেন। সরোজিনী এক্ষণে কেবলই কি ভাবেন—ত্রিতল অট্টালিকে তাঁহাকে সুখ প্রদান করিতেছে না, অসংখ্য দাস দাসী মন যোগাইতে পারিতেছে না। সরোজিনী এক্ষণে খোঁপায় ফুল রাখেন না, গলার মালা ছিঁড়িয়া ফেলেন, রাশরক্ত চুল খুলিয়া ফেলেন। যাহাকে দেখিলে মুখ আপনা হইতে হাসিয়া উঠে, বুক আপনা হইতে প্রশস্ত হয়—তাঁহাকে দেখিলে স্ব ইচ্ছায় যেন একটা কষ্টের কথা ব্যক্ত করেনা নরেন্দ্র সে সকলই বুঝিতে পারেন।

কেহ কাছে না থাকিলে দুজনে একদৃষ্টে চাহিয়া কাঁদিতে থাকেন। সরোজিনীর চাহনিতে যে কত রাশি রাশি ভাব লুক্কায়িত তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। নরেন্দ্র এবং সরোজিনী এইরূপে মধ্যে মধ্যে কত ক্রন্দন করেন এবং কত কথা কহেন। একদিন সর্বজ্ঞ ব্রহ্মচারি তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং কোন্ বিধানানুযায়ী তাঁহাদিগকে বিবাহ দিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। অবশ্য সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহাশয় না বুঝিয়া এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

নরেন্দ্র এবং সরোজিনী পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র এখনও দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শ মত

কার্য্য করিতে অবজ্ঞা করেন না। নবেন্দ্রর অতুল সম্পত্তি দারিদ্র সেবায় ব্যায় হইতে লাগিল। নবেন্দ্র এবং দেবেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহন করিলেন। এই ঘটনায় কিছু দিন পরে ব্রহ্মচারী মহাশয় অরণ্যে যাত্রা করেন।

সম্পূর্ণ।